NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৮ কোহলি 'মানুষ নন', কোহলি 'চিতা'

রাহুল-গোয়েঙ্কা বিতর্কে মুখ খুললেন সৌরভ ৮

কলকাতা ১১ মে ২০২৪ ২৮ বৈশাখ ১৪৩০ শনিবার সপ্তদশ বর্ষ ৩২৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 11.05.2024, Vol.17, Issue No. 328, 8 Pages, Price 3.00

'সন্দেশখালির দোষীরা শাস্তি পাবেই' ভোটের জন্যই সিএএ-তে বাধা মমতার, রানাঘাটে প্রচারে কটাক্ষ অমিত শাহের

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানাঘাট: ১৩ মে বাংলায় চতুর্থ দফার নির্বাচন। তার আগে রানাঘাটে বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকারের হয়ে প্রচারে এসে ফের একবার সন্দেশখালি নিয়ে সরব হলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুক্রবার বীরভূম ও আসানসোলেনির্বাচনী কর্মসূচি ছিল শাহের।

আগামী সোমবার বোলপুর, বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, রানাঘাট (এসসি), বর্ধমান পূর্ব (এসসি), বর্ধমান দুর্গাপুর, আসানসোল ও বীরভূমে ভোট। বঙ্গে বিজেপির তরফে চলছে জোরদার প্রচার। এদিন মতুয়া গড় রানাঘাটে প্রচারে এসে দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার বলে আরও একবার তৃণমূলকে নিশানা করলেন শাহ। তাঁর কটাক্ষ, ভোট রাজনীতি করতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিএএ-তে বাধা দিচ্ছেন। এদিন 'ভারত মাতার জয়' দিয়ে বক্তৃতা শুরু করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। মঞ্চে উঠে বলেন, 'আমার সঙ্গে বলুন, 'ভারত মাতার জয়'।

অন্য দিকে, বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দেবতনু ভট্টাচার্যের সমর্থনে এদিন তিনি জনসভায় নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে হাজির হওয়াই ক্ষমা চেয়ে নেন। পঞ্চপীঠ বীরভূমে এসে সকল দেবদেবী ও মনীষীদের স্মরণ করে অমিত শাহের আবেদন বাংলা থেকে ৩০ টি আসনে জেতাবার। তাঁর দাবি, যদি বিজেপি রাজ্যে ৩০ টি আসন পায় তাহলে তৃণমূলের আমলে দুর্নীতির আতুঁর ঘর হয়ে ওঠা বাংলা থেকে পাথর, গরু, বালি কয়লার সব সিন্ডিকেট বন্ধ করে দুষ্কৃতিদের জেলে ভরা হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মস্থান বীরভূম তাই বীরভূমের উন্নয়নে মমতার শিল্পের উদ্যোগ নেই কেন? কেন এখান থেকে চাকরির জন্য বাইরে যেতে হয়? সিউড়িতে জল নেই কেন ?এত নদী থাকা সত্ত্বেও রাজনগরে শুদ্ধ পানীয় জল পাওয়া যায় না কেন ? সতী পীঠ থাকা সত্ত্বেও বড় পর্যটন কেন্দ্র কেন গড়ে ওঠেনি তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি ।

বীরভূমে তৃণমূলের দাপুটে নেতা অনুব্রত মণ্ডল জেলবন্দি। গরুপাচার মামলায় তিহাড় জেলে বন্দি অনুব্রত মণ্ডলের নাম করে পাচার ইস্যুতে তৃণমূলকে তোপ দাগলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রামপুরহাটে নির্বাচনী জনসভা থেকে শাহ বললেন, 'এখানকার একজন তিহাড় জেলে হাওয়া খাচ্ছেন। গরু, কয়লা, বালি পাচার এখনও যাঁরা করে চলেছেন, তাঁরা শুধরে যান। নইলে তাঁদের অবস্থাও অনুব্রতর মতো হবে।'

প্রসঙ্গত, সন্দেশখালিতে বিজেপি নেতার স্টিং ভিডিও-ভাইরাল হওয়ার পরই পদ্ম শিবিরের চক্রান্তের অভিযোগ তুলে সরব হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ নিয়ে বিগত কয়েকটি নির্বাচনী প্রচারে বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কার্যত চুপ থাকলেও এদিন নদিয়ার রানাঘাটে ফের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বললেন, 'সন্দেশখালির দোষীরা শাস্তি পাবেই।' রানাঘাটের প্রার্থী জগন্নাথের হয়ে ভোটের আবেদন জানালেন রানাঘাটবাসীকে। এর পরেই শাহের হাতে উপহার তুলে দেন রাজ্য বিজেপির নেতা-কর্মীরা।

অমিত শাহ বলেন, 'মমতার মন্ত্রীর ঘর থেকে ৫০ কোটি টাকা মিলেছে। এই সভায় কেউ দেখেছেন? এই টাকা কার? এই টাকা রানাঘাটের গরিব যুবকদের। এই মমতা এবং তৃণমূল এই কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি করছে। যাঁরা দুর্নীতি করেছেন, তাঁদের জেলে পাঠাবে বিজেপি।' মমতাকে কটাক্ষ করে বলেন, ভোটের জন্য সিএএ করতে দিচ্ছেন না মমতা। বিরোধিতা করছেন। আমি বলতে চাই, এত বছরে বাংলাকে বরবাদ করেছেন। কাটমানি আটকানো উচিত কি না, আপনারা বলুন? অনুপ্রবেশ, বিস্ফোরক, সন্দেশখালির মতো ঘটনা কি আটকানো উচিত কি না!'

শাহের গলায় মোদির কাজের উদাহরণ শোনা যায়। বলেন, '১২ কোটি ঘরে শৌচালয় বানানো হয়েছে। তা-ও মোদি করেছেন। ৪ কোটি ঘর করেছেন। ১০ কোটির বেশি গ্যাসের সংযোগ দিয়েছেন। ১৪ কোটি লোককে কলের জল দিয়েছে মোদি।' শাহের মুখে উঠে আসে রাম মন্দির ও কাশ্মীর প্রসঙ্গও। বলেন, 'কাশ্মীর আমাদের কি না বলুন? কংগ্রেস নেতা খড়্গে বলেন, কাশ্মীর আর বাংলার যুবকদের কি লেনদেন? আপনি জানেন না, আমার রানাঘাটের যুবকেরা কাশ্মীরের জন্য প্রাণ দিতে পারেন। মোদিজি ৩৭০ ধারা প্রত্যাহার করে দেশ থেকে সন্ত্রাসবাদ ঘুচিয়ে দিয়েছেন।' এদিন 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দিয়ে শেষ হয় সভা।

ব্যারাকপুর থেকেই বাংলায় নয়া ইতিহাসের লড়াই শুরু হবে

অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: 'মহাবিদ্রোহের শহিদ মঙ্গল পাণ্ডের পুণ্যভূমি এই ব্যারাকপুর। আর এই ব্যারাকপুর থেকে বাংলায় নয়া ইতিহাসের লড়াই শুরু হবে।' দলীয় প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের সমর্থনে শ্যামনগর অন্নপূর্ণা কটন মিলের মাঠে জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনটাই বললেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। এদিন তিনি বলেন, 'ধুমধাম করে ব্যারাকপুরে জিততে হবে। তবে লোকসভা নির্বাচন সেমিফাইনাল খেলা। বাংলায় ডবল ইঞ্জিন সরকার না হওয়া পর্যন্ত লড়াই জারি থাকবে। ফাইনাল খেলায় জিতে বাংলায় বিজেপি সরকার গড়তে হবে।' হিমন্ত বলেন, ভারতকে 'বিশ্বগুরু' বানাতে হবে। আর পশ্চিমবঙ্গকে দেশের মধ্যে এক নম্বর প্রদেশ বানাতে হবে। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে বাংলা ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে। তাঁর দাবি, 'মোদিজির নেতৃত্বে বাংলায় ডবল ইঞ্জিন সরকার গঠিত হলে বাংলার হাল পুরো বদলে যাবে।'

পরিবারতন্ত্র নিয়ে এদিন সুর চড়ালেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। তাঁর কটাক্ষ, 'ভাইপোকে মসনদে বসানোর চেষ্টা চলছে। আর বাংলা জুড়ে শুধু পিসি-ভাইপোর ছবি। মনে হচ্ছে, বাংলায় যেন আর কেউ নেই। পিসি-ভাইপো এই দু'জনের রাজ চলছে বাংলায়। দিল্লিতে যেমন প্রিয়াঙ্কা-রাহুল। বাংলায় তেমনি পিসি-ভাইপো।' নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে তৃণমূল সরকারকে নিশানা করে তিনি বলেন, 'সোনার গয়না বন্ধক রেখে কিংবা জমি-বাড়ি বিক্রি করে টাকা জোগাড় করে তৃণমূল নেতা-মন্ত্রীদের দিয়ে বেকার যুবক-যুবতী চাকরি পেয়েছিল। সেই চাকরি আবার চলেও গেল। কিন্তু নেতা-মন্ত্রীদেরকে দেওয়া সেই টাকা কীভাবে ফিরে পাবেন চাকরি-হারারা।' তাঁর দাবি, গুজরাত, উত্তরপ্রদেশ, অসমে এমন ঘৃণ্যতর কাজ হয় না। জনসভার মঞ্চ থেকে তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে অসমে যাবার আমন্ত্রণ জানালেন। তাঁর কথায়, 'বিনা পয়সায় কীভাবে সরকারি চাকরি দিতে হয়, তা শিখতে আপনি আসামে আসুন।' অসমের তুলনায় বাংলায় লিটার পিছু পেট্রোলের দাম বেশি নিয়েও তৃণমূল সরকারকে বিঁধলেন তিনি। হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেন, 'কলকাতায় লিটার পিছু পেট্রোলের দাম ১-০৩ টাকা। গুয়াহাটিতে লিটার পিছু পেট্রোলের দাম ৯৬ টাকা। তার মানে মমতা দিদি লিটার পিছু সাত টাকা অতিরিক্ত কর নিচ্ছেন।' তাঁর কথায়, বাংলায় যদি লিটার পিছু পেট্রোলের দাম ১০৩ টাকা হয়। তাহলে গুয়াহাটিতে ১১০ টাকা হওয়া উচিত।

লদীর ভাণ্ডার নিয়েও মমতার সরকারকে কটাক্ষ করেন হিমন্ত বিশ্বশর্মা। তিনি বলেন, 'বাংলার মহিলারা লদী ভাণ্ডার প্রকল্পে পান এক হাজার টাকা। ছোট প্রদেশ হওয়া সত্ত্বেও অসমের মহিলারা ১২৫০ টাকা লদী ভাণ্ডার পান।' তাঁর দাবি, বড় প্রদেশ হিসেবে পশ্চিমবাংলাকে তাহলে তো লদী ভাণ্ডার প্রকল্পে দুই হাজার টাকা দেওয়া উচিত। অসমের নিয়োগ নিয়ে হিমন্ত বিশ্বশর্মা বললেন, 'মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর মোদিজি এক লক্ষ বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের কথা বলেছিলেন। মোদিজির আশীর্বাদে এক বছরে এক লক্ষ যুবক সরকারি চাকরি পেয়েছেন। অথচ হাই কোর্ট কিংবা সুপ্রিম কোর্টের একটাও কেস হয়নি। এমনকি অসমের কোনও মন্ত্রীর ঘর থেকে টাকার পাহাড় উদ্ধার হয়নি। কিন্তু বাংলায় মন্ত্রীদের ঘর থেকে কারিকারি টাকা উদ্ধার হয়েছে।'

সিসিটিভি-র ফুটেজ নিয়ে তদন্ত লালবাজারের, তোপ অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজভবন থেকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ-কাণ্ডে ফুটেজ প্রকাশ হতেই এবার তদন্তে আরও তৎপর হল লালবাজার। ফুটেজে যাঁদের দেখা গিয়েছে তাঁরা কারা পরিচয় জানতে ছবির স্ক্রিনশট রাজভবনে পাঠানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, শুক্রবারই রাজভবনের তিন কর্মচারীকে তলব করা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে এক সচিব ও এক চিকিৎসক রয়েছেন। রয়েছেন আর এক ব্যক্তিও। যদিও লালবাজার সূত্রে খবর, তাঁরা কেউ তলবে সাড়া দেননি। রাজভবনের এক অস্থায়ী মহিলা কর্মচারী রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ করেছেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই অনুসন্ধান শুরু করেছে লালবাজার। রাজভবনের সিসিটিভি ফুটেজও হাতে পেয়েছে তারা।

পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযোগকারিণী জানিয়েছিলেন, গত ২ মে রাজভবনের কনফারেন্স রুমে হেনস্তা করা হয়েছিল তাঁকে। দু'বার তাঁর শ্লীলতাহানি করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার পর তিনি নীচের তলায় সচিবের ঘরে যান। সেখানেই ছিলেন ওই চিকিৎসক। হাতে আসা সিসিটিভি ফুটেজেও সচিবের ঘরে যেতে দেখা গিয়েছে মহিলাকে। এদিকে ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যপাল রক্ষাকবচ পান। তাই তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ফৌজদারি তদন্ত সম্ভব নয়। লালবাজার আগেই জানিয়েছিল, কোনও ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে তদন্ত নয়, নির্দিষ্ট একটি অভিযোগের অনুসন্ধান করছে তারা। তার অঙ্গ হিসাবেই সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে। রাজভবনের সিসিটিভি ফুটেজ রাজ্যের পূর্ত দপ্তরের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছে পুলিশ। তারাই রাজভবনের নিরাপত্তার দায়িত্বে। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার রাতেই ওই দিনের ফুটেজ পুলিশের হাতে এসেছে। পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে। অভিযোগকারিণীর বয়ানের সঙ্গে ফুটেজের কিছু অংশ মিলেও গিয়েছে বলে খবর। মিলেছে মহিলার বক্তব্যের সময়ও।

এদিকে এই ইস্যুতে সরব হলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । রাজভবনের দিকে আঙুল তুলে তিনি বলেন, 'ওই সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ করে ওই নির্যাতিতা মহিলাকে আরও বেশি অপমান করা হয়েছে।' পাশাপাশি এই ঘটনায় রাজ্যপালের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ারও পরামর্শ দিলেন ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল প্রার্থী।

হাইকোর্টের দ্বারস্থ বিজেপি নেতা গঙ্গাধর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সন্দেশখালিতে বিজেপি নেতা গঙ্গাধর কয়ালের একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। যা নিয়ে রাজ্য রানীতিতে শোরগোল। সেই ভিডিয়ো ভুয়ো বলে শুরু থেকেই দাবি করেছেন গঙ্গাধর। এবার এই ভিডিয়োর জেরে প্রাণহানির আশঙ্কায় হাইকোর্টে গেলেন বিজেপি নেতা গঙ্গাধর কয়াল ও তাঁর ছেলে জ্যোতির্ময় কয়াল। প্রথম যে ভিডিয়োটি ভাইরাল হয়, সেই ভিডিয়োর জন্য প্রাণের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, এমনই দাবি জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন তাঁরা। প্রসঙ্গত, তাঁরা আগেই দাবি করেছেন, ওই ভিডিয়ো আসলে ভুয়ো। তাঁদের ছবি ব্যবহার করে ওই ভিডিয়ো বানানো হয়েছে। আর সেটাই ছড়িয়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। এমন প্রচুর ফেক ভিডিয়ো ছড়ানো হয়েছে। তার ফলে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে এলাকার পরিবেশ। এ ব্যাপারে সিবিআই-এর কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছে। তবে এখন নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন তাঁরা। কেন্দ্রীয় নিরাপত্তার জন্য বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর এজলাসে আবেদন জানান হয়।

এই ভিডিয়োতে গঙ্গাধরকে দেখা যায়, সেখানে তাঁকে বলতে শোনা যায়, সন্দেশখালির মহিলাদের করা অভিযোগ মিথ্যা। পরে গঙ্গাধর সংবাদমাধ্যমকে জানান, তাঁর গলা নকল করে কেউ বা কারা এই কাজ করেছে। আদালত সূত্রে খবর, এই মামলা সোমবার শোনা হবে।

'বাংলার মানুষ বিজেপিকে জবাব দেবে' মিছিল করে মনোনয়ন জমা অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শুক্রবার, অক্ষয় তৃতীয়ার শুভলগ্নে নির্বাচনে লড়ার জন্য মনোনয়নপত্র জমা দিলেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্র থেকে লড়ছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। কালীঘাটে বাড়ির সামনে থেকে মিছিল করে আলিপুর ট্রেজারি বিল্ডিংয়ে মনোনয়ন দাখিল করলেন তৃণমূলের সেনাপতি। বলেন, 'বাংলাকে কালিমালিপ্ত করার জবাব বিজেপিকে দেবেন বাংলার মানুষই।' পাশাপাশি সন্দেশখালি, এসএসসি নিয়োগ মামলা নিয়েও তোপ দাগেন তিনি।

এদিন সাড়ে ১২টা নাগাদ বাড়ি থেকে বের হন অভিষেক। মিছিলের সামনের সারিতে ছিলেন সওকত মোল্লা, অশোক দেবরা। উৎসাহী জনতাও রাস্তার দু'ধারে ভিড় করেছিলেন। অন্য দিকে, কলকাতা উত্তরের দুই যুযুধান প্রার্থী তৃণমূলের সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিজেপির তাপস রায়ও মনোনয়ন জমা দিলেন। তাঁরা মনোনয়ন জমা দেন জেসপ বিল্ডিংয়ে। কলকাতা দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী দেবশ্রী চৌধুরীও শুক্রবার তাঁর মনোনয়ন জমা দেন।

২০১৪ সালে সৌমেন মিত্রের ছেড়ে যাওয়া ডায়মন্ড হারবারে প্রথম লোকসভা নির্বাচনে লড়েন অভিষেক। ২০১৯ সালেও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এই আসনেই লড়ে জয় পান। জয়ের ব্যবধান ২০১৪ সালের তুলনায় তিন গুণ বাড়িয়ে নেন। এই লোকসভা কেন্দ্র থেকে অভিষেকের বিরুদ্ধে বামেদের প্রার্থী প্রতীক উর রহমান। আইএসএফ-এর প্রার্থী মজনু লস্কর। 'হেভিওয়েট' তৃণমূল প্রার্থীর বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বিজেপির অভিজিৎ দাস ওরফে ববি।

অন্তবর্তীকালীন জামিনে মুক্তি পাচ্ছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি , ১০ মে: লোকসভা ভোটের আগে কিছুটা হলেও স্বস্তি পেলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে অন্তর্বর্তী জামিন পেলেন তিনি। আগামী পয়লা জুন পর্যন্ত অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর হয়েছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। পয়লা জুনের পরে তাঁর জামিনের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। অর্থাৎ নতুন করে জামিন না পেলে লোকসভা ভোটের গণনার দিনে (৪ জুন) দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে জেলেই কাটাতে হবে। আপ সুপ্রিমোর জামিনের খবরে খুশি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স হ্যান্ডলে তিনি এ নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'নির্বাচনের মাঝে কেজরিওয়ালের জামিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চলেছে।'

ভোটগণনার দিনে তিনি যাতে জেলের বাইরে থাকতে পারেন, সেই আর্জিও জানান দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর আইনজীবী অভিষেক মনু সিংঘভি। জামিনের মেয়াদ বাড়িয়ে ৫ জুন পর্যন্ত করার আর্জি জানান। তবে তাতে সরাসরি 'না' বলে দিয়েছে শীর্ষ আদালত। বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, ২ জুন কেজরিওয়ালকে আত্মসমর্পণ করতে হবে। অর্থাৎ ১ জুন লোকসভা নির্বাচনের শেষ দফার ভোটগ্রহণের সময় জেলের বাইরে থাকবেন কেজরি। কিন্তু পরদিনই তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আপ নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়ালের জামিনে কলকাতেও সমর্থকদের মধ্যে খুশির হাওয়া।

আগামী ২৫ মে নির্বাচন দিল্লির সাতটি লোকসভা আসনে। তার আগে জামিনে মুক্তি পাওয়ায় দলের হয়ে প্রচার করতে আর কোনও বাধা রইল না আম আদমি পার্টির সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালের। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আইনজীবী তাঁকে পাঁচ জুন পর্যন্ত অন্তর্বর্তী জামিন দেওয়ার আবেদন জানান। কিন্তু, সেই আবেদন খারিজ করে দিয়ে ২ জুন কেজরিওয়ালকে আত্মসমর্পণ করে জেলে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট।

অনুব্রতর অনুপস্থিতিতে ত্রয়ীর লড়াই বীরভূমে

শুভাশিস বিশ্বাস

বোলপুর: গোরু পাচার কাণ্ডে গ্রেফতারির পর তিহাড়ে বন্দি অনুব্রত। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই দীর্ঘদিন বীরভূমের মাটি থেকে দূরে রয়েছেন তৃণমূলের দাপুটে নেতা অনুব্রত মণ্ডল। তিনি নিজে কোনওদিন ভোটে লড়েননি। অনুব্রত না থাকলেও তৃণমূল প্রার্থী শতাব্দী রায় প্রত্যয়ী তাঁর জয়ের ব্যাপারে। বারবার নির্বাচনী প্রচারে বঙ্গে পা রখাছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাতে তেমন কোনও ফল হবে না বলেই ধারনা শতাব্দীর। এই প্রসঙ্গে শতাব্দী জানান, 'প্রধানমন্ত্রী আগেও ভোটে এসেছেন। আমরা বলতাম, ডেলি প্যাসেঞ্জারি করছেন। এটা আর একটু আগে থেকে শুরু করেছেন। কারণ, যত ভরসা-কনফিডেন্স কমছে তত বেশি আসা-যাওয়া শুরু করবেন। তাতে কিছু প্রভাব পড়েনি। প্রত্যেকবারই হাওয়া ওঠে, এই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল আর থাকল না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হারলেন। কিন্তু, প্রত্যেকবার তার থেকে বেশি ভোটে জয়ী হয় তৃণমূল। মানুষ প্রত্যেকবার এই ভুল বার্তা ভোটবাক্সে গিয়ে জবাব দেন যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি এখনও পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অটল রয়েছেন।' তবে রাজনৈতির মহলের ধারণা, ২০২৪-এর নির্বাচনে বীরভূমের মাটিতে জয় পাওয়া মোটেই সহজ হবে না তৃণমূলের পক্ষে। কারণ, একসময় বীরভূম তৃণমূলে একটি পাতাও নড়ত না কেষ্টর কথা ছাড়া। এবার তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইছে না বিরোধীরাও।

এদিকে বিরোধী শিবিরের চেহারাও মোটেই ভালো নয়। অন্তর্দ্বন্দ্বে জেরবার বিজেপি। জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহার বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। ফের তাঁকেই সভাপতি করায় বিজেপির পুরনো কর্মীদের একাংশ বসে গিয়েছে। আবার তাঁর হাত ধরেই বিজেপিতে আনাগোনা বেড়েছে তরুণ প্রজন্মের কর্মীদের। বিজেপি প্রার্থী দেবতনু ভট্টাচার্যের হয়ে প্রচার করেছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তবে নির্বাচনের প্রথমেই মন ভেঙেছে বিজেপির তৃণমূল স্তরের কর্মীদের। কারণ, টানা ১৫ দিন জোর প্রচারের পর হঠাৎ বিজেপির প্রার্থী বদল করতে হয় স্যাফ্রন ব্রিগেডকে। এই কেন্দ্র থেকে বিজেপি রাজ্যের প্রাক্তন পুলিশ কর্তা আইপিএস দেবাশিস ধরকে প্রার্থী করেছিল। কিন্তু, রাজ্য সরকারের তরফে নো ডিউস ক্লিয়ারেন্স না পাওয়ায় তাঁর মনোনয়ন পত্র বাতিল করে দেয় নির্বাচন কমিশন। এরপরই বিকল্প হিসেবে এই বীরভূম কেন্দ্র থেকে দেবতনু ভট্টাচার্যকে প্রার্থী করে বিজেপি।

এদিকে স্বস্তিতে নেই শাসকদল তৃণমূলও। যে দুর্নীতি ইস্যুতে তৃণমূলকে চাঁচাছোলা বিঁধে ভোটবাক্সে ধাক্কা দিতে চাইছে বিজেপি, তাতে অন্যতম 'হাতিয়ার' হতে পারে অনুব্রত মণ্ডলের গ্রেপ্তারি। পাশাপাশি, তাঁর বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ রয়েছে সে সবও হাতিয়ার করেছেন বিরোধীরা। শুধু তাই নয়, পানীয় জল, রাস্তা ও বাড়ি নিয়ে হালেই সাঁইথিয়ার একটি গ্রামে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়েন বিদায়ী সাংসদ ও তৃণমূল প্রার্থী শতাব্দী রায়। এটি প্রথম বার নয়। বছরখানেক আগেও দিদির দূত কর্মসূচিতে গিয়ে একাধিক বার ক্ষোভের মুখে পড়তে হয় শতাব্দী রায়কে।

অন্য দিকে, বিজেপি ও তৃণমূলের লড়াইয়ের মাঝে সংখ্যালঘু ভোটকে হাতিয়ার করে বাজিমাত করতে মরিয়া বাম সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী মিলটন রশিদ। কারণ, এই কেন্দ্রে প্রায় ৪০ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্ক রয়েছে। শুধু তাই নয়, বাম সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী মিলটন রশিদও কম জনপ্রিয় নন বীরভূমের মাটিতে। তিনি হাঁসন বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক ও ভূমিপুত্র। তাই বীরভূমে এবার ত্রিমুখী টক্কর দেখবে বঙ্গ রাজনীতি। মিল্টন রশিদও নানা ইস্যুতে বিঁধছেন বিরোধীদের। প্রথমত তাঁর হাতে অস্ত্র হিসেবে রয়েছে পৌরসভার দুর্নীতি। এরই পাশাপাশি রামপুরহাট শহরে পানীয় জল, নিকাশি ব্যবস্থা একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। রামপুরহাট ইরিগেশন কলোনির খেলার মাঠকে ধ্বংস করে ব্যবসায়ীদের স্বার্থে বহুতল তৈরি, বাম আমলে প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ রামচন্দ্র ডোমের এলাকা উন্নয়ন তহবিলের টাকায় নির্মীত শহরের একমাত্র অডিটোরিয়াম রক্তকরবী মঞ্চ উন্নয়নের নামে গত আট বছর ধরে তৃণমূলের তরফে তালা বন্ধ করে রাখার ঘটনাকেও সামনে আনছেন বীরভূমের ভূমিপুত্র মিল্টন। ***এর পর দ্বিতীয় পাতায়***

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১০/০৫/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৭ নং এফিডেভিট বলে Diptendu Chatterjee S/o. Shambhunath Chatterjee ও Diptendu Chattopadhyay S/o. S. N. Chattopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি

কৃষ্ণ চন্দ্র পাল, পিতা মৃত কিশোরী মোহন পাল, সাং বিরাটী, পোঃ- বিরাটী, থানা- নিমতা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা। বিগত ইং ১১.০৩. ২০১৩ তারিখে চাকদহ সাবরেজিষ্ট্রারী অফিসে বুক ১ ভলিয়াম নং ১৫ পেজ ২৯০২ টু ২৯১১ দলিল নং ৫১০৭/১৩ আমোক্তার মূলে আমাকে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমোক্তার অনুযায়ী যার তপশীল জেলা- নদীয়া, মৌজা- জয়কৃষ্ণপুর জে.এল নং ৩১ L.R খতিয়ান নং ৪৯১৭ R.S ও L.R দাগ নং ২৫২ (দুইশত বাহান্ন) এক আনা সম্পত্তির মধ্যে আমমোক্তার কৃত সম্পত্তির পরিমান ০৩.৩ শতক বা ২ কাটা।

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, কাহারও যদি কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করে ১ মাসের মধ্যে।

ইতি

ষষ্ঠী রায়, পিতা- কৃষ্ণ রায়, সাং গোরপাড়া, পোঃ ও থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া

হারানো দলিল

এতদ্বারা সকল জনসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রীমতী মমতা সিংঙ্গাল এবং শ্রী সুরেশ সিংঙ্গাল তাহার অরজিনাল দলিলের শেষ পৃষ্ঠা যাহার নং ০৩৩৪৭ অফ ২০১৮ যাহা হাওড়া তে অবস্থিত সম্পত্তির সহিত সম্পর্কিত হারিয়ে ফেলেছেন। যাহার কারনে আমার মক্কেল দ্বারা বেলুড় থানাতে একটি জেনারেল ডায়েরি করিয়াছেন যাহার জি.ডি নং ৪৪৩ তারিখে ০৯/০৫/২০২৪। আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি খানি বন্ধক রাখিয়া ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ গ্রহন করিতে চলেছেন।

এমতাবস্তায় উক্ত দলিল সম্পর্কে যদি কোন ব্যাক্তি বা কোন ব্যাক্তিবর্গের কোনরূপ দাবি দাওয়া থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যাক্তির সহিত যোগাযোগ করিবার অনুরোধ জানানো হইতেছে। অন্যথায় উক্ত সময় পর কাহারো কোনপ্রকার দাবি গ্রাহ্য করা হইবে না।

ইতি

(রজত নাথ পাইন এন্ড কোং)
১০, কিরন শঙ্কর রায় রোড
কলকাতা-৭০০০০১

বিজ্ঞপ্তি

ইন দি কোর্ট অফ লার্নেড ডিষ্ট্রীক্ট এ্যান্ড সেশান জজ, হুগলী চুঁচুড়া,
এম.জে.সি কেস নং ১২৪/২০২২
শম্ভুনাথ লাহা -বনাম- চইতালি লাহা দিং

এতদ্বারা, সর্ব সাধারনের উদ্দেশ্যে জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি নাবালক সত্যম লাহা, পিতা - শম্ভুনাথ লাহা, সাকিম - পুরাতন কাপাসডাঙ্গা, পোঃ ও জেলা - হুগলী, থানা - চুঁচুড়া, পিন- ৭১২১০৩, মহাশয়ের হইতেছে এবং তাহার রক্ষনাবেক্ষনের ও শিক্ষার উদ্দেশ্যে তাহার পিতা শম্ভুনাথ লাহা, পিতা - মৃত তপন কুমার লাহা, সাকিম - পুরাতন কাপাসডাঙ্গা, পোঃ ও জেলা - হুগলী, থানা - চুঁচুড়া, পিন- ৭১২১০৩ নিম্ন লিখিত তপশীল সম্পত্তি বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে উপরিউক্ত ডিস্ট্রীক্ট এবং সেশান জজ হুগলী, সদর কোর্টে উপরিউক্ত মোকর্দ্দমা আইনি ধারা এ্যাক্ট VIII(2) হিন্দু মাইনরিটি এ্যান্ড গার্জেনশিপ এ্যাক্ট করেছেন।

উক্ত মামলার সম্পর্কে যুক্ত কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগনের কোন আপত্তি থাকিলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অত্র আদালতে জানাইতে হইবে। অন্যথায় মহামান্য আদালত উক্ত মামলায় একতরফা শুনানী করিয়া যথাবিহীত আদেশ দিবেন।

সম্পত্তির তপশীল

জেলা ও সাবরেজিষ্ট্রী অফিস হুগলী, থানা ও অতিরিক্ত জেলা সাবরেজিষ্ট্রী অফিস পান্ডুয়ার সামিল, সিমলাগড় ভিটাসিন গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, জে.এল নং - ৫২, চাঁপাহাটী মৌজাস্থিত রায়ত স্থিতিবান স্বত্বীয় সাবেক ৫৪০ নং খতিয়ান ভুক্ত তথা হাল এল.আর ৩০১ ও ৫৭২ নং খতিয়ান ভুক্ত : - আর.এস ৩৭৬ (তিন শত ছিয়াত্তর) নং দাগে তথা হাল এল আর ৩৯৬ (তিন শত ছিয়ানব্বই) নং দাগে শালি জমি ০৩ কাঠা বা কমবেশী অন্দরে ১/৩ অংশে ০১ কাঠা।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
রাখী দাস
এ্যাডভোকেট

অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরণ সিং
সেরেস্তাদার,
লার্নেড ডিষ্ট্রীক্ট এ্যান্ড সেশান জজ কোর্ট, হুগলী, চুঁচুড়া

Change of Name

I, **Sudhir Maiti,** residing at Vill- Dakshin Harakuli, P.O.- Dakshin Moyna, Dist.- Purba Medinipur have changed my name from **Sudhir Kumar Maity** and **Sudhir Kumar Maiti** and **Sudhir Chandra Maiti** to **Sudhir Maiti** for all purpose vide affidavit No.– 4467/2024, dated 06/05/2024 In the Ld. Chief Judicial Magistrate 1st Class, Tamluk at Purba Medinipur. That **Sudhir Maiti** and **Sudhir Kumar Maity** and **Sudhir Kumar Maiti** and **Sudhir Chandra Maiti** is same & one identical person.

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলীর মাননীয় জেলা জজ বাহাদুর আদালত
২০২৩ সালের ১৭০ নম্বর মিস কেস

দরখাস্তকারিনী- শ্রীমতি ঝুমা চক্রবর্ত্তী, স্বামী - ৺সরোজ চক্রবর্ত্তী, প্রযত্নে কৃষ্ণা মুখার্জী, হাল সাং - পিপুলপাতি, বিবেকানন্দ রোড, কদমতলা, থানা চুঁচুড়া, পোঃ ও জেলা - হুগলী পিন – ৭১২১০৩।

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে উপরোক্ত দরখাস্তকারিনী শ্রীমতি ঝুমা চক্রবর্ত্তী স্বামী- ৺সরোজ চক্রবর্ত্তী প্রযত্নে কৃষ্ণা মুখার্জ্জী, হাল সাং- পিপুলপাতি বিবেকানন্দ রোড, কদমতলা, থানা চুঁচুড়া, পোঃ ও জেলা - হুগলী তাহার একমাত্র নাবালক পুত্র **শ্রী সৌরভ চক্রবর্ত্তী,** পিতা - ৺সরোজ চক্রবর্ত্তীর আট আনা ও তাহার মাতার আট আনা নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি বাজার উচিত মূল্য ১৮,০০,০০০ (আঠারো লক্ষ) টাকায় বিক্রয় করিবার জন্য আদালতে অনুমতি প্রার্থনা করিয়া এই দরখাস্ত করিয়াছেন। এ বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে তিনি বা তাহার উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত উকিলবাবু দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উপরোক্ত আদালতে হাজরি হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

তপশীল সম্পত্তি

জেলা-হুগলী,থানা-চুঁচুড়া, জে.এল. নং-৮ মৌজা- বলাগড়, আর.এস. খতিয়ান নং- ১১৩, এল.আর খতিয়ান নং - ৩৯০ ছানালাল চক্রবর্ত্তীর নামে রেকর্ড এবং এল.আর খতিয়ান নম্বর ৪৪১২ সরোজ চক্রবর্তীর নামে রেকর্ড, আর.এস.দাগ নং- ১৫৮৪, এল.আর দাগ নং-৩৩২৮ মোট পরিমান ৩ কাঠা ৮ ছটাক ১২ স্কোয়ার ফুট মায় তদুপরিস্থিত দ্বিতল গৃহাদি যাহার একতলে ৪৫২ বর্গফুট এবং দ্বিতলে ৪৫২ বর্গফুট একুনে মোট ৯০৪ বর্গফুট সম্পত্তি। ইহা হুগলী চুঁচুড়া পৌরসভার ৪ নং ওয়ার্ডের ৯৩/৭৬ নং হোল্ডিং ভুক্ত যাহা বলাগড় পালপাড়া, (নিয়ার ব্যান্ডেল চার্চ), থানা চুঁচুড়া, পোঃ ও জেলা - হুগলী, পিন – ৭১২১০৩।

দরখাস্তকারিনীর পক্ষে
কমল গাইন
এ্যাডভোকেট

শ্রী চরণ সিং,
সেরেস্তাদার
জেলা জজ আদালত

বিজ্ঞপ্তি

পঃ বঃ সরকারের ভূমি দপ্তরের ১০০০-১০/ ১২/ ২৪ ২৭/২/২৪ তারিখের আদেশমূলে আমমোক্তার নামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি।

এই মর্মে বিজ্ঞাপিত হইতেছে গত ইংরাজী ১৯৮০ সনের ১১১ নং (Jt.SR) হাওড়া রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তার নামা বলে ১৪/১ কাসুন্দিয়া লেন হোল্ডিংভুক্ত জেলা হাওড়া- থানা ও মৌজা শিবপুরের অন্তর্গত সম্পত্তি শ্রীমতী সুধারানী ভট্টাচার্য্য অন্যান্যদের পক্ষে আমমোক্তার জ্যোতি কুমার ভট্টাচার্য্য হইতে সন ১৯৮০ (Jt.SR) হাওড়া ১২২৯ নং দলিল দ্বারা রবীন্দ্রনাথ গুপ্তা দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া পরবর্ত্তীকালে উক্ত রবীন্দ্রনাথ গুপ্তা গত ২৭/০৪/১৯৮৩ তারিখে (Jt.SR) হাওড়া ৮৮২ নং দলিল মারফৎ উক্ত নিম্ন তপশীলভুক্ত সম্পত্তি শ্রীমতী ছায়া ঘোষকে বিক্রয় করিলে পর, পরবর্ত্তীকালে উক্ত শ্রীমতী ছায়া ঘোষ ২রা চৈত্র ১৪১৬ সালে এবং বিয়িং নং ০১৩৯৪ অফ ২০১০ (ADSR) হাওড়াতে লিপিবদ্ধ রেজিস্ট্রীকৃত কোবালাপত্র দ্বারা শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী কুন্ডু, স্বামী শ্রী ধীরাজ কুন্ডু, ক্রয় করেন। উক্ত নিম্ন তপশীলভুক্ত সম্পত্তি মিউটেশন MN/2024/0515/631 কেসের নাম পত্তনের জন্য আবেদন করিয়াছেন। এই সম্পত্তিতে নাম পত্তনে এই মর্মে সংশ্লিষ্ট কারোর আপত্তি থাকলে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে হাওড়া TSU অফিসে সংশ্লিষ্ট রাজস্ব আধিকারিকের নিকট উপযুক্ত তথ্য সহ আপত্তি জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে। অন্যথায় উপরোক্ত মিউটেশন কেস দুটি আইন মোতাবেক নিস্পত্তি হইবে। তপশীল মৌজা ও থানা শিবপুর, সীট নং ১১ জে. এল. নং-১, LR খতিয়ান নং ১২২, ১২৮, ১৫৯, ২১০, ৩৬৫, ৩৮৯ ও ৪০২, LR দাগ নং ২২৭ ও ২২৮।

Sd/-
Subhankar Pal
Advocate

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব সাধারনের জ্ঞাতার্থে জানানো জাইতেছে যে, আমার মক্কেল সবিতা ঘোষ, স্বামী- জগন্নাথ ঘোষ, হরিপাল থানার অন্তর্গত জগজীবনপুর গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা। হরিপাল ব্লক মধ্যস্থ জগজীবনপুর (জে.এল নম্বর-৪৭) মৌজায় অবস্থিত হাল এল. আর ২৫৭ নম্বর দাগের ষোল আনায় ২১ শতকের মধ্যে কমবেশী ০২ শতক বাস্তু জমি হাল এল. আর ৩৮৯ নং খতিয়ানে ঋষিকেশ বন্দোপাধ্যায় এর নাম বরাবর রেকর্ড ভুক্ত থাকা অবস্থায় পরলোক গমন করিলে তাহার কন্যা পাপিয়া মুখার্জ্জী তাহার নিজ অংশ গত ইংরাজী ২০০৭ সালের ৮ই মে ১৫ নম্বর পাওয়ার অফ এ্যার্টনী মূলে তাহার নিজ অংশ তাহার সহোদর ভ্রাতা রতন ব্যানার্জ্জীকে ক্ষমতা প্রদান করিবার পর তাহার নিজ অংশ সহ আম-মোক্তায় প্রাপ্ত তাহার সহোদর বোনের অংশ গত ইংরাজী ১৫ই মার্চ ২০১৮ সালের হরিপাল রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৮৪২ নম্বর দলিল মূলে অজিত কুমার বন্দোপাধ্যায়কে হস্তান্তর করিবার পর, তিনি পরলোক গমন করিলে তাহার ওয়ারিশান সূত্রে প্রাপ্ত তাহার স্ত্রী দিপালী বন্দোপাধ্যায় এবং তাহাদের পুত্র লাকি বন্দোপাধ্যায় উভই তাহাদের নিজ অংশ চুঁচুড়া সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ২০২৪ সালের ১৮ই এপ্রিল তারিখে ৩৪৭৪ নং দলিল মূলে আমার মক্কেল সবিতা ঘোষকে হস্তান্তর করিলে উক্ত দাগের সম্পত্তি সম্বন্ধে যদি কাহারো কোন দাবী দাওয়া বা আপত্তি থাকে, তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ১ মাসের মধ্যে অত্র বি. এল এ্যান্ড এল. আর. হরিপাল অফিসে আসিয়া আপত্তি জানাইতে পারেন, অন্যথায় একতরফা শুনানী হইবে ।

ধন্যবাদান্তে
Lakshman Pal
ADVOCATE
CHANDERNAGORE
COURT Hooghly

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১১ ই মে । ২৮ শে বৈশাখ শনিবার। চতুর্থী তিথি। জন্মে মিথুন রাশি। অষ্টোত্তরী রবি র মহাদশা কাল। বিংশোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ যোগ।

মেষ রাশি : বড় পদক্ষেপ নেওয়ার আগে একবার চিন্তা ভাবনা শুরু করতে হবে। বড় ভাবে লগ্নি করার আগে প্রিয়জনের সাথে আলোচনা করা শুভ। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন এমন কোন প্রিয় বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের সাথে আলোচনা করে দৃঢ় পদক্ষেপ নিন। হর হরি বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : আজকের দিনটি শুভ। পুরাতন বান্ধবের দ্বারা সমাজে প্রতিবেশীর দ্বারা সুনাম প্রাপ্তি সম্ভব। কর্মের অন্বেষণে যে সমস্ত অল্প বয়সী ছেলেমেয়েরা রয়েছে। তারা ভগবান শ্রী গণেশের গণেশ সুত্রম্ পাঠ কর নিশ্চিত শুভ ফল পাবে। বৃষ রাশির প্রবীণ নাগরিকেরা ব্যাধি এবং হাড়ের সমস্যায় পড়বেন। পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি সম্ভব নিজ গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালিয়ে হরি ওম বলো। নিশ্চিত শুভ ফল পাবেন।

মিথুন রাশি : তৃতীয় ব্যক্তির জন্য পরিবারে অশান্তির বিষয়। পরিচিত গুপ্ত শত্রু দ্বারা নানাবিধ চক্রান্ত। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। কর্মপ্রার্থীদের জন্য শুভ। বেতনভোগ কর্ম যারা করেন তাদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য সুখবর। নারকেল সহ ভগবান শিবের পূজা করুন শুভ হবে।

কর্কট রাশি : আজকের দিনটি সচেতন থাকতে হবে। ছোট ভ্রমণে না যাওয়াই ভালো। জলভ্রমণে না যাওয়াই ভালো। প্রতিবেশী যিনি একসময় আপনার উপকার নিয়েছিলেন আজ তার দ্বারা কোন গুপ্ত চক্রান্ত হতে পারে। বেতনভোগ কর্মচারীদের জন্য শুভ হলেও, অফিসে কোন ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিবাদের সম্ভাবনা। আঞ্চলিক কোন রাজনৈতিক নেতার কাছ থেকে অসম্মানিত হওয়ার যোগ। সতর্কতা শুভ। নারকেলসহ দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা করুন শুভ হবে নিশ্চিত।

সিংহ রাশি : আজকের দিনটি অত্যন্ত শুভ। পারিবারিক আনন্দ ছোট ভ্রমণ, পরিবারের ঘনিষ্ঠ স্বজন আত্মীয় দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি এবং বন্ধুবান্ধব সমাজে আপনার নিজস্ব পরিচিতির জন্য আপনি আজ এক সম্মানীয় মানুষ। ফোন কল ফ্যাক্স মোবাইল ফোন দ্বারা নতুন কোন সংবাদ আপনার আনন্দবৃদ্ধি করবে। ব্যবসায়ীদের জন্য সুখবর। বিশেষত যারা ভেরি জমি বাড়ি বাস্তু র কাজ করেন। শ্রী গনেশের পূজো আপনার জন্য আজ শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজকের দিনটা তাড়াহুড়ো করা যাবে না। আজকের দিন ধৈর্য প্রদর্শন করতে হবে। আজকের দিনটি সচেতন থাকতে হবে এবং বস্ত্র ব্যবসায়ীরা বড় লগ্নি আজকে করবেন না। সংবাদপত্র মিডিয়া ইউটিউ বারস যারা, তাদের জন্য আজ শুভ শুভ মিশ্রিত দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহাকালীর পুজো করুন।

তুলা রাশি : সচেতন থাকতে হবে গুপ্ত শত্রু থেকে। প্রতিবেশী স্বজন আত্মীয় সকলেই চাইবে আপনাকে সম্মান প্রদর্শন করতে কিন্তু তার মধ্যেও কোন ছল থাকতে পারে। সচেতন হতে হবে কোন শব্দ বলার আগে একবার সঠিকভাবে ভেবে নিতে হবে। শব্দ চয়ন না করলে আজ কথার দ্বারা শত্রুতা বৃদ্ধি হবে। বস্ত্র ব্যবসায়ী যারা তাদের আজ শুভ দিন। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন তাদের জন্য আজ শুভ দিন। সন্তানের যে বিষয়ে সমস্যা ছিল আজ সেটা মিটে যাবে । বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালান এবং হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবারে প্রবীন সদস্যকে নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। পরিবারের প্রবীণ সদস্যের শরীর ব্যাধি দ্বারা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার দিন। পুরাতন কোন বন্ধু বা বান্ধবীর সহযোগিতা পাবেন। তবে যারা পুলিশ প্রশাসনের কাজ করছেন তাদের সচেতন থাকতে হবে। ঊর্ধ্বতন কর্মচারী থেকে খুব একটা সম্মান প্রাপ্তি যোগ নেই ।বিদ্যা যোগ শুভ। বিবাহ কল্পে কথা এগোতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে গনেশের পুজো করুন নিশ্চিত শুভ ফল পাবেন।

ধনু রাশি : সমাজে আজ আপনার সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। পুরাতন বান্ধব দারা নিশ্চিতভাবে নতুন কোন সুযোগ বৃদ্ধি হবে। ব্যবসায় যারা বড় লগ্নি করবেন আজ শুভ চিন্তা করুন। পরিবারের প্রবীণ সদস্যরা আপনার সহযোগী আছে। তবে গুপ্ত শত্রু থাকবে সচেতন থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মা লক্ষ্মীর পুজো করুন শুভ হবে।

মকর রাশি : জল তরল পদার্থ লৌহ কেমিক্যাল এর ব্যবসা যারা করবেন, তাদের আজ শুভ দিন। বাড়ির কোন ভাড়াটিয়া বিষয় দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি হবে। বাড়ি ভাড়া দেওয়ার পূর্বে ভাড়াটিয়া যে মানুষ থাকবেন তার সচিত্র প্রমাণ সংগ্রহ করে তবেই ওই কাজে এগোবেন। জমি বাড়ি বাস্তু বিষয় শুভ হলেও একটু দুশ্চিন্তা থাকবে। বেতনভোগ কর্মচারী যারা তাদের একটু সচেতন থাকতে হবে আজকের দিনটির জন্য বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহাকালীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : আজ একটু সচেতন থাকতে হবে। পুরাতন বান্ধবের বেশে শত্রুর ছলনাময় রূপকে চিনতে পারবেন। বেতনভোগ কর্মী যারা তারা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে হারিয়ে যাওয়া কোনো নথিপত্র র বিষয় জবাবদিহি করতে হতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে গণেশের পূজা করুন ভালো হবে।

মীন রাশি : আজ শুভ দিন জল তরল পদার্থ দুধের ব্যবসা যারা করেন তাদের জন্য অত্যন্ত শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। দু তিন দিনের ছোট ভ্রমণের সম্ভাবনা। তবে জল ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভ বিশেষত যারা বাস্তু জমি বাড়ি বিষয় কাজ করেন, তাদের জন্য অতীব। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পঞ্চ প্রদীপ জেলে দেবী দুর্গা মায়ের আরাধনা।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

ব্যারাকপুর গামী ট্রেনের কামরায় এখন শুধুই আলোচনা দুই 'পার্থর' লড়াই

দেবাশিস দে

শিয়ালদা স্টেশনের মেইন শাখায় ব্যারাকপুরগামী ট্রেন স্টেশন ছাড়তেই পাশে বসা সহযাত্রী হঠাৎই তাঁরই আর এক সহযাত্রীকে বলে ফেললেন,এবার ব্যারাকপুরে দুই 'পার্থ' জমজমাট লড়াই। কথাটির আকস্মিক বিহ্বলতা কাটিয়ে বুঝলাম আসলে ওনারা অর্জুন সিং ও পার্থ ভৌমিকের মধ্যে লোকসভা নির্বাচনের রাজনৈতিক লড়াইয়ের কথাই এখানে বলছেন। এদের মধ্যে আলোচনার মূল বিষয় এবারের লোকসভা নির্বাচনে ব্যারাকপুরে কোন দিকে পাল্লা ভারী সেই নিয়ে। এই আলোচনার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল ট্রেনের ভ্রাম্যমান হকারদের অংশগ্রহণ। যেটা ট্রেনযাত্রায় সচরাচর দেখা যায় না। এদের মধ্যে কেউ ঝাল মুড়ি, কেউবা বাদাম মুড়ি, বা অন্যান্য দ্রব্যের পশরা নিয়ে ট্রেনে উঠেছেন তাদের দ্রব্যের বিকিকিনি করার জন্য। এইসবের মধ্যে থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার এই ভোটের বাজারে ব্যারাকপুরের রাজনৈতিক উত্তাপ বেশ চড়তে শুরু করেছে। এখন ট্রেনে সহযাত্রীরা তাস খেলা প্রায় ছেড়ে দিয়ে নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণে বেশ আগ্রহী তা চোখে পড়ল। এই সহযাত্রীরা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে কেউ অর্জুন সিং এর পক্ষে মতামত ব্যক্ত করছেন তো উল্টোদিকে অন্য সহযাত্রীরা পার্থ ভৌমিকের হয়ে তাদের ভিন্নমত পোষণ করছেন। এরমধ্যে একজন বলে উঠলেন, অর্জুন সিং ছাড়া সারা ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে কেউ রাজনীতির ময়দানে দাঁত ফোটাতে পারবে না। এই শুনে অপর সহযাত্রী বলে উঠলেন, পার্থ ভৌমিকের এখন এলাকায় ব্যাপক প্রভাব। মন্ত্রী হওয়ার পর সেই প্রভাব আরো বেড়েছে। স্বাভাবিকভাবেই পার্থ ভৌমিক ব্যারাকপুরে কিছুটা হলেও এগিয়ে আছে। কিন্তু একথা মানতে নারাজ তার বিপক্ষে থাকা সহযাত্রীরা। তাদের কথায়, সুদূর সিপিএমের আমল থেকে অর্জুন সিং যেভাবে সারা ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল ধরে রাজনীতি করেছেন মানুষের সুখে দুঃখে মানুষের পাশে থেকেছেন, তাতে ব্যারাকপুরে রাজনৈতিক ময়দানে অর্জুন সিং ছাড়া অন্য কাউকে সাংসদ হিসেবে ভাবাই যায় না। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, সেই সময়কার ব্যারাকপুরের একছত্র অধিপতি বাম সাংসদ তড়িৎ তোপদারের চোখে চোখ রেখে লড়াই করে গেছেন অর্জুন সিং। তার এই লাগাতার লড়াইয়ের জন্যই ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল থেকে সিপিএমকে হটানো সম্ভব হয়েছে। পার্থ ভৌমিক তো আগে অর্জুন সিং এরই অনুগামী ছিল। এখন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর হাত ধরে রাজনৈতিক ময়দানে উত্থান হয়েছে। মন্ত্রীও হয়েছেন। তাই এই লোকসভা নির্বাচনে মোটের ওপর সবার আগে ছুটে চলেছেন অর্জুন সিং। এরই মধ্যে একজন সহযাত্রী ফুট কাটলেন, অর্জুনের বিজেপির সঙ্গ ত্যাগ করা ভুল হয়েছিল। তিনি যদি মাঝে তৃণমূলে যোগদান না করতেন তাহলে আজকে ভোটের ময়দানে ওনাকে রোখা একপ্রকার মুশকিল ছিল। কিন্তু ওনার এই ভুল সিদ্ধান্তের জন্য ওনাকে এখন অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হচ্ছে। এইবার আলোচনার মধ্যে প্রবেশ করল এক বাদাম বিক্রেতা। তার কথায়, ব্যারাকপুরের নির্বাচনে দাদা মানে আমাদের অর্জুন সিং জিতবেন। কারণ, তিনি সারা বছর সুখে-দুঃখে আমাদের গরিব মানুষের পাশে থাকেন। উনি কোন দল করছেন সেটা বড় কথা নয়, উনি সর্বদা আমাদের পাশে থাকেন এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় পাওনা। ওনাকে আমরা কোনওভাবেই হারাতে রাজি নয়। এই কথার মধ্যেই ওই হকার ভাই আরো বলেন, এমনিতেই আমাদের ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে বিজেপির প্রভাব অত্যন্ত বেশি। এইবার রাম নবমীর দিন যে মিছিল বেরিয়েছিল তা আমার স্মরণাতীত সময়ে অত বেশি পরিমাণ মানুষকে মিছিলে অংশগ্রহণ করতে দেখিনি। তাই এক কথায় বলাই যায়, যে ব্যারাকপুরের মাটি অর্জুন সিং এর দুর্ভেদ্য ঘাঁটি। এরমধ্যেই একজন ফুট কাটলেন, আমরা শুনেছি, প্রাক্তন সিপিএম সাংসদ তড়িৎ তোপদারের সঙ্গে অর্জুন সিং এর একটা অলিখিত বোঝাপড়া আছে। স্বাভাবিকভাবেই, ওই সহযাত্রী এই কথা মধ্যে অন্তর্নিহিতভাবে বোঝাতে চাইলেন, ব্যারাকপুরে বামেদের একটা বড় অংশের ভোট এবার রামের দিকে যেতে চলেছে। অর্থাৎ অ্যাডভান্টেজ সেই অর্জুন সিং। একজন যুবক এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করে, খুব চাপা গলায় বললেন, অর্জুন বাবু নির্বাচন জিতে আবার যে, তৃণমূলে ফিরে যাবেন না তার নিশ্চয়তা কোথায়? এর উত্তরে ওই হকার ভাই সোজাসাপ্টা বলে দিলো, দেখো বাপু 'ন্যাড়া একবারই বেলতলা যায়'। সামগ্রিকভাবে এই আলোচনার মধ্যে একটা জিনিস বারবার পরিলক্ষিত হয়েছে, সেটা হল অর্জুন সিং এর জনসংযোগ। এটাই অর্জুন সিং এর নির্বাচন জেতার মূল চাবিকাঠি বলে মনে করছেন ব্যারাকপুরবাসীরা। সেই দিক থেকে রাজনীতিতে তুলনায় নবীন এবং সময়কার ভালো নাট্য ব্যক্তিত্ব পার্থ ভৌমিক অনেকটাই পিছিয়ে একথা ওই আলোচনায় বারবার ফুটে উঠেছে। পরিশেষে, একথা বলাই যায় এবারের লোকসভা নির্বাচনে ব্যারাকপুরে শেষ হাসি কে হাসবেন তা জানার জন্য আমাদের আগামী ৪ জুন পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে।

বিপন্ন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিপন্ন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। এর বর্তমান অবস্থা সামনে তুলে ধরতে কলকাতা প্রেস ক্লাবে একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন এখানকারই বেশ কয়েকজন সদস্য। প্রসঙ্গত, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ স্বয়ংশাসিত নিজস্ব নিয়মাবলী দ্বারা পরিচালিত ১৩০ বছরের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যশালী এক প্রতিষ্ঠান। যার সঙ্গে রমেশচন্দ্র দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,জগদীশচন্দ্র বসু, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মতো বাংলার মনীষীরা যুক্ত ছিলেন। এদিকে এই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পরিচালনার জন্য তার নিজস্ব নিয়মাবলী মাফিক দ্বিস্তরীয় ব্যবস্থা লাগু আছে। তবে ছলে বলে কৌশলে, প্রলোভন ত্রাস সঞ্চারের সাহায্যে বর্তমানে পরিষদের পরিচালন ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছেন একটি দল। তারা পরিচালন সমিতি গঠনে পরিষদ সদস্যের অধিকার পদদলিত করছেন। এছাড়াও বন্ধ রাখা হয়েছে সদস্য পদ তৈরিও। এদিকে পরিষদের গ্রন্থাগারে রক্ষিত গ্রন্থ পত্র-পত্রিকা ব্যবহার করা থেকে শুরু করে আর অনেক কারণে পরিষদের সদস্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। এদিকে বিগত ৭-৮ বছর ধরে পরিষদে নতুন করে সদস্য পদ দেওয়া হচ্ছে না। জনগণের সরকারের অর্থে চলা একটি প্রতিষ্ঠান চরম স্বৈরতন্ত্রের পথে ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখার উদ্দেশ্যে নতুন সদস্য করা বন্ধ রেখেছেন বলেই মনে করছেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একদল সদস্য। এই প্রসঙ্গেই অভিযোগ উঠেছে ভোটার বাড়লে তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে এই ভয়ে নতুন সদস্য করা হচ্ছে না। এর জের পড়েছে পড়ুয়া গবেষকদের ওপর। কারণে অকারণে নানা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা বর্তমান পরিষৎ কর্তৃপক্ষের নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। যার ফলে এখানে গণতান্ত্রিকতা বলে কিছু নেই। এই সব ঘটনার সর্বাত্মক প্রতিকার চাইছেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সদস্যদের একাংশ।

সন্দেশখালির নির্যাতিতা মহিলাদের জোর করে অভিযোগ তুলিয়ে নিতে বাধ্য করা হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সন্দেশখালির নির্যাতিতা মহিলাদের জোর করে অভিযোগ তুলিয়ে নিতে বাধ্য করা হচ্ছে বলে জাতীয় মহিলা কমিশন নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছে। কমিশনের চেয়ারপার্সন রেখা শর্মা আজ এই মর্মে কমিশনের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন। চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেছেন, জাতীয় মহিলা কমিশনকে সমাজের মহিলাদের উন্নতি ও কল্যাণের জন্য কাজ করে। সন্দেশখালিতে স্থানীয় জেলা পরিষদের সদস্য শেখ শাহজাহান দ্বারা নারীদের যৌন নিপীড়ন ও অন্যায়ভাবে বন্দি করার অভিযোগে উঠেছিল। মহিলা কমিশন এই বিষয়ে অনুসন্ধান করার জন্য বিধি মাফিক একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। সেই কমিটি সন্দেশখালিতে বেশ কয়েকজন মহিলার সঙ্গে দেখা করে। সেখানেই মহিলারা অভিযোগ করেছিলেন শেখ শাহজাহান ও তাঁর সহযোগীদের দ্বারা যৌন হয়রানির শিকার হয়েছিল। কমিটি সন্দেশখালির মহিলাদের লিখিত আকারে বেশ কিছু অভিযোগও পেয়েছে।

তিনি দাবি করেন, তৃণমূল কর্মীরা সন্দেশখালিতে মহিলাদের অভিযোগ তুলে নিতে বাধ্য করছে। রাজ্যের সরকার নারী নির্যাতনের অভিযোগটি সামনে আনতে চাইছে না। নির্বাচন এর জন্য প্রভাবিত হতে পারে, সেই কারণে বিষয়টি নিয়ে নির্বাচন কমিশনের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত বলে চিঠিতে রেখা শর্মা অনুরোধ করেন। অভিযোগ তুলে নেওয়ার জন্য যাতে মহিলাদের চাপ না দেওয়া হয় বা ভয় না দেখানো হয়, সেই বিষয়টি কমিশনকে নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য সন্দেশখালি নিয়ে জাতীয় মহিলা কমিশনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের অভিযোগ নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হওয়ার কথা জানিয়েছে। তার কয়েক ঘণ্টা পরেই রেখা শর্মা নির্বাচন কমিশনে পাল্টা চিঠি পাঠান। এদিন সকালেই তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে অভিযোগ করা হয়েছিল, সন্দেশখালি নিয়ে জাতীয় মহিলা কমিশন 'পক্ষপাতমূলক' আচরণ করেছে। রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা দাবি করেন, 'দিল্লি থেকে মহিলা কমিশন এসে মহিলাদের দিয়ে জোর করে অভিযোগ লিখিয়েছে।'

স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া বালি (হাওড়া) শাখার উদ্যোগে বালি এলাকায় যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী থাকেন তাদের মধ্যে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক এবং আইসিএসসি বোর্ডের কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মান প্রদান করা হল। মাধ্যমিকে বালি গার্লস হাইস্কুলের মানসী গুছাইত প্রাপ্ত নম্বর ৫৩০। উচ্চমাধ্যমিকে বালি গার্লস হাইস্কুলের শিল্পা সামন্ত প্রাপ্ত নম্বর ৪৬১। বালি বঙ্গশিশু বালিকা বিদ্যালয়ের অমন্তিকা মালো তার মাধ্যমিকে প্রাপ্ত নম্বর ৬৩৬ এবং লিলুয়া ডনবস্কো স্কুলের নীলাদ্রি দিন্দাকে যার প্রাপ্ত নম্বর ৯৯.৬ শতাংশ। ব্রাঞ্চ ম্যানেজার প্রীতম পান্ডে ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার অঙ্কুর সিনহা রায় বলেন, এই সমস্ত কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মান প্রদান করতে পেরে আমরা গর্বিত।

হাওড়া-ভাগলপুর বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন চালুর ভুয়ো খবর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেশ কিছু স্বনামধন্য পত্রপত্রিকা, এমনকী স্থানীয় ভাষায় প্রচারিত বহুলপ্রচলিত পত্রিকাতেও সম্প্রতি হাওড়া - ভাগলপুর বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন চালুর খবর দেখা যাচ্ছে। এই খবর সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং উপযুক্ত তথ্যের ভিত্তিতে নয়। পত্রপত্রিকাগুলি আরেক ধাপ এগিয়ে ট্রেনের যাত্রাপথ এবং সময়সারণিও প্রচারিত করে জনমানসে অযথা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে। কৌশিক মিত্র, পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক বলেন, বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত হাওড়া -ভাগলপুর বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন চালুর এজাতীয় খবর সম্পূর্ণ মিথ্যে এবং বিভ্রান্তিকর এবং নিকট ভবিষ্যতে এই ধরনের ট্রেন চালানোর কোনো পরিকল্পনা এখনো অবধি রেল কর্তৃপক্ষ নেয়নি।

অনুব্রতর অনুপস্থিতিতে ত্রয়ীর লড়াই বীরভূমে

প্রথম পাতার পর

এখানেই শেষ নয়, সামনে এনেছেন উন্নয়নের নামে ১৩ বছর ধরে তৃণমূলের লুট করে যাওয়ার ঘটনাকেও। সঙ্গে তুলে ধরেছেন অবৈধ ডিসিআর গেট বসিয়ে পাথরের গাড়ি থেকে দেদার টাকা লুট করা, উন্নয়নের নামে একশো দিনের গরিব মানুষের কাজের টাকা মেরে দেওয়া, আবাস যোজনার ঘর দিয়ে কাটমানি খাওয়ার মতো ঘটনাকে। এছাড়াও তৃণমূলের বড় মেজ ছোট এবং উপর মহলের নেতাদের যে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে তা বীরভূমবাসীকে মনে করিয়ে দিতে ভোলেননি। একইসঙ্গে বিজেপির বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ, গত ১০ বছর ধরে বিজেপি কেন্দ্রে ক্ষমতায় থেকে জাতপাতের রাজনীতির আড়ালে দেশটাই বিক্রি করে দিয়েছে। অর্থাৎ, মিল্টনের বক্তব্য, বিজেপি ও তৃণমূল দুটো দলই দুর্নীতি গ্রস্থ। আর সেই কারণেই বীরভূমবাসীকে মিল্টন রশিদের বার্তা, এদের হঠাতে হবে দেশ থেকে। এবার সুযোগ আছে, এদের পরাস্ত করে বিকল্প সরকার গড়ে তোলার। তবে সম্প্রতিক নির্বাচনী ফল বলছে বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পরিসংখ্যান অনুসারে সিউড়ি, রামপুরহাট, সাঁইথিয়া ও দুবরাজপুর শহরে বিজেপির লিড রয়েছে। অন্য দিকে, পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভালো ফল করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। এদিকে এবিপি সি-ভোটার সমীক্ষায় ইঙ্গিত মিলছে, এই হাইভোল্টেজ কেন্দ্রে এবার জোর টক্করের সম্ভাবনা। ৩ শতাংশ ভোট স্যুইং হলেই বদলে যেতে পারে ফলাফল। তবে তা না হলে সম্ভাব্য জয়ী হতে পারেন শতাব্দী রায়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১১ মে ২০২৪ ২৮ বৈশাখ ১৪৩১ শনিবার

হিডকোর জমিতে তৃণমূলের পার্টি অফিস ভেঙে ফেলার নির্দেশ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, নিউটাউন: হিডকোর জমি দখল করে দলীয় কার্যালয় করার অভিযোগ। যে হিডকো-র কাঁধে শহরের উন্নয়নের দায়িত্ব, তাদের জমিতে কেন এভাবে একের পর এক নির্মাণ হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মামলা হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে। সেই মামলায় অবিলম্বে দলীয় কার্যালয় ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। নির্দেশ দিলেন অন্য জায়গায় সরাতে হবে পার্টি অফিস।

আদালত সূত্রে খবর, শুক্রবার এই মামলার শুনানিতে তিনটি পার্টি অফিস ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। বেআইনি পার্টি অফিস তাঁদের জমিতেই গড়ে উঠেছে বলে এদিন রিপোর্ট দিয়ে জানায় হিডকো। এরপরেই দলই কার্যালয়গুলো ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেন বিচারপতি।

এরই পাশাপাশি আদালত সূত্রে এও খবর মিলেছে যে, শুধু একটি পার্টি অফিস নয়, হিডকো জমিতে এমন ৩৫ টি আরও রাজনৈতিক কার্যালয় বানানো হয়েছে বলে দাবি করেন মামলাকারী। এই প্রসঙ্গে বিচারপতি এদিন হিডকো-কে ভর্ৎসনার সুরে জানতে চান, কেন নিজেদের সম্পত্তি হিডকো রক্ষা করতে পারছে না তা নিয়ে। সঙ্গে এ প্রশ্নও তোলা হয়, কিভাবে ফুটপাথ দখল হয়ে যাচ্ছে আর অবৈধ নির্মাণও বা হচ্ছে কিভাবে। এরপরই হিডকো-র কাছে আদালত জানতে চায়, তাদের এ ব্যাপারে কোনও নির্দিষ্ট আইন আছে কিনা তা নিয়েও।

প্রসঙ্গত, এই মামলায় কিছুদিন আগেই হাইকোর্টে ভর্ৎসনা মুখোমুখি হয় হিডকো এবং এনকেডিএ। এরপরেই দখলদার সরাতে অবৈধ পার্টি অফিসগুলিতে নোটিস পাঠায় হিডকো। নোটিস দিয়ে জানানো হয়, ১৫ দিনের মধ্যে অবৈধ নির্মাণ না ভাঙলে হিডকো নিজেই সেই নির্মাণ ভেঙে দেবে আগামী দিনে। এরপর হিডকো ও এনকেডিএ অভিযান চালিয়ে এই অবৈধ দোকান ঘরগুলি ভেঙে ফেলে। তবে পার্টি অফিসগুলি ভাঙা হয়নি বলেই অভিযোগ ছিল। বিষয়টি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়। এই অভিযোগের ভিত্তিতেই এদিন কড়া অবস্থান নেয় হাইকোর্ট। শহরে অবৈধ নির্মাণ রুখতে এর আগেও কড়া অবস্থান নিয়েছিল হাইকোর্ট। বিশেষত, গার্ডেনরিচ কাণ্ডের পর এই বিষয় নিয়ে কলকাতা পুরসভাকে কড়া বার্তা দিয়েছিল হাইকোর্ট। এমনকী, বিধাননগর পুরসভার ৩৫, ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের প্রায় ৩৩৩ টি অবৈধ নির্মাণ নিয়েও হাইকোর্টে অভিযোগ জানানো হয়েছিল। কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চের পর ডিভিশন বেঞ্চও এই অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলার ব্যাপারে নির্দেশ দেয়।

বৃষ্টি এখনই কমছে না দক্ষিণবঙ্গে

জারি অরেঞ্জ অ্যালার্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দক্ষিণবঙ্গে শুক্রবার সকাল থেকেই ছিল মনোরম আবহাওয়া। আকাশ ছিল আংশিক মেঘলা। এদিকে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খ বর, শনি ও রবিবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা। বৃষ্টির প্রাবল্যের জন্য জারি হয়েছে অরেঞ্জ অ্যালার্ট। বৃষ্টির সঙ্গে ঘণ্টায় ৫০- ৬০ কিমি প্রতি ঘণ্টা গতিতে বইবে ঝোড়ো হাওয়া। উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া, কলকাতা, হুগলি, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া সর্বত্রই অরেঞ্জ অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, বিহারের উপর দিয়ে বিস্তৃত রয়েছে সাইক্লোনিক সার্কুলেশন। যা বিস্তৃত রয়েছে ওড়িশার সাইক্লোনিক সার্কুলেশন ক্ষেত্রের উপর দিয়ে। অন্যদিকে এটি যুক্ত রয়েছে অসম ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার ঘূর্ণাবর্তের সঙ্গে। এর ফলে ফের একবার ঝড়বৃষ্টিতে তোলপাড় হবে দক্ষিণবঙ্গ।

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে বহাল থাকছে ঝড় বৃষ্টি। উত্তরের একাধিক জেলাতে বৃষ্টির তাণ্ডব চলবে। উত্তরবঙ্গে শনিবার ঝড়-বৃষ্টি চলবে। উত্তরবঙ্গের আট জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ কয়েক পশলা বৃষ্টির সঙ্গে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইবে। দমকা ঝোড়ো হাওয়ার গতিবেগ ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা পর্যন্ত হতে পারে বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায়।

এদিকে টানা ঝড় বৃষ্টির কারণে হুড়মুড়িয়ে তাপমাত্রা কমেছে দক্ষিণবঙ্গে। ঝড় রীতিমত তাণ্ডব চালিয়েছে দক্ষিণবঙ্গে। তবে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, আরও বাড়বে দুর্যোগ। ভয়ঙ্কর হবে পরিস্থিতি।

মুর্শিদাবাদের ঘটনার তদন্তে দেরি হলে তথ্য প্রমাণ বিকৃতির সম্ভাবনা, পর্যবেক্ষণ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রামনবমীতে মুর্শিদাবাদের অশান্তির ঘটনায় প্রাথমিক অনুসন্ধান শুরু করেছে এনআইএ। তবে রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য আরও কিছুটা সময় লাগবে এমনটাই জানাল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। আদলত সূত্রে খবর, শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টে এই সংক্রান্ত মামলার শুনানির সময় এমনটাই জানায় এনআইএ। এরই প্রেক্ষিতে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম জানান, যত সময় গড়াবে ততই তথ্য প্রমাণ বিকৃতি করার সম্ভাবনা বাড়বে। এরই পাশাপাসি প্রধান বিচারপতি এদিন এও বলেন, 'পুলিশি রিপোর্ট অনুযায়ী বোমা ছোঁড়ার অভিযোগ রয়েছে। সেরকম হলে তদন্তভার তো এনআইএ-র কাছেই যাওয়া উচিত।' একইসঙ্গে শুক্রবার মুর্শিদাবাদের গোলমাল সংক্রান্ত ওই মামলার শুনানি চলাকালীন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম স্পষ্ট

ভাষায় এ বার্তাও দেন, 'কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এই ঘটনা নিয়ে এমন কোনও মন্তব্য করবে না যাতে অশান্তি বাড়তে পারে।' আগামী ১৩ জুন এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে। প্রসঙ্গত, এর আগে এই মামলায় রাজ্যের তরফে জানানো হয়েছিল, ছোটখাটো কয়েকটি গোলমাল ছাড়া তেমন কিছুই হয়নি। সে কথা শুনে বিরক্তি প্রকাশ করা হয় কলকাতা হাইকোর্টের তরফ থেকে। এমনকী বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের ভোট পিছিয়ে দিতে বলা হতে পারে, এমন ভাবেও সতর্ক করে আদালত। প্রধান বিচারপতি কড়া ভাষায় বলেছিলেন, 'যেখানে মানুষ ৮ ঘণ্টা শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের উৎসব পালন করতে পারেন না, সেখানে এই মুহূর্তে ভোটের কোনও প্রয়োজন নেই।'

কর্পোরেট সংস্থার নামে প্রতারণা চক্রের পর্দা ফাঁস বিধাননগর কমিশনেরেটের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিধাননগর: কর্পোরেট সংস্থার নামে কল সেন্টার থেকে চালিত প্রতারণা চক্রের পর্দা ফাঁস করল বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। বিধাননগর কমিশনারেট সূত্রে খবর, এপ্রিল মাসে এয়ারপোর্ট এলাকার বাসিন্দা ধর্মদেব মণ্ডল বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ জানান, তাঁর এক ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ হয় যে নিজেকে মোবাইল টাওয়ার ইনস্টলেশন কোম্পানির রিপ্রেজেন্টেটিভ পরিচয় দেন। সেই ব্যক্তি প্রতিশ্রুতি দেয় তার জমিতে একটি টাওয়ার ইনস্টল করা হবে। এরপরই তাকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নথি তৈরির কথা বলে টাকাও নেওয় হয়। বেশ কয়েকবারে প্রায় ২ কোটি ৬০ লক্ষ টাকাও দেন ধর্মদেব মণ্ডল। এরপর প্রতারিত হচ্ছেন বুঝতে পেরে তিনি বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার দ্বারস্থ হন।

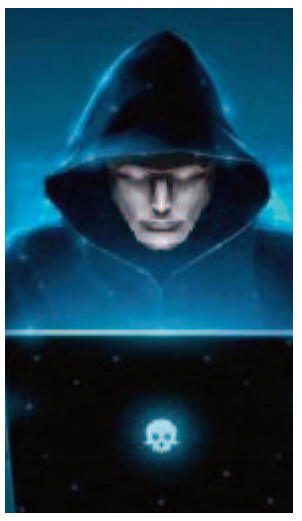

এরপরই ঘটনার তদন্তে নামে বিধাননগর কমিশনারেট। তদন্তে নেমে গত ৯ তারিখ রাজারহাটের বাসিন্দা নিরুপম মুখোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাকে জিজ্ঞাসবাদ করে পুলিশ জানতে পারে টাওয়ার বসানোর প্রলোভন দিয়ে প্রতারণার ফাঁদ তৈরির একটি চক্র কলকাতায় রয়েছে। এরপরই কলকাতা পুলিশের অধীনস্থ ফেয়ারলি প্লেস এলাকার একটি অফিসে হানা দেয় বিধাননগর পুলিশের সাইবার শাখা। সেখান থেকে ৭ জন মহিলা-সহ ১২ জনকে গ্রেপ্তারও করা হয়।

এই প্রসঙ্গে বিধাননগর পুলিশের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, ওই অফিসে ভুয়ো কল সেন্টার চালু করে সাধারণ মানুষদের টাওয়ার বসানোর প্রলোভন দেখিয়ে প্রতারণা করত এই চক্র। এই চক্রের মূল পান্ডার খোঁজে তদন্ত চালাচ্ছে বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ।

উত্তর কলকাতা তৃণমূলের প্রার্থী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় মনোনয়নপত্র জমা দিলেন। ছবি: অদিতি সাহা

মনোনয়ন জমা দিলেন দমদম ও বরানগরের দুই তৃণমূল প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: দমদম লোকসভা কেন্দ্রের লড়াই অসম লড়াই। এখানে বিরোধীদের কোনও জায়গা নেই। তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতা তথা তিনবারের সাংসদ সৌগত রায়ের জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা। দমদমের তৃণমূল প্রার্থীর সঙ্গে মনোনয়ন জমা দিতে এসে এমনই মন্তব্য করেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। এদিন সকালে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে একসঙ্গে পুজো দেন দমদম লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সৌগত রায় ও বরানগর বিধানসভা উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সায়ন্তিকা ব্যানার্জি। সায়ন্তিকা ব্যারাকপুর মহকুমাশাসকের দপ্তরে গিয়ে মনোনয়ন জমা দেন। অন্যদিকে বারাসাতে জেলাশাসকের দপ্তরে মনোনয়ন জমা দেন সৌগত রায়। এই বর্ষীয়ান নেতার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, বিধানসভার মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ, অদিতি মুন্সি-সহ অন্যান্যরা। আগামী ১ জুন দমদম লোকসভা কেন্দ্রের সপ্তম দফায় নির্বাচন। তার আগে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন দমদম কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সৌগত রায়।

বারাসাতের কাছারি ময়দানের সামনে থেকে বাইক র‍্যালির মাধ্যমে দলীয় কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন তিনি। তিনি বলেন, আমি চাই শান্তিতে মানুষ ভোট দিক। মানুষ যাকে সমর্থন করবে তারই জয় হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে মনোনীত করছে, আমি আমার সর্বশক্তি দিয়ে মানুষের মধ্যে গিয়ে লাগাতার প্রচার করছি। সায়ন্তিকা ব্যানার্জি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নারী শক্তিকে এগিয়ে আনার চেষ্টা করছেন। বরানগর বিধানসভার ইতিহাসে এবার প্রথম মহিলা বিধায়ক পেতে চলেছে বরানগরের মানুষ। বিরোধীদের জবার দিতে গিয়ে তিনি বলেন, আমি বহিরাগত কিনা তার উত্তর দেবেন বরানগরের মানুষ।

তরুণীকে কুরুচিকর মন্তব্য, বন্ধুকে মারধরের অভিযোগ

ফের প্রশ্নের মুখে কলকাতার নারী নিরাপত্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: খাস কলকাতায় প্রশ্নের মুখে পড়ল নারী নিরাপত্তা। শহর কলকাতায় সাত সকালে এক তরুণীকে শারীরিক হেনস্থার অভিযোগ উঠল টালিগঞ্জের শরৎ বোস রোডে। অবিযোগ, তরুণীকে উদ্দেশ্য করে কুরুচিকর মন্তব্য করে একদল যুবক। তাঁর প্রতিবাদ করায় ওই তরুণী ও তাঁর সঙ্গে থাকা পুরুষ সঙ্গীকে হেনস্তা, মারধর করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, এরপরই টালিগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই যুবক। অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর করে তদন্ত শুরু করল পুলিশ।

তরুণীর বক্তব্য অনুসারে, শরৎ বোস রোডে এক নামী স্যাক্সের দোকানে প্রাতঃরাশ সারতে যান এক তরুণী ও তাঁর বন্ধু। দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন তাঁরা। কিছুক্ষণের মধ্যে ১২ থেকে ১৫ জন ছেলের একটি দল আসে। এসেই পার্কিংয়ে রাখা তরুণীর স্কুটিতে ধাক্কা দেয়। ছেলেগুলি মদ্যপ ছিল বলে তরুণী কিছু বলেননি। এরপর ওই তরুণীকে দেখে নানারকম কুরুচিকর অঙ্গভঙ্গি করতে থাকে। তাতে অস্বস্তিতে পড়েন তিনি। এরপরই তাঁর বন্ধু ঘটনার প্রতিবাদ করেন। তাতেই ওই যুবকের দিকে ধেয়ে আসে ওই যুবকের দল। তাঁর বন্ধুর হেলমেট দিয়ে বন্ধুকে রাস্তায় ফেলে মারা হয়। একইসঙ্গে ওই তরুণীর অভিযোগ, তাঁকে ধাক্কা মারার সঙ্গে কুরুচিকর মন্তব্য করে এবং হুমকি দেওয়া হয় মেরে পুঁতে দেব বলে। সঙ্গে এও বলা হয়, এখানে কিছু করতে পারবে না।

এর পাশাপাশি তরুণী এও জানান, ঘটনাস্থলে অনেকেই ছিলেন। কিন্তু কেউ এগিয়ে আসেননি। সকলে দেখছিলেন। এমনকী দোকানের যাঁরা কর্মী ছিলেন, তাঁরাও কেউ এগিয়ে আসেননি। এরপর খবর পেয়ে টালিগঞ্জ থানার পুলিশ আসে ঘটনাস্থলে।

নিহত বিজেপি নেতার দাদাকে বিশেষ নিরাপত্তা দেওয়ার নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিহত বিজেপি নেতা অভিজিৎ সরকারের দাদা বিশ্বজিৎ সরকারকে এবার বিশেষ নিরাপত্তা দেওয়ার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আদালতের নির্দেশে সশস্ত্র দেহরক্ষী পেতে চলেছেন কাঁকুড়গাছিতে খুন হওয়া বিজেপি নেতার দাদা। শুক্রবার এই নির্দেশ দেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। নির্বাচন পর্যন্ত কলকাতা পুলিশই বিশ্বজিতের ব্যক্তিগত রক্ষী হিসাবে কাজ করবে। আগে সিআরপিএফ নিরাপত্তা পেতেন তিনি। এবার বিশ্বজিতের নিরাপত্তা আরও জোরদার হল।

প্রসঙ্গত, একুশের ভোটের আবহে খুন হন উত্তর কলকাতার বিজেপি নেতা অভিজিৎ সরকার। এই খুনের ঘটনাকে সামনে রেখে উত্তাল হয় গোটা কলকাতা। দেহের ময়নাতদন্ত থেকে পরিবারের হাতে দেহ তুলে দেওয়া পর্যন্ত পর্বে বারবার উত্তপ্ত হয় কলকাতা। কাঁকুড়গাছির সেই অভিজিৎ সরকার খুনের মামলায় শাসকদলের এক গুরুত্বপূর্ণ নেতার নামে বিশ্বজিৎ গোপন জবানবন্দি দেন বলেও অভিযোগ ওঠে। আর এরপর থেকেই বারবার বিশ্বজিৎ তাঁর প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে উদ্বেগের কথা বলেন। কলকাতা হাইকোর্টে এ সংক্রান্ত একটি মামলা হয়। হাইকোর্ট নির্দেশ দেয়, সবসময় ব্যক্তিগত রক্ষী রাখতে তাঁর সঙ্গে। আগেই বিশ্বজিতের নিরাপত্তায় তাঁর বাড়িতে সিআরপিএফ মোতায়েন করা হয়েছে বলে সূত্রে খবর। তবে নির্বাচনের সময় আরও রক্ষী দিতে অপারগ সিআরপিএফ। তাই হাইকোর্ট কলকাতা পুলিশকে নিরাপত্তারক্ষী দিতে শুক্রবার নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট।

অন্নপূর্ণা কটন মিলের জমি বিক্রি হয়ে যাবে, আশঙ্কা অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শ্যামনগর অন্নপূর্ণা কটন মিলের জমি একদিন বিক্রি হয়ে যাবে। এমনই আশঙ্কা করছেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। শুক্রবার শ্যামনগর অন্নপূর্ণা কটন মিলের মাঠে বিজয় সংকল্প সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, একটা সময় অন্নপূর্ণা কটন মিলের সুনাম ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে ওই মিলের মেশিনপত্র, যন্ত্রাংশ সব বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। মিলের জমিটা একদিন বিক্রি হয়ে যাবে। তাঁর দাবি, তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর বাংলায় একটাও নতুন শিল্প গড়ে ওঠেনি। অথচ শিল্পক্ষেত্রে আসাম এগোচ্ছে। ওখানকার চা বাগানগুলো ঠিকমতো চলছে। এদিন তিনি বলেন, বাংলার মানুষ তাকিয়ে আছেন মোদিজির দিকে। তাকিয়ে আছেন অমিত শাহের দিকে। কারণ, বাংলায় যেভাবে সাধারণ মানুষ ও শ্রমিক শ্রেণির ওপর জুলুম, অত্যাচার চলছে। সেই অত্যাচার থেকে বাংলার মানুষ এখন মুক্তি চাইছেন। কবে নিস্তার মিলবে। তবে মোদিজির গ্যারান্টির ওপর মানুষের বিশ্বাস আছে। তাঁর দাবি, বাংলায় বিজেপি ৩৫ আসন পেলে। তার মধ্যে ব্যারাকপুর আসনও থাকবে। মমতার প্রশাসনকে নিশানা করে বিজেপি প্রার্থী বলেন, বাংলার পুলিশ দলদাস হয়ে কাজ করছে। দলীয় কর্মীদের ওপর অত্যাচার চলছে। কিন্তু পুলিশ কোনও অভিযোগ নিতে চাইছে না। উক্ত সভায় এদিন হাজির ছিলেন ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং, ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ ব্যানার্জি, প্রাক্তন জেলা সভাপতি সন্দীপ ব্যানার্জি, সুবক্তা কৌস্তভ বাগচী, প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, সঞ্জয় সিং প্রমুখ।

জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়াপার্সনের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানোর বার্তা শশীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: লোকসভা ভোটের মুখে সন্দেশখালির একের পর এক ভিডিও ভাইরাল হতেই আসরে নেমে পড়েছে তৃণমূল শিবির। এই ঘটনায় শুক্রবার সাত সকালে এক সাংবাদিক বৈঠক করেন তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান মুখ শশী পাঁজা। এদিনের এই সাংবাদিক বৈঠক থেকেই তিনি জানান, এবার সরাসরি জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন রেখা শর্মার বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানাবে তৃণমূল। সঙ্গে এও বলেন, 'বাংলার শুভ হোক। সন্দেশখালির শুভ হোক। সন্দেশখালির মহিলাদেরও শুভ হোক।' সঙ্গে এও জানান, 'প্রথমে যে স্টিং অপারেশন হয়েছে, তাতে প্রকাশ্যে এল বিজেপির অসত্য চিত্রনাট্য। নারী নির্যাতন হয়নি। তারপর মহিলারা এগিয়ে এসে বলছেন, তাঁরা বলছেন বুঝতে পারেননি কোন কাগজে সই

করেছেন। মহিলারা এগিয়ে এসে এই অসত্যের বিরুদ্ধে লড়ছেন।'

পাশাপাশি রাজ্যের নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রীর কথায়, 'রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব নিয়ে বিভিন্ন কমিশনগুলিকে দেখলাম আসতে। চারদিকে একটা ইকোসিস্টেম তৈরি করেছিল বিজেপি। তাদের বিভিন্ন টিমগুলিকে নামিয়ে সন্দেশখালির ঘটনাকে দেখানোর জন্য এক নক্কারজনক অপচেষ্টা। জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন রেখা শর্মার বিরুদ্ধেও নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানাবে তৃণমূল কংগ্রেস।' শশী পাঁজার দাবি, রেখা শর্মার টিম এখানে আসায় বিষয়টিতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আরও উৎসাহিত করা হয়েছে। তিনি বলেন, 'কমিশনের এই পক্ষপাতিত্ব খুবই দুর্ভাগ্যজনক।'

এই সব ঘটনা থেকে এটা স্পষ্ট যে সন্দেশখালির আন্দোলন বেশ কিছুটা ব্যাকফুটে ফেলে দিয়েছিল তৃণমূলকে, সেই সন্দেশখালির ভাইরাল ভিডিওকে কেন্দ্র করে ভোট-বঙ্গে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার পুরোদমে চেষ্টা চালাচ্ছে শাসক শিবির। উল্লেখ্য, সন্দেশখালির আন্দোলনের সময় দিল্লি থেকে একাধিক কমিশন বাংলায় এসেছিল। সন্দেশখালিতে গিয়েছিল। সেই নিয়েও আপত্তি শশী পাঁজার।

সম্পাদকীয়

দেশের সকলকে শিক্ষার আঙিনায় না আনলে মানবসম্পদ গড়া সম্ভব হবে না

রামায়ণের শম্বুক, মহাভারতের একলব্য থেকে এ কালের চুনী কোটাল, রোহিত ভেমুলা ও বম্বে আইআইটি-র ১৮ বছরের ছাত্র দর্শন সোলাঙ্কির আত্মহত্যা। হস্টেলের সাত তলার ঘর থেকে ঝাঁপ দিয়েছিল দর্শন। পরিবারসূত্রে জানানো হয়েছে, জাতিগত বৈষম্যের শিকার হয়েছে তাঁদের সন্তান। যদিও আইআইটি-র অভ্যন্তরীণ কমিটির রিপোর্ট বলছে, পরীক্ষায় খারাপ ফলের জন্য সে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে। লক্ষণীয়, কমিটির এগারো জন সদস্যের মধ্যে সাত জনই অধ্যাপক। এঁদের কাছে পরীক্ষার ফলই গুরুত্ব পায়, সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রশ্ন, তিন মাস আগে ভর্তি হওয়া ছাত্রটি একটি সিমেস্টার দিয়ে এমন চরম সিদ্ধান্ত নিল কেন? মৃত্যুর কারণ নিয়ে অনুসন্ধান চলছে, চলতেই থাকবে। তবে মৃত্যুর আগের মাসে বাড়ি ফিরে সে জানিয়েছিল, বন্ধুদের মতে অন্ত্যজ হওয়ায় এমন প্রতিষ্ঠানে অবৈতনিক শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে সে। ফলে, নানা ভাবে বার বার সহপাঠীদের বিদ্রুপ ও অপমানের শিকার হতে হয় তাকে। ইতিহাস বলছে, শাসক রামচন্দ্রের হাতে শম্বুক নিহত হলেও একলব্য, চুনী কোটাল, রোহিত ভেমুলা থেকে দর্শন সোলাঙ্কিদের গুরু বা শিক্ষক কর্তৃক অপমান, অপবাদ আর বৈষম্যের শিকার হতে হয়েছে। আসলে যুগে যুগে শাসকেরও একটা গোপন অভিসন্ধি কাজ করে। আমাদের চোখের আড়ালে এমন কত দর্শন সোলাঙ্কিই হারিয়ে যাচ্ছে। তাদের এই আত্মহত্যার চলমান ইতিহাস এখানেই থেমে নেই। সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই এই জাতপাত, হিংসা-বিদ্বেষ আমাদের রক্তের সঙ্গে মিশে আছে। শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়েও এখনও অনেকে মানবিক হতে পারেননি। যার কারণে, আমেরিকাতেও সাদা চামড়ার পুলিশ জর্জ ফ্লয়েডকে বিনা দোষে নির্মম ভাবে হত্যা করে। প্রবন্ধকার উল্লেখ করেছেন, শিক্ষক নিয়োগে যথেষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন জনজাতি আবেদনকারী থাকলেও নেওয়া হয় না 'অযোগ্য' দোহাই দিয়ে। সবেতেই এই বৈষম্য বিরাজমান। আসলে রাষ্ট্রকে (শাসক) ভাবতে হবে যে, দেশের সমস্ত মানুষকে শিক্ষার আঙিনায় আনতে না পারলে মানবসম্পদ গড়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ, সমাজের নিচু তলার মানুষগুলোকে শিক্ষার আলোয় আনতে পারলে তবেই জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন পাওয়া সম্ভব।

জন্মদিন

আজকের দিন

পূজা বেদী

১৯১৮ *বিশিষ্ট ধ্রুপদী নৃত্যশিল্পী মৃণালিনী সারাভাইয়ের জন্মদিন।*
১৯৫০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা সদাশিব অমরপুরকারের জন্মদিন।*
১৯৭০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী পূজা বেদীর জন্মদিন।*

কবির পরম আদরের 'ভাই ছুটি'

সুপ্রিয় দেবরায়

'গেলে যদি একবার গেলে রিক্ত হাতে / এ ঘর হইতে কিছু নিলে না কি সাথে / বিশ বৎসরের যে সুখদুঃখ ভার, / ফেলে রেখে দিয়ে গেলে কোলেতে আমার।দ খানকয়েক পুরোনো চিঠি হাতে নিয়ে কবি লিখলেন, তমিলন সম্পূর্ণ আজি হল তোমাসনে / এ বিচ্ছেদ বেদনার নিবিড় বন্ধনে / এসেছ একান্ত কাছে ছাড়ি দেশকাল / হৃদয়ে মিশায়ে গেছ ভাঙি অন্তরাল।' স্ত্রীর প্রতি কবির ভালবাসা যে কতটা গভীর ছিল, রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি এই কয়েক ছত্রের অনুরণনে তা উন্মীলিত।

খুলনায় দক্ষিণাডিহি অঞ্চল আর সেখানকার ফুলতলা গ্রামের বাসস্ট্যান্ড থেকে ঝোপ-জঙ্গলে ভরা মাইল দুয়েকের হাঁটাপথ শেষে ছোট্ট একটি দোতলা বাড়ি, যেখানে কেটেছে কবিপত্নীর শৈশব, কৈশোর। ছড়িয়ে আছে ফুলতলা গ্রামের পথেঘাটে অনেক আষাঢ়ে গল্প; কোন পুকুরের পাড়ে বসে কবি আর তাঁর স্ত্রী গল্প করতেন, কোথায় বসে কবিতা লিখতেন, ইত্যাদি। যদিও ইতিহাস বলে, কবি যশোরে এলেও এই দক্ষিণাডিহিতে কোনও দিন পদার্পণ করেননি, কারণ অবশ্য কারুর জানা নেই। তাহলে বিয়েটা কোথায় হল? কবির বিবাহবাসরের বর্ণনা লিখে গিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের ছেলের স্ত্রী হেমলতা ঠাকুর। মহর্ষি তখন হিমালয়ে। খুবই ঘরোয়া আর অনাড়ম্বর ভাবে বিয়ে হল। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির পশ্চিমের বারান্দা ঘুরে রবীন্দ্রনাথ বিয়ের ঘরে একটি বেনারসি শাল গায়ে এলেন। ব্যাপারটা এমন যেন অনেক দূর থেকে অনেক ঘুরে বর এলেন কনেকে নিয়ে যেতে। পিঁড়ির উপর দাঁড়ানো রবীন্দ্রনাথকে বরণ করা হল। কনেকে সাতপাক ঘুরিয়ে করা হল সম্প্রদান। ২৪ অগ্রহায়ণ ১২৯০, অর্থাৎ ৯ ডিসেম্বর ১৮৮৩ সালে কবি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন এক নয় বছরের কিশোরীর সাথে।

অল্পশিক্ষিতা, রুগ্ন, গ্রাম্য একটি বালিকার জন্ম, বাস সেই ফুলতলা গ্রামের ছোট্ট দোতলা বাড়িতে। তাই কি তাঁর নাম ফুলি? উত্তর জানা নেই। অবশ্য পাশাপাশি একটি পোশাকি নামও আছে, ভবতারিণী। ঠাকুর এস্টেটের এক কর্মচারী বেণীমাধব রায়চৌধুরী এবং তাঁর স্ত্রী দাক্ষায়ণী দেবীর মেয়ে ফুলি। কলকাতার অভিজাত জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির একান্নবর্তী পরিবারের সুদর্শন এবং প্রতিভাবান ছোট ছেলের বিয়ের তোড়জোড় হচ্ছিল। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, বিয়ের ব্যাপারে একরকম চাপে পড়েই শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের (নিম) রাজি হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। বিয়ের উপযুক্ত কনে দেখাও শুরু হল। রবীন্দ্রনাথের কনে দেখার দলে দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ছাড়াও ছিলেন কবির দুই বৌঠান জ্ঞানদানন্দিনী এবং কাদম্বরী দেবী। অনেকের মনেই প্রশ্ন হয়ত জাগে, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির প্রতিভাবান, রূপবান বাইশ বছরের ছেলের বিয়ে হল শেষে সেই ফুলতলা গ্রামের ফুলি অর্থাৎ ভবতারিণীর সাথে! আমরা অনেকেই হয়ত জানি না, রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের স্ত্রী দিগম্বরী দেবীও এই ফুলতলা গ্রামেরই পিরালি বংশের মেয়ে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মা সারদা দেবীও ছিলেন ফুলতলা গ্রামের রামনারায়ণ রায়চৌধুরীর মেয়ে। তিনিও ছিলেন পিরালি বংশের। সেই পথ ধরেই ফুলি নামের সেই বালিকা হলেন রবিঠাকুরের স্ত্রী। এরপর তাঁর নামটাও গেল বদলে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাম দিলেন মৃণালিনী। নিজের নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন এই নাম। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্ত্রীকে আদর করে ডাকতেন 'ভাই ছুটি' বলে।

এই বিবাহের চার মাস পর রবীন্দ্রনাথের নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবী ৮ বৈশাখ ১২৯১ সালে আত্মহত্যা করেন। মর্মান্তিক শোকে নিদ্রাহীন রাত কাটান রবীন্দ্রনাথ, বুকের মধ্যে হাহাকার। এর আগেও কাদম্বরী দেবী একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। নিঃসন্তান ছিলেন। স্বামী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যস্ত থাকতেন নাটক এবং অন্যান্য কাজে। কাদম্বরী দেবী ছিলেন একাকীত্বের শিকার। শোনা যায় সেইদিন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জামার পকেটে এক অভিনেত্রীর চিঠি পাওয়া যায়। সে চিঠির ভাষা কাদম্বরী দেবীকে ক্ষুব্ধ করেছিল। এমনি অসংখ্য কারণের কথা বলা হয়ে থাকে। যদিও কাদম্বরী দেবীর লেখা সুইসাইড নোট নষ্ট করে ফেলা হয়, প্রকাশ্যে আসে না। প্রায় নয় বছর বয়সে উনিশ বছর বয়সী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে তাঁর বিয়ে হয়। প্রায় সমবয়সী রবীন্দ্রনাথকে তিনি বন্ধুভাবে গ্রহণ করেন। কবির মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে মাতৃবিয়োগ হলে নতুন বৌঠান তাঁকে একাধারে মাতৃস্থান এবং বন্ধুস্থান দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন তরুণ কবির নিত্যসহচর, শ্রোতা ও সমালোচক। সেই নতুন বৌঠানকে মনে রেখে কবি সারা জীবন অনেক কবিতা লিখেছেন, অনেক বই উৎসর্গ করেছেন। 'নয়ন সমুখে তুমি নাই / নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।' লিখলেন, 'হে জগতের বিস্মৃত আমার চিরস্মৃত, আগে তোমাকে যেমন গান শুনাইতাম, এখন তোমাকে তেমন শুনাইতে পারি না কেন। — এমন একদিন আসিবে, যখন এই পৃথিবীতে আমার কথার একটিও কাহারোও মনে থাকিবে না, কিন্তু ইহার একটি দুটি কথা ভালবাসিয়া তুমিও কি মনে রাখিবে না! যে সব লেখা তুমি এত ভালবাসিয়া শুনিতে, তোমার সঙ্গেই যাহাদের বিশেষ যোগ, একটু আড়াল হইয়াছ বলিয়াই তোমার সঙ্গে কি তাহাদের আর কোনও সম্পর্ক নাই?' বিয়ের পরপরই মৃণালিনীকে দেখতে হয়েছিল কাদম্বরী দেবীর অস্বাভাবিক মৃত্যু এবং তখন তিনি ছিলেন নিতান্তই এক বালিকা। নীরবেই তিনি সামলেছিলেন স্বামীর প্রিয় বৌঠানের অপমৃত্যুর সেই শোক। সম্ভবত কোনও স্থানেই লিপিবদ্ধ নেই সেই সময়ে কী ভাবে তোলপাড় হয়েছিল মৃণালিনীর মনন, চিন্তাধারা। আজও গবেষণা চলে এবং চলবেও, কাদম্বরী দেবীর অপমৃত্যু এবং সুইসাইড নোট নিয়ে, কিন্তু বোধহয় কোনও গবেষণাপ্রসূত লেখা সেরকমভাবে নেই মৃণালিনী দেবীর তখনকার মানসিক অবস্থা নিয়ে।

গায়ের রং একটু চাপা হলেও মৃণালিনী ছিলেন ব্যক্তিত্বময়ী, ঢলঢলে মুখমণ্ডল, সুদর্শনা, গৃহকর্মে নিপুণা। মহর্ষি খুবই স্নেহ করতেন তাঁর ছোট পুত্রবধূটিকে। মৃণালিনীকে ভর্তি করলেন কলকাতার লরেটো হাউসে, ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করতে। একবছর পর রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছেতে বাড়িতেই পণ্ডিত হেরম্বচন্দ্র বিদ্যারত্নের কাছে সংস্কৃত পাঠ শুরু হয়। গুরুজনদের প্রতি তাঁর ছিল গভীর শ্রদ্ধা, সম্ভ্রম। তাঁর রান্নার হাত ছিল চমৎকার। সবাইকে রেঁধে খাওয়াতে পছন্দ করতেন। একবার রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রিয়বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে খেতে আসতে বলেন এবং তারপর ভুলেও যান। মৃণালিনীকে জানাতেও বেমালুম ভুলে যান এবং নিজেও খেয়ে নেন দুপুরের খাবার। এমন সময় হাজির প্রিয়নাথ সেন। মৃণালিনী কিন্তু অতিথিকে কিছু বুঝতেই দিলেন না। কিছুক্ষণ পর দুজনকে ডেকে খাওয়াতে বসালেন। খুব সহজেই ঢেকে দিলেন কবির ভুলে যাওয়া ঘটনাটি। কবির জীবনে মৃণালিনী দেবী ছিলেন এমন ভালবাসা উজাড় করে দেওয়া এক নারী। আবার মহর্ষি পছন্দ করেন না, এমন কোনও কাজ করার চেষ্টা করলে, অভিমানিনী মৃণালিনী কবিকে বলতেন, 'বাবামশায় থাকলে তুমি এ কাজ করতে পারতে?'

বিয়ের পরে একটি মাত্র জায়গায় থাকেননি মৃণালিনী। থেকেছেন কলকাতা, শিলাইদহ, সোলাপুর, শান্তিনিকেতনে। ১৮৮৬ সালের ২৫ অক্টোবর জন্ম হল রবীন্দ্রনাথ এবং মৃণালিনী দেবীর প্রথম সন্তান, বেলা অর্থাৎ মাধুরীলতার। বিয়ের পাঁচ বছর পর শিশুকন্যা বেলাকে নিয়ে পশ্চিম ভারতের গাজিপুরে গিয়েছিলেন। সেটাই ছিল কবি আর মৃণালিনী দেবীর মধুচন্দ্রিমা। এর কিছুদিন পর রবীন্দ্রনাথকে শিলাইদহে পাঠান মহর্ষি। তখন মৃণালিনীর সঙ্গে দুই শিশু সন্তান, মাধুরীলতা আর রথীন্দ্রনাথ। এরপর একেএকে জন্ম হয় মেজ মেয়ে রেণুকা, ছোট মেয়ে মীরা, ছোট ছেলে শমীন্দ্রনাথ।

কবির প্রতিষ্ঠা আর প্রতিভার পাশে মৃণালিনী দেবী নিতান্তই সাধারণ হলেও, কবির জীবনে তিনি একান্তভাবে মিশে থেকে হতে পেরেছিলেন তাঁর পরম আত্মীয়। কবির শান্তিনিকেতনে তিনি ছিলেন একজন নীরব সহকর্মী। আশ্রম বিদ্যালয় গড়ে তুলতে হাত মেলালেন কবির সঙ্গে। বিদ্যালয়ের কাজে যখনই অর্থের অভাব দেখা দিয়েছে, নিজের গয়না বিক্রি করে টাকার জোগান দিয়েছেন। তাই কবি গবেষক প্রমথনাথ বিশি বলেছিলেন, তশান্তিনিকেতন স্থাপনে তিনি যেমন সর্বতোভাবে নিজের সাহচর্য, শক্তি, এমনকি অনটনের দিনে নিজের অলঙ্কারগুলি দিয়ে সহায়তা করিয়াছিলেন, সংসারে তাহা একান্ত বিরল। এই বিদ্যালয়ের প্রাথমিক ইতিহাসের পাতায় তাঁর স্মৃতি স্নেহের স্বর্ণাক্ষরে লিখিত।দ রথীন্দ্রনাথ, মীরা দেবীর স্মৃতিকথায় তাঁর ইংরেজি নভেল পড়ার কথা জানা যায়। শুধু পড়াশোনায় নয়, অভিনয়ের ক্ষেত্রেও তাঁর সমান পারদর্শিতা ছিল। 'রাজা ও রানী' নাটক প্রথমবার মঞ্চস্থ হলে নারায়ণীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন তিনি। সাহিত্যে আগ্রহ থাকলেও চিঠি আর সামান্য কিছু অনুবাদের খসড়া ছাড়া মৃণালিনী দেবী প্রায় কিছুই লিখে যাননি। স্বর্ণকুমারী দেবী মৃণালিনীকে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন, যার স্বামী বাংলার এক শ্রেষ্ঠ লেখক তার আর নিজের লেখার কী প্রয়োজন!

রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্ত্রীকে পরম আদরে কাছে টেনে নেন। কবি তাঁকে আদর করে ডাকেন 'ভাই ছুটি' বলে। ঘরে ফিরলে 'ছোট বউ ছোট বউ' ডাকতে ডাকতে ঘরের ভিতরে আসতেন। তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কী রকম ছিল তা তাদের মধ্যেকার চিঠি থেকে জানা যায়। চিঠির মধ্যে রয়েছে সহজাত ভালবাসার ছাপ। স্ত্রীকে সম্বোধন করেছেন, 'ভাই ছোট বৌ, ছোটভাই গিন্নি, ভাই ছুটি, ছুটকি' নামে। মৃণালিনীকে লেখা কবির চিঠি পাওয়া গেছে ছত্রিশটি। ২৯ আগস্ট ১৮৯০ সালে বিলেত যাবার পথে এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ মৃণালিনীকে লিখেছিলেন একটি স্বপ্নের কথা। 'একটা বড় খাটে একধারে তুমি আর বেলি শুয়ে রয়েছ আর তোমার পাশে খোকা শুয়ে। আমি তোমাকে একটু আদর করলুম আর বললুম ছোট বৌ মনে রেখো আজ রবিবার রাত্তিরে শরীর ছেড়ে বেরিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করে গেলুম। বিলেত থেকে ফিরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করব তুমি আমাকে দেখতে পেয়েছিলে কিনা।' ১৯০২-এর মাঝামাঝি মৃণালিনী এতই অসুস্থ হয়ে উঠলেন, ১২ সেপ্টেম্বর তাঁকে শান্তিনিকেতন থেকে স্থানান্তরিত করতে হয় কলকাতায়। দুই মাসের উপর তাঁর নিরলস সেবা করলেন রবীন্দ্রনাথ। ২৩ নভেম্বর তাঁর 'ভাই ছুটি'র থেকে বিদায় নিয়ে সারাটা রাত ছাদে খোলা আকাশের নিচে একা পায়চারি করে কাটালেন রবীন্দ্রনাথ। বলে গেলেন কাউকে তাঁর কাছে না যেতে। নিভে গেল জোড়াসাঁকোর লালবাড়িতে মৃণালিনীর ঘরের সব আলো। রইলেন এক আকুল কবি আর মা-হারা তাঁর পাঁচটি ছেলেমেয়ে। শূন্য ঘরের নিঃসঙ্গ জীবনের দুঃখগাঁথা প্রকাশ পেল তাঁর কবিতায়, 'মৃত্যুর নেপথ্য হতে আরবার এলে তুমি ফিরে / নূতন বধূর সাজে হৃদয়ের বিবাহ মন্দিরে / নিঃশব্দ চরণপাতে। / ক্লান্ত জীবনের যত গ্লানি / ঘুচেছে মরণ স্নানে। —'

না চাইলেও আপনি এখন রাজনীতিতে

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

আমি রাজনীতি করি না, আমি কোনো দলের সমর্থক নই — এই কথাটা কখনোই বলা যায় না। কারণ আমরা ছোট থেকে রাজনীতির মধ্যেই বড় হয়ে চলেছি। সুতরাং রাজনীতি আমার মজ্জায়,রাজনীতি আমার শিরা-উপশিরায়, রাজনীতি আমার রক্তে। আমি রাজনীতি দেখেছি — পরিবারে, সমাজে, সংসারে। আর এভাবেই আমার পরিণতির প্রতি প্রবণতা বেড়েছে। তাই আজ আমাকে রোখা মুস্কিল। কারণ আমি ছোটবেলা থেকে রাজনীতির আবহে বড় হয়েছি। বড় হয়ে তথাকথিত রাজনীতি বুঝেছি। কে যেন বলছিল আমি কোনো পক্ষ নই। আমাদের দেশে তা হয় না। তুমি যদি নিজেকে নিরপেক্ষ বল তাহলেও তুমি কোনো পক্ষ। কারণ যেভাবেই তুমি কথা বলো না কেনো, যেভাবেই তুমি তোমার প্রকাশভঙ্গি বোঝাও না কেনো,তুমি ধরা পড়বেই যে তুমি কোন পক্ষ। কারণ তোমার একটা মতামত আছে, তোমার একটা আদর্শ আছে, তোমার একটা নীতি আছে। তাই তুমি সহজে ধরা পড়বেই। তোমার সততা বা মিথ্যাচার তোমাকে ধরা পরিয়ে দেবে।

যে রাজনীতি তুমি দেখেছ তোমার পরিবারে তা এখন তার ক্ষেত্র বাড়িয়ে ফেলেছে। চায়ের দোকান থেকে সেলুন হয়ে পায়চারি করছে মাঠ ঘাট পথ বাজার কর্পোরেট হয়ে সর্বত্র। মানে আরো ক্ষেত্র বড় হলো। মানে আপনি না চাইলেও কোথাও যেন জড়িয়ে পড়লেন। এবার আপনি সম্মৃদ্ধ হবেন। আপনাকে ধর্ম নিয়ে রাজনীতির কথা শুনতে হবে, আপনাকে সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে কথা শুনতে হবে,আপনাকে হিংসা বিদ্বেষ, মন্দির মসজিদ,সংখ্যা লঘু নিয়ে কথা শুনতে হবে। আপনাকে গুজরাট, মনিপুর, উত্তরপ্রদেশ নিয়ে শুনতে হবে। আপনিও তৈরি আছেন আপনাকে নেতাই, কামদুনির, সাইবাড়ি,হাঁসখালী, হাসরত এর কথাও বলতে হবে। আপনাকে দুর্নীতির কথা বলতে হবে। আপনাকে চাকরি বিক্রির কথা জানতে হবে, আপনাকে একশো দিনের কাজের কথা জানতে হবে, আপনাকে প্রভাবশালীদের জেলে থাকার অন্ত রহস্য কোথাই তাও জানতে হবে।

আপনি যখন এই রাজনীতির কথা নিয়ে ব্যস্ত,তখন ওষুধের এত মূল্য কেনো জানবেন না? আপনি জ্বালানি পেট্রোল ডিজেল,রান্নার গ্যাসের এত বেশি মূল্য কেনো জানবেন না? আপনি দ্রব্য মূল্যর বৃদ্ধি নিয়ে ভাববেন না? আপনি কোল, বিদ্যুৎ রেলের কিছু অংশ কেনো বিক্রি করতে হচ্ছে জানবেন না? কেনো আমার দেশে এত বেকার জানবেন না? আপনি কেনো জানবেন না মেধা পরে রাস্তায়,আর সাদা খাতার কেনো এত জয় হয়? কেনো এটা হয়। আপনি জানবেন না কেনো আমার সন্তান আমাকে ছেড়ে বিদেশে? আর সেখানে মেধা মূল্যায়ন হলে তো ভালো,নইলে কেনো পরিযায়ী হলো? আপনার মনে প্রশ্ন আসবে না পরের প্রজন্মের! আপনার মনে প্রশ্ন আসবে না বেকারত্বের সীমাহীন যন্ত্রণার কথা? কে বা কারা এর দায়িত্ব নেবে? ক'জন মানুষ আছেন বলুন তো যে কিনা নিজের মতো করে বিজনেস করতে পারে? বেনিয়া আর বিজনেসম্যান এর মধ্যে ফারাক বুঝতে হবে। যারা বেশি মাতামাতি ধর্ম নিয়ে,হিন্দুত্ব নিয়ে তাদের সমাজ সংসার দেখুন গিয়ে গরু পাচারের টাকায় চলে কিনা! আমরা জানি না দেশে অত কালো টাকা সাদা হলো কি করে? আমরা জানি না আদানি আম্বাণীরা কিভাবে দেশটাকে উপভোগ করতে চায়? আবার আমরা জানি না কেনো পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সব রাজ্য দেখা যায় !

তবে কি আমাদের চোখ বন্ধ? তবে কি আমরা কিছু দেখতে পাচ্ছি না। নাকি আমাদের দেখতে দেওয়া হচ্ছে না? নাকি আসলে সব কিছু আমাদের উপভোগ করানো হচ্ছে। নিত্য খাদ্য দিয়ে, অর্থের ভান্ডার নিয়ে আমরা কি ভুলে গেছি সব? মানে আমরা আভাসে এত খুশি যে নাগাল আমাদের আর প্রয়োজনই নেই? নাকি আমাদের ভুলিয়ে রাখা হয়েছে? অনেকগুলি প্রশ্ন থেকে গেলো না! আমরা কখন ভুলে গেছি চাকরির কথা, ভুলে গেছি উত্তর প্রজন্মের কথা,ভুলে গেছি দুর্নীতির কথা, ভুলেগেছি ন্যায় অন্যায় এর কথা। আসলে আমরা খুব সহনশীল। নাকি আমাদের পালস বুঝে গেছে সহজে? আমরা অল্পেতে বেশ আছি। আমরা সর্বধর্ম সমারোহে আছি। ভালো শুনতে লাগে। তবে কেনো ধর্ম নিয়ে, জাত নিয়ে, কর্ম নিয়ে, উচু নিচু বৈষম্য নিয়ে,মতাদর্শ নিয়ে এত হানাহানি? এটা কোনো রাজ্য নিয়ে নয় এটা গোটা দেশের সমস্যা। রবি ঠাকুর তার 'রক্ত করবী' নাটকে প্রসঙ্গ ক্রমে বলেছিলেন - 'এত রক্ত কেনো? 'এটা আর এখন কোনো নাটকে বলতে হয় না। একটা নির্বাচন হলেই হলো। ক্ষমতা আর পেশী শক্তির জয়। যার ফলেই রক্ত ঝরাতে হয়। কিন্তু কেনো ? তবে কি করে আমরা সেক্যুলার হলাম? আমাদের সংবিধান তা শুনলে তো? তার ছাপার অক্ষরের পেছনে যে নির্মম ও কর্কট আড়াল লুকিয়ে আছে তার রূপান্তরের চেষ্টা করে কে ? সে সাহসই বা কার আছে। তবুও বলবো আমার দেশ যা পারে অন্য কেও তা পারে না। তবুও বলবো আমি মন্দের মাঝে বেশ আছি। তবুও বলবো মেরা দেশ মহান। তবুও বলবো আমি গণতান্ত্রিক দেশে বাস করি । তবুও বলবো আমি বিবিধের মাঝে মহামিলনে আছি। তবুও বলবো আমি বেঁচে আছি। আমি লড়াইয়ে আছি। আমি দেশের সাম্য মৈত্রী ঐক্যতে আছি। আমি একটা দেশের সামগ্রিক কালচার নির্বাচনেও আছি। কি মানবেন তো?

লেখক: বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

আমি দায়িত্ব নিচ্ছি ডায়মন্ড হারবারের মতো উন্নত শহর গড়ব, দাবি অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: উপনির্বাচনের মতো এই নির্বাচনেও শত্রুঘ্ন সিনহাকে জয়ী করতে হবে এবং আসানসোলি জনগণ সেই ব্যাপারে সংকল্প নিয়ে নিয়েছে। আমি দায়িত্ব নিচ্ছি ভোট পর্ব শেষ হলে ডায়মন্ড হারবারকে যে রকম অত্যাধুনিক করা হয়েছে সেই রকম আসানসোলকেও অত্যাধুনিক শহর করব। শুক্রবার আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহার সমর্থনে রোড শো করে এই দাবি করেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের বিদায়ী সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন ঊষাগ্রাম থেকে জিটি রোড ধরে রোড শো শুরু হয়। আসানসোল বাসস্ট্যান্ডের কাছে এই রোড শো শেষ হয়। রোড শো শেষ করে আধ ঘণ্টার ওপর বক্তৃতা দেন। এদিন তিনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিজেপিকে আক্রমণ করেন। বিজেপি প্রার্থী সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়া প্রসঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'তিনি একবার দার্জিলিঙে দাঁড়াচ্ছেন সেখানে ভোটে জেতার দশ দিন পর থেকে আর দেখা যায়নি, গত লোকসভা নির্বাচনে দুর্গাপুরে দাঁড়িয়েছিলেন, সেখানেও তাঁকে দেখা যায়নি। তাই এবার তিনি আসানসোল কেন্দ্র বেছেছেন। কিন্তু জনগণ সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে যে তৃণমূল কংগ্রেসকে জিতিয়ে ইন্ডিয়া জোটের হাত শক্ত করবে।'

অগ্নিমিত্রা পাল প্রসঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'তিনি আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক থাকা সত্ত্বেও এখানের মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হয়েছেন। ওখানে তিনি হারবেন আর হারার পর তাঁকে আসানসোলে ঢুকতে দেওয়া হবে না। সাধারণ জনগণই তাঁকে আসানসোলে ঢুকতে দেবে না।' সন্দেশখালি প্রসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারীর নাম না করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'সামান্য ২০-২৫টা ভোটের লোভে সন্দেশখালিতে নোংরা রাজনীতি করছেন এবং এই নোংরা রাজনীতির জন্য বাংলার মহিলাদের সঙ্গে সমগ্র বাংলার মানুষকে অপমান করছেন। মহিলাদের উদ্দেশ্যে কুরুচিকর মন্তব্য করছেন।' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, তাঁকে কেন্দ্রীয় এজেন্সি দিয়ে ভয় দেখানোর চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু বিজেপির কোনও হুমকি বা হুঁশিয়ারিতে তিনি ভয় পাওয়ার লোক নন।

উল্লেখ্য, এদিনের রোড শোয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বিশেষ প্রচার গাড়িতে ছিলেন তৃণমূল প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহা, মন্ত্রী মলয় ঘটক, মেয়র তথা বিধায়ক বিধান উপাধ্যায় পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক তথা পশ্চিম বর্ধমান তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, জামুড়িয়ার বিধায়ক হরেরাম সিং এবং রানিগঞ্জের বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়।

রোড শোয়ে বাধা কমিশনের, বিনা কারণে গাড়ি আটকানোর দাবি দিলীপ ঘোষের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বিজেপির রোড শোয়ে বাধা কমিশনের। বিনা কারণে গাড়ি আটকানো হয়েছে অভিযোগ দিলীপের।

নির্বাচনী প্রচার সারতে শুক্রবার দুপুরে বর্ধমান এক নম্বর ব্লকের রায়ান এলাকায় রোড শো করেন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপির প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। রোড শো চলাকালীন হঠাৎই পুলিশের সহযোগিতায় তা বন্ধ করে নির্বাচন কমিশন। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় গোটা এলাকাজুড়ে। সূত্র মারফত জানা যায়, বেলা সাড়ে বারোটা থেকে দেড়টা পর্যন্ত রায়ান এলাকায় রোড শো করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। সেখানে দেখা যায় বেলা দেড়টার সময় রায়ান এলাকায় রোড শো শুরু করেন বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। সময় পেরিয়ে যাওয়ার কারণ দেখিয়ে বিজেপির রোড শো বন্ধ করে নির্বাচন কমিশন। দিলীপের

রোড শো বন্ধ করার সময় নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে উপস্থিত ছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী।

এই বিষয়ে বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ বলেন, 'যে সময় দেওয়া হয়েছিল সেই সময়ের মধ্যেই আমরা ছিলাম, বিনা কারণে গাড়ি আটকানো হয়েছে।' এরপর বিকেল প্রায় চারটে নাগাদ বর্ধমান জেলা আদালতের বার অ্যাসোসিয়েশনে আসেন দিলীপ ঘোষ। সেখানে বেশ কিছুক্ষণ আইনজীবীদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপচারিতা করেন এবং আইনজীবীরা তাঁদের কিছু সমস্যার বিষয় তুলে ধরেন বিজেপি প্রার্থীর কাছে। ভোটে জয়ী হলে তাঁদের সমস্যার সমাধান করার আশ্বাস দেন দিলীপবাবু। বার অ্যাসোসিয়েশনের আইনজীবীদের দেওয়া ঠান্ডা ডাবের জলও পান করেন দিলীপ ঘোষ।

বারাসাতে বিস্ফোরক ব্রাত্য, চন্দ্রিমা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষে এবারের লোকসভা নির্বাচন হচ্ছে। এই নির্বাচন প্রমাণ করে দেবে গত ১০ বছর ধরে কেন্দ্রের বিভাজন নীতি, সাম্প্রদায়িকতা, আর্থিকভাবে দেশকে তলানিতে নিয়ে যাওয়া, কর্মসংস্থানে শূন্যতা, জডিপিতে রেকর্ড সংখ্যায় নীচের দিকে থাকা, এই সবগুলি থেকে চোখ ঘোরাতে ধর্মীয় মেরুকরণ, এই বিষাক্ত পরিবেশ দেশে তৈরি হয়েছে। সেখান থেকে আমাদের ফেরার লড়াই। সেই লড়াই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেনাপতিত্বে বাংলা থেকে শুরু হবে। তার জন্যই আমরা গোটা রাজ্যে জোরদার লড়াই করছি। দমদম লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সৌগত রায়ের মনোনয়ন পত্র জমা দিতে এসে এমনই মন্তব্য করেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। এদিন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যও উপস্থিত ছিলেন। সন্দেশখালি প্রসঙ্গে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, আমরা কারুর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছি না। তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে, মহিলাদের বিরুদ্ধে, মেয়েদের সম্মান নিয়ে খেলা করছে বিজেপি। আমরা কারোও সম্মানহানি করছি না। যে ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সেখানে বিজেপি নেতা গঙ্গাধর কয়াল নিজেই বলেছেন, ধর্ষণের ঘটনা ভুয়ো। প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই ভিডিও নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি, সেটা সম্পূর্ণ তাদের ব্যাপার। সন্দেশখালিতে সে মহিলাদের সম্মান নিয়ে খেলা করা হয়েছে সেটা পরিষ্কার। সন্দেশখালির অন্যান্য ঘটনার সঙ্গে মহিলাদের সম্মান জড়িয়ে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। আমি হাতজোড় করে বলব, মহিলাদের সম্মানের ঘটনার সঙ্গে অন্যন্য ঘটনা জড়িয়ে ফেলা ঠিক হবে না। সেখানেই যেই অন্যায় করুন তারই সাজা হোক এটা পরিষ্কার করে দিয়েছেন আমাদের দলনেত্রী। মহিলাদের সম্মান নিয়ে যারা খেলা করে আমরা তাদের বিরুদ্ধে। তারা বাংলার বিরুদ্ধে। তাই তারা বাংলা বিরোধী।

গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: সন্তান না হওয়ায় প্রথম পক্ষের স্ত্রীকে ছেড়ে দ্বিতীয় বিয়ে করেছিল স্বামী। আর এই ঘটনার পরেই গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হলেন প্রথম পক্ষের স্ত্রী। শুক্রবার সকালে মানিকচক থানার মথুরাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মুটোলা এলাকার একটি আমবাগান থেকে ওই গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। মৃতদেহটি উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত গৃহবধূর নাম রুবি মণ্ডল (৩০)। নয় বছর আগে বিয়ে হয়েছিল মানিকচকের কর্মুটোলা এলাকায় শ্রীকান্ত মণ্ডলের সঙ্গে। বিয়ের দীর্ঘ দিন পরেও ওই গৃহবধূ মা হতে পারছিলেন না বলে তার স্বামী অন্যত্র বিয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। কয়েক মাস আগে বিয়ে করে ফেলে শ্রীকান্ত মণ্ডল। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সঙ্গে শুরু হয় প্রথম পক্ষের স্ত্রীর নানা বিষয় নিয়ে বচসা। এদিন বাড়ির পাশের একটি আমগাছ থেকেই রুবি মণ্ডলের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। মৃত গৃহবধূর পরিবারের অভিযোগ, সন্তান না হওয়ার কারণে জামাই শ্রীকান্ত মণ্ডল প্রথম পক্ষের স্ত্রীকে মারধর করত। এরপরই দ্বিতীয় বিয়ে করে সে। অবশেষে মানসিক অবসাদগ্রস্ত হয়ে রুবি মণ্ডল আত্মঘাতী হয়। এই ঘটনায় মৃতের পরিবার শ্রীকান্ত মণ্ডলের বিরুদ্ধে মানিকচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

প্রবল জলাভাবের দাবিতে প্রতিবাদে হাঁড়ি-কলসি নিয়ে অবরোধ মহিলাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: গ্রামে রয়েছে নলবাহিত পানীয় জলের ব্যবস্থা। কিন্তু সেই নল দিয়ে মাসের পর মাস মেলে না জল! এই অবস্থায় গ্রামজুড়ে শুধু পানীয় জল নয়, গৃহস্থালির ব্যবহারের জলেরও তীব্র সঙ্কট দেখা দিয়েছে বলে দাবি। এই পরিস্থিতিতে গ্রামে জল সরবরাহ স্বাভাবিক করা অথবা বিকল্প ব্যবস্থার দাবিতে রাস্তায় হাঁড়ি-কলসি নামিয়ে পথ অবরোধ করলেন গ্রামের মহিলারা। ঘটনা বাঁকুড়ার শালতোড়া ব্লকের সাতদেউলি গ্রামের।

বাঁকুড়ার শালতোড়া ব্লক এমনিতেই খরাপ্রবণ। এই ব্লকে ফি গ্রীষ্মে দেখা দেয় প্রবল জলকষ্ট। ব্লকের জলকষ্ট মেটাতে কোটি কোটি টাকা খরচ করে পাইপ লাইন বসানো হয়। পাইপ লাইন বসিয়ে বাড়ি বাড়ি জলের সংযোগ দেওয়া হয় শালতোড়া ব্লকের সাতদেউলি গ্রামেও। কিন্তু সেই পাইপ লাইন দিয়ে জল মেলে না বলে অভিযোগ। গ্রামবাসীদের দাবি, হাজার আবেদন নিবেদনে শেষ পর্যন্ত ট্যাঙ্কারে করে গ্রামে জল সরবরাহের উদ্যোগ নেয় প্রশাসন। সম্প্রতি সেই ট্যাঙ্কার পাঠানোর বিষয়টিও অনিয়মিত হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে ফের প্রবল জলসঙ্কটের মুখে পড়ে গোটা সাত দেউলি গ্রাম। হাতে গোনা কিছু পারিবারিক কুয়োর জলেই আপাতত তেষ্টা মিটছে গোটা গ্রামের।

কিন্তু এভাবে আর কতদিন? কবে নলবাহিত পানীয় জল সরবরাহ স্বাভাবিক হবে? জলসঙ্কট আরও কতটা তীব্র হলে তবে টনক নড়বে

প্রশাসনের এমনই হাজারো প্রশ্ন নিয়ে শুক্রবার স্থানীয় শালতোড়া মেজিয়া রাজ্য সড়কের পাবড়া মোড়ে এসে হাজির হন স্থানীয় মহিলারা। রাস্তায় হাঁড়ি-কলসি নামিয়ে চলতে থাকে বিক্ষোভ। এই বিক্ষোভের জেরে অবরুদ্ধ হয়ে যায় গুরুত্বপূর্ণ ওই রাজ্য সড়ক। পুলিশ ও প্রশাসনের অনুরোধেও আন্দোলনের বরফ গলেনি।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, কোনও শুকনো প্রতিশ্রুতি নয়, আগে জল তারপর অন্যকিছু। দীর্ঘ কয়েক ঘন্টা পর পুলিশ ও স্থানীয় ব্লক প্রশাসনের তরফে গ্রামে পানীয় জলের ট্যাঙ্কার পাঠানো হলে স্বাভাবিক হয় পরিস্থিতি এবং প্রতিনিয়ত দু'বেলা পানীয় জল সরবরাহ করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় ব্লক প্রশাসনের তরফে।

রাস্তার দাবিতে পোস্টারে ভোট বয়কটের ডাক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্বস্থলী থানার অন্তর্গত মেড়তলা পঞ্চায়েতের দেবনগর গ্রামের বাসিন্দারা গ্রামে রাস্তা না থাকার অভিযোগে বিভিন্ন অংশে পোস্টার লাগিয়ে ভোট বয়কটের ডাক দিলেন। গ্রামের বিভিন্ন অংশে দেবনগর ২২৩ নম্বর বুথের সকল গ্রামবাসী ভোট বয়কটের ডাক দেন।

গ্রামবাসীদের দাবি, গ্রামে বসতি স্থাপন হওয়ার পর থেকে গ্রামে নেই কোনও রাস্তা। স্বভাবতই আলপথে গ্রামের মধ্যে দিয়ে করতে হয় যাতায়াত। অন্যের জমির ওপর দিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে মাঝে মাঝেই সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় গ্রামের মানুষকে। আর তার ওপর ওই রাস্তার পাশ দিয়ে ফাঁকা বিভিন্ন জমিতে রাতের অন্ধকারে মাটি কেটে নিয়ে চলে যাচ্ছে মাটি মাফিয়ারা। যার ফলে রাস্তার অবস্থা হয়েছে আরও বেহাল। প্রতিদিনই এই রাস্তা দিয়ে যেতে গিয়ে ছোট-বড় দুর্ঘটনার মধ্যে পড়তে হচ্ছে স্কুল ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে গ্রামবাসীদের। পঞ্চায়েত ভোট থেকে শুরু করে, বিধানসভা ভোটের সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের রাস্তার কথা বললে,

মিলেছে প্রতিশ্রুতি। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি বলে অভিযোগ। আর সেই কারণেই প্রায় ৩৭০ এর ওপর এই এলাকায় থাকা ভোটার ভোট বয়কটে সামিল হয়েছে। রাস্তা তৈরি না হলে তাঁরা লোকসভা নির্বাচনে কোনও মতেই এবার ভোট দেবেন না বলে দাবি এলাকাবাসীদের। শুধু রাস্তা খারাপই নয়, এলাকায় ঠিক মতো নেই জল, পারাপারের জন্য পর্যাপ্ত নৌকো সহ রয়েছে একাধিক সমস্যা। এলাকাবাসীদের দাবি, দেবনগর থেকে শংকরপুর ঘাট, অপর দিকে দেবনগর থেকে মেড়তলা ঘাট এই রাস্তা দুইটি অবিলম্বে তৈরি করতে হবে। তা না হলে তারা কোন রকম ভাবে ভোটদানে অংশগ্রহণ করবে না। স্বভাবতই ভোট বয়কটের মতন সিদ্ধান্তে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি কার্যত অস্বস্তিতে পড়েছে।

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

আইএনএস স্বীকৃত বিজ্ঞাপন সংস্থাসমূহ লক্ষ্য করুন

জনসংযোগ কার্যাবলীর (পিআর) জন্য মেট্রো রেলওয়েতে তালিকাভুক্তির উদ্দেশ্যে আইএনএস স্বীকৃত বিজ্ঞাপন সংস্থাসমূহের থেকে আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নামঃ** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতায় বিজ্ঞাপন সংস্থাসমূহের তালিকাভুক্তিকরণ। **বায়নামূল্য জমা করতে হবেঃ** ১,০০,০০০ টাকা (এক লক্ষ টাকা মাত্র)। **আবেদনপত্রের মূল্যঃ** ৫,৯০০ টাকা (১৮% জিএসটি সহ) (অফেরৎযোগ্য)। **আবেদনপত্র ডাউনলোড করার শেষ তারিখঃ** ১০.০৬.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা পর্যন্ত। **আবেদনপত্র জমা করার শেষ তারিখঃ** ১০.০৬.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টে পর্যন্ত। **আবেদনপত্র খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ১০.০৬.২০২৪ তারিখ বিকেল ৪টে থেকে। সকল বিস্তারিত বিবরণ ওয়েবসাইট **www.mtp.indianrailways.gov.in (NEWS AND RECRUITMENT> Empanelment of Advertising Agencies)** থেকে পাওয়া যাবে। **আবেদনপত্র জমা করার স্থানঃ** মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক, মেট্রো রেলওয়ে, ৩৩/১, জে.এল. নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১-কে সম্বোধন করে সিল করা খামে আবেদনপত্র মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক-এর অফিস, মেট্রো রেল ভবন, ৩৩/১, জে.এল. নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১ ঠিকানায় জমা করতে হবে।

বিজ্ঞপ্তি নং. এমআর/পিআর/জি/৭৫/এমপ্যানেলমেন্ট/২০২৪

মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক

আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

ফর্ম জি

আরকেডিএস এক্সপোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড সিমেন্ট আমদানি রপ্তানি, ব্লাস্ট ফারনেস স্ল্যাগ, ক্লিংকার, পাথর এবং স্যানিটারি ওয়্যারস ব্যবসায় নিযুক্ত, ১০০এ, এন.এস.সি. বোস রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৪০-আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান

(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

ক্রম	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	প্যান/সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	আরকেডিএস এক্সপোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড PAN : AAFCM9369J CIN : U51909WB2007PTC120815
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	১০০এ, এন.এস.সি. বোস রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৪০
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	প্রযোজ্য নয়
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ) দ্রব্যাদি পরিচালনার জন্য বুলকার
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	প্রাপ্ত নয়
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	২০২২-২৩ আর্থিক বর্ষের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী টার্নওভার ৫১৬.৯০ লাখ টাকা
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	কোনও তথ্য নেই
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী	বিস্তারিত পাওয়া যাবে সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীর কাছ থেকে ইমেল মাধ্যমে অনুরোধ পাঠিয়ে cirp.rkdsexports@gmail.com এবং আইবিবিআই-এর ওয়েবসাইট https://ibbi.gov.in/en/claims/corporate-personals
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২)(এইচ) অধীনে	আগ্রহ প্রকাশক নথিতথ্যাদিতে উপযুক্ততার বিস্তারিত পাওয়া যাবে, cirp.rkdsexports@gmail.com ইমেল পাঠিয়ে
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	২৭ মে ২০২৪
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	২৮ মে ২০২৪
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	২ জুন ২০২৪
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	৫ জুন ২০২৪
১৪.	মেমোর্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	৭ জুন ২০২৪
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	৭ জুলাই ২০২৪
১৬.	ইওআই দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	cirp.rkdsexports@gmail.com

স্বা/- জীতেন্দ্র লোহিয়া
প্রস্তাবক পেশাদার
রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P00170/2017-2018/10339
এএফএ নং AA1/10339/02/101224/106527, বৈধ ১০.১২.২০২৪ পর্যন্ত
২/৭ শরৎ বোস রোড, বসুন্ধরা বিল্ডিং, ৩য় তল, কলকাতা -৭০০০২০
আরকেডিএস এক্সপোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে

তারিখ : ১১.০৫.২০২৪
স্থান : কলকাতা

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড
AXIS FINANCE
(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

Ref. No. AFL/CO/2023-24/Legal/Dec/82 তারিখ : ০৯.০৫.২০২৪

কোনও প্রতিবন্ধকতা ব্যতীতই স্পিড পোস্ট/রেজিস্টার্ড এ.ডি./ইমেল/হোয়াটঅ্যাপ মাধ্যমে
বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
(২০০২ সালের (সারফেসি আইন) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এর সংস্থান অধীনে)।

প্রতি,

১	মেসার্স বিষ্ণুধাম এজেন্সিজ প্রাইভেট লিমিটেড, রেজিস্টার্ড ঠিকানা : ৭১২/১, ডা. এম এন সাহা রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৭৪।	২	সত্য প্রকাশ শর্মা (সহ ঋণগ্রহীতা), ৮/১/এ/১, আরবিসি রোড, রিষড়া হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ -৭১২২৪৮।
৩	কাবেরী শর্মা (সহ ঋণগ্রহীতা) ৮/১/এ/১, আরবিসি রোড, রিষড়া হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ -৭১২২৪৮।	৪	জয়ন্ত মন্ডল (সহ ঋণগ্রহীতা) পিতা প্রফুল্ল মন্ডল এবং অনিতা মন্ডল, সেবক সংঘ ক্লাবের নিকট, মুফতিপাড়া, বামনগাছি, উত্তর ২৪ পরগনা, বারাসত, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩২৪৮।

রেফা : জামিনদত্ত সম্পদ "যেখানে যেমন এবং যা আছে ভিত্তিতে" বিক্রি (২০০২ সালের (সারফেসি আইন) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে)।
বিষয় : ই-সাধারণ নিলাম তথা বিক্রয় নোটিশ জামিনদত্ত সম্পদ(সমূহের)
প্রিয় মহাশয়/মহাশয়া,

আপনাদের অবগতির জন্য সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আপনারা ৫ মে ২০২৪ তারিখের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া **১,৪৩,০০,২৭২ (এক কোটি তেতাল্লিশ লাখ দুশো বাহাত্তর টাকা) টাকা** আদায় দিতে পারেন (পরিমাণ বকেয়া ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে ইস্যুকৃত দাবি নোটিশ অনুযায়ী সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারার সংস্থান অধীনে-৯৪,২২,৮২৪ (চুরানব্বই লাখ বাইশ হাজার আটশো চব্বিশ টাকা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ চুক্তি মোতাবেক হারে, খোলাপি/জরিমানা সুদ এবং অন্যান্য চার্জ ইত্যাদি সহ সমুদয় উশুল/আদায় সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পদ(সমূহ) সাধারণ নিলাম মাধ্যমে, ডাক আহ্বান, টেন্ডার সাধারণের কাছ থেকে বা ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে।

অনুগ্রহ করে আরও অবগত হোন জামিনদত্ত সম্পদ সাধারণ নিলামে, সাধারণের কাছ থেকে টেন্ডার ডাক আহ্বানের বা ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে বিক্রির জন্য নোটিশ প্রকাশের পূর্বে সমুদয় বকেয়া, ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি আদায় না দিলে জামিনদত্ত সম্পদ(সমূহ) উদ্ধার করতে পারবেন না।

সুতরাং অনুগ্রহ করে অবগত হোন যে, অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেডের নিকট বন্ধকদত্ত জামিন সম্পদসমূহ আরও বিস্তারিতভাবে "**তপশিল-১**" বর্ণিত মতে সাধারণ ই-নিলামে বিক্রি করা হবে **১৪ জুন ২০২৪** তারিখে **https://sarfaesi.auctiontiger.net/EPROC/** মাধ্যমে **বেলা ১১টা থেকে** শুরু করে। আরও বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে সংবাদ পত্রে প্রকাশিত নোটিশ এবং ওয়েবসাইট : **https://sarfaesi.auctiontiger.net/EPROC/** এবং **www.axisfinance.com** দেখুন।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড

তপশিল -১
স্থাবর জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ **দোকান ঘর নং ১এ,** পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৫১৫.৬ বর্গফুট, কমবেশি, ২য়তলে, বহুতল ভবনে পরিচিত "**ওম প্লাজা**" নির্মিত জমির পরিমাণ ৫ কাঠা ১২ ছটাক ৩২ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত মৌজা : কোন্নগর এবং সিএস এবং আরএস দাগ নং ১২০৫ এবং ১২০৫/১৪৬৭, সিএস খতিয়ান নং ৮১৭, আরএস খতিয়ান নং ৮২৪/১, এলআর দাগ নং ১৬১৫ এবং ১৬১৬, এলআর খতিয়ান নং ১৩৪২৯, জেএল নং ৭, পুরসভা হোল্ডিং নং ১৫৪, ইন্দিরা গান্ধি রোড, **কোন্নগর পুরসভার ওয়ার্ড নং ৯ ("কোন্নগর মার্কেট")** অধীন থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি।
সম্পত্তির চৌহদ্দি :
পূর্বে : সিএস দাগ নং ১২২২
পশ্চিমে : সিএস দাগ নং ১২০৫
উত্তরে : সিএস দাগ নং ১২০৫
দক্ষিণে: মোবাইল স্টোর
সম্পত্তি রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর উত্তরপাড়া এবং নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬২১-২০১৭, পৃষ্ঠা ১০৪৮৯৮ থেকে ১০৪৯২১, দলিল নং ০৬২১০৩৮৮৬-২০১৭ সালের, হস্তান্তর রেজিস্ট্রিকৃত দলি তারিখ ১৪.১২.২০১৭ সহ।

তপশিল -২
ই-নিলামের বিস্তারিত

সম্পত্তিসমূহের বিবরণ	তপশিল - I অনুযায়ী
ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	১৪.০৬.২০২৪ তারিখ সময় : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত প্রতিটির ক্ষেত্রে ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ
ডাক জমা দেবার তারিখ এবং সময়	১২.০৬.২০২৪ তারিখ বিকাল ৪টের মধ্যে

সংরক্ষিত মূল্য : ১,১৩,৬৪,৭৫০ টাকা (এক কোটি তেরো লাখ চৌষট্টি হাজার সাতশ পঞ্চাশ টাকা)
*সংশ্লিষ্ট মূল্যের নীচে ফ্ল্যাট/সম্পত্তিসমূহ বিক্রয় করা হবে না
বায়না জমা দাখিল (আরপি-র ১০ শতাংশ) : **১১,৩৬,৪৭৫ টাকা (এগার লাখ ছত্রিশ হাজার চারশ পঁচাত্তর টাকা)**
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ : ১,০০,০০০ টাকা (এক লাখ টাকা)
যোগাযোগের ব্যক্তির বিস্তারিত এবং মোবাইল নং : শ্রী স্বপ্নীল তিওয়ারি ৯৮২০০৬৩২০৮
শ্রী সার্থক শর্মা

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল-১১-২৪, তারিখ ০৯.০৫.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ আর্থিকভাবে নিম্নলিখিত কাজ সম্পূর্ণ সম্পাদন করার জন্য সমর্থ এবং বৈধ ইলেক্ট্রিক কন্ট্রাক্টর লাইসেন্স আছে এরূপ নামী টেন্ডারদাতাদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **কাজের নাম ও তার অবস্থান ঃ** আসানসোল ডিভিসনঃ (ক) লিফটের কাজের জন্য সুগম্য ভারত-এর অধীনে আসানসোলের ডিআরএম বিল্ডিং-এ লিফটের সংস্থান। (খ) আসানসোল ডিভিসনঃ পাওয়ার সাপ্লাই কাজের জন্য সুগম্য ভারত-এর অধীনে আসানসোল ডিআরএম বিল্ডিং-এ লিফটের সংস্থান। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১৭,৫৮,৭৩৭.৪২ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৩৫,২০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **বন্ধের এবং খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ০৫.০৬.২০২৪ তারিখে বেলা ১১টা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ০৬ মাস। রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ দেখা যাবে।

(ASN-46/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের কনসোলিডেটেড নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(₹ লক্ষ -তে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			সমাপ্ত বর্ষ	
	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	
	৩১.০৩.২০২৪	৩১.১২.২০২৩	৩১.০৩.২০২৩	৩১.০৩.২০২৪	৩১.০৩.২০২৩
কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৮,৪৬৬.৭৭	১৯,২৬৩.৯৪	১৮,৭৯৩.০১	৭৪,৬১৮.০৩	৬৫,৭৩৪.০৭
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব	৬৮৫.৫৮	৫৪৩.১৬	৯১৩.৩৫	১৪৯০.৯৩	১,১৭৬.৬৩
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী	৫০৫.৯০	৪০৪.৫৮	৭৭৩.৯৩	১,১২৩.৭১	৯৩৫.৮৯
মোট ব্যাপক আয় [কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) এবং করের পরে অন্যান্য ব্যাপক আয়]	৫১৯.৭৩	৪০২.৩৫	৭৬৪.০২	১,১৫৪.৮৫	১,০৬০.২৮
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৭৪২.৬৯	৬৫৫.৩৪	৬৫৫.৩৪	৭৪২.৬৯	৬৫৫.৩৪
শেয়ার প্রতি আয় (১/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) :					
(ক) মৌলিক	০.৭৫	০.৬২	১.১৮	১.৬৭	১.৪৩
(খ) মিশ্রিত	০.৭৫	০.৬২	১.১৮	১.৬৭	১.৪৩

স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের মুখ্য সংখ্যা :	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	
কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৮,৪৩৯.৩১	১৯,২৬০.৮৭	১৮,৭৭৫.৪৯	৭৪,৫৭৯.৭৫	৬৫,৬৮৩.১১
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব	৭০৪.৭০	৫৪৯.৯৯	৪৪৭.২১	১,৫৩০.৯৭	৭৪২.৭৮
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী	৫২৫.০২	৪১১.৪১	৩০৭.৭৯	১,১৬৩.৭৫	৫০২.০৪

দ্রষ্টব্য:
(ক) সহায়ক সংস্থা মানাকসিয়া ইন্টারন্যাশনাল এফজেডই এবং জেপিএ স্ন্যাকস প্রাইভেট লিমিটেড সহ মানাকসিয়া কোটেড মেটালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের জন্য স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের সাথে একীভূত অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১০ মে, ২০২৪ তারিখে বোর্ড দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে।
(খ) উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশনস ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। সম্পূর্ণ ফলাফল স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.nseindia.com এবং www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১০ মে, ২০২৪

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
মানাকসিয়া কোটেড মেটালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
সুশীল কুমার আগরওয়াল
DIN: 00091793

কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার : L27100WB2010PLC144409
রেজিস্টার্ড অফিস : ৮/১, লালবাজার স্ট্রিট, বিকানির বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১
ই-মেল : info@mcmil.in । ওয়েবসাইট : www.manaksiacoatedmetals.com । ফোন : +৯১-৩৩-২২৪৩ ৫০৫৩ / ৫০৫৪

রেলমন্ত্রীর সভাস্থলের কাছে বহু প্রশ্নে ব্যানার পোস্টার তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: শুক্রবার খড়গপুর শহরের ধ্যানসিং ময়দানে মেদিনীপুর লোকসভার বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পালের সমর্থনে সভা করেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। সভার আগে দুপুরে লাগোয়া এলাকা ছেয়ে যায় তৃণমূলের পোস্টার, ব্যানারে। রেল এলাকায় বেহাল রাস্তা সংস্কার হচ্ছে না কেন? রেল কলোনি উচ্ছেদ কার স্বার্থে, বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে কেন? বছরের পর বছর রেল আবাসন সংস্কারের কাজ হয়নি কেন? পোস্টার, ব্যানারে সেইসব প্রশ্ন তোলা হয়।

দুপুরে এসব ব্যানার, পোস্টার লাগানোকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের বচসা বাধে। ধস্তাধস্তি শুরু হয় বলে অভিযোগ। পুলিশ এসে পরিস্থিতির সামাল দেয়। বিজেপি নেতা রমাপ্রসাদ গিরি জানান, এটা অন্যায়। রেলমন্ত্রীর সভাস্থলের সামনে এভাবে ব্যানার, পোস্টার দেওয়া যায় না। খড়্গপুর পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান তৃণমূল নেতা প্রদীপ সরকার জানান, তাঁরা মানুষের দাবি তুলে ধরেছেন। এতে অন্যায়ের কিছু নেই। আর কারও অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

এদিন রেলমন্ত্রীর পুরো বক্তব্য ছিল মোদিময়। তিনি বলেন, 'গত দশ বছরে ভারতীয় রেলের যা উন্নতি হয়েছে, যত দূরপাল্লার ট্রেন, লোকাল ট্রেন থেকে বুলেট ট্রেনের মতো বন্দে ভারত ট্রেন চালু হয়েছে তা একটা নজির। কংগ্রেসের ৫০ বছর রাজত্বে রেলের কোনও উন্নয়ন হয়নি। তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাংলার পিছিয়ে পড়ার জন্য দায়ী করেন। পরিবারতন্ত্রের কথা বলেন। অপরদিকে মোদি দেশের কথা ভাবেন। দেশের মানুষের জন্য কাজ করেন। মোদিজি পরিবারের উন্নতির কথা ভাবেন না।'

বধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু, খুনের অভিযোগ শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য পাণ্ডবেশ্বরে। ,খুনের অভিযোগ উঠল শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, ২০০৪ সালে বীরভূমের সদাইপুর থানার অন্তর্গত দুর্লভপুর গ্রামের বাসিন্দা জরিনা বিবির সঙ্গে পাণ্ডবেশ্বর থানার অন্তর্গত নিমসা গ্রামের শেখ মইনউদ্দিনের বিয়ে হয়। মৃতার দাদা শেখ নুরেল অভিযোগ করেন, তাঁদের দাম্পত্য জীবন একবছর ভালো চললেও তারপর থেকে শারীরিক মানসিক

ভাবে অত্যাচার চালাতেন শ্বশুর বাড়ির লোকজন।

বৃহস্পতিবার দুপুর নাগাদ মৃতার দাদা শেখ নুরেলের কাছে ফোন আসে তাঁর বোন গলায় ফাঁস লাগিয়েছেন, ঠিক তার কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর বোনের মৃত্যু হয়েছে এই খবর পান তিনি। এই খবর পাওয়া মাত্রই তিনি পাণ্ডবেশ্বর থানার নিমসা গ্রামে পৌঁছন, খবর দেওয়া হয় পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশকে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা নাগাদ দেহ উদ্ধার করে নিয়ে আসে পুলিশ। শুক্রবার সকালে থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ লিখিত অভিযোগ পেয়ে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে। ময়না তদন্তের পরই জানা যাবে আসল মৃত্যুর কারণ। গোটা ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশ।

যুনিয়ন বैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

(A Govt. of India Undertaking)

রিজিওনাল অফিস, দুর্গাপুর

বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩, সিটি সেন্টার

দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩ ২১৬

টেলি : ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন নোটিস

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ -এর রুল ৮(৬) শর্তাধীনে অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিস।

এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণ ও বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিসমূহ যা **সুরক্ষিত ক্রেডিটর** -এর কাছে মর্টগেজ / চার্জ করা আছে তার বাস্তবিক /প্রতীকী দখল নিয়েছেন **ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক সুরক্ষিত, ক্রেডিটর হিসাবে, সেইসকল সম্পত্তিসমূহ **"যেখানে যা আছে", "যেখানে যা কিছু আছে", "সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে আগামী **২৯.০৫.২০২৪** তারিখ **@ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা** বিক্রয় করা হবে নিম্নবর্ণিত অর্থাঙ্ক উদ্ধারের জন্য সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টসমূহ হতে যা ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণের কাছ থেকে ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া সুরক্ষিত ক্রেডিটরের পাওনা রয়েছে নিম্নলিখিত সুরক্ষিত ক্রেডিটর এবং জামিনদারগণের নিজ নিজ পাওনা। প্রতিটি সুরক্ষিত সম্পত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না রাশি জমার অর্থাঙ্ক উল্লেখ করা আছে। ওয়েব পোর্টালের দেওয়া ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম থেকে নিম্নস্বাক্ষরকারীর মাধ্যমে বিক্রয় সংঘটিত হবে। প্রতিটি সম্পত্তির জন্য বিড বর্ধিত মূল্য হবে ১০,০০০/- টাকা। বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট www.mstcecommerce.com এবং www.unionbankofindia.co.in - দেওয়া লিংক দেখুন।

অকশনের তারিখ ও সময় : ২৯.০৫.২০২৪ @ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা

বিড/ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ২৮.০৫.২০২৪, বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত

ইএমডি জমা দেওয়ার পদ্ধতি : বিডার তার এমএসটিসি ওয়ালেটে তার ইএমডি অর্থাঙ্ক জমা করবেন

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম, শাখা, সম্পত্তির বিবরণ এবং বন্ধকদাতা	১. সংরক্ষিত মূল্য ২. বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) অকশনের তারিখ ও সময়- ২৯.০৫.২০২৪ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা। বিড/ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ - ২৮.০৫.২০২৪	মোট বকেয়া ০৬.০৫.২০২৪ অনুযায়ী। (সহ অ্যাকাউন্ট বন্ধ হওয়া পর্যন্ত তদুপরি সুদ এবং খরচ)	ক. দ্বায়বদ্ধতা খ. দখলের অবস্থা
১.	**ঋণগ্রহীতার নাম : মেসার্স সাজী বাবা গ্রেনস প্রাঃ লিঃ** **শাখা: বর্ধমান (১২৬২১)** **সম্পত্তি:** গ্রাম এবং পোস্ট- -উখরিদ, জেএল নং ৪০, এলআর খতিয়ান নং ৩৫৫৮, এলআর প্লট নং ১১৭৭, ১২৮৩, ১২৮৪, ১২৮৫,১২৮৬,১২৮৮, ১২৯৩, ১২৪১ -তে জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, জমির মোট পরিমাপ ১.২৮ একর বা ১২৮ শতক জমি বাস্তুর অধীনে, ৭ শতক জমি রাইস মিলের অধীনে, ২২ শতক জমি পোল্ট্রির অধীনে এবং ২০ শতক গোডাউন প্রকৃতির এবং জমিটি উখরিদ গ্রাম পঞ্চায়েত মধ্যে আছে ও কারখানা ভবন এবং সিজিআই ধানের চালা, বয়লার সেকশন, ড্রায়ার, চিমনি, খড়ের শেড বিল্ডিং, আরসিসি সিলো, সিজিআই প্লান্ট ও রাইস শেড, অ্যাশ রুম, আরসিসি ইলেকট্রিক রুম, জলাশয়, সিজিআই শেড হাস্ক, ওজন ব্রিজ প্ল্যাটফর্ম, সীমানা প্রাচীর। **যোগাযোগের ব্যক্তি: প্রসেনজিৎ সরকার : ৭০৬৪৫৮৯৯৩০**	১. ১,১৮,৬২,০০০.০০ টাকা ২. ১১,৮৬,২০০.০০ টাকা	১০,৪৭,৯৩,৪৫২.০০ টাকা (দশ কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ তিরানব্বই হাজার চারশত বাহান্ন টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. বাস্তবিক দখল
২.	**ঋণগ্রহীতার নাম: ভি.এন. মার্কেটিং প্রাঃ লিঃ** **শাখা- রহমানিয়া হাই স্কুল** **সম্পত্তি:** শ্রী অপরেশ ঘোষ পিতা- সমরেন্দ্র নাথ ঘোষ এর নামে স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার আরএস প্লট নং-৩০১১, আরএস খতিয়ান নং-৪, জেএল নং-২০, মৌজা- আসানসোল পৌরসভা, ধর্মপল্লী, ধর্মপল্লী ফুটবল মাঠের কাছে। **সীমানা:** উত্তর- ১৬' চওড়া রাস্তা, দক্ষিণ- প্রিয়রঞ্জন মুখার্জির সম্পত্তি, পূর্ব- ৫' চওড়া রাস্তা, পশ্চিম- অমরেশ ঘোষের অংশ দ্বারা। **যোগাযোগের ব্যক্তি- রাকেশ গুপ্তা- ৬২৬৫০৫৯৮৬৭**	১. ৫১,৭৩,০০০.০০ টাকা ২. ৫,১৭,৩০০.০০ টাকা	৪৩,১৫,০৮৭.০০ টাকা (তেতাল্লিশ লক্ষ পনেরো হাজার সাতাশি টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৩.	**ঋণগ্রহীতার নাম : সুমন এজেন্সি** **শাখা- বর্ধমান (১২৬২১)** **সম্পত্তি- ১.** মৌজা বালিডাঙ্গা, জেএল নং ৩৫, খতিয়ান নং. ২১২, সিএস দাগ নং. ৮২৯, ১৫ নং ওয়ার্ডের অধীনে প্রথমতলায় অবস্থিত বাণিজ্যিক দোকানের প্রকৃতির স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, জেলা-বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রী সুবীর দাস এর নামে বিক্রয় দলিল নং ১২২৯৩, পরিমাপ ১৩৫ বর্গফুট। ২. মৌজা, বালিডাঙ্গা জেএল নং ৩৫, খতিয়ান নং. ২১২, সিএস দাগ নং. ৮২৯, ১৫ নং (পুরানো) ওয়ার্ডের অধীনে প্রথমতলায় অবস্থিত বাণিজ্যিক দোকানের প্রকৃতির স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। জেলা-বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রী সুবীরের দাস এর নামে বিক্রয় দলিল নং ১২৬৬৭, পরিমাপ ১৩৫ বর্গফুট। পরিবেষ্টিত- উত্তর- মালিকের দোকান, দক্ষিণ- কার্তিক চন্দ্র দে-এর দোকান, পূর্ব- বড়নীলপুর বাজার, পশ্চিম- কমন প্যাসেজ। **যোগাযোগ ব্যক্তি: শ্রী প্রসেনজিৎ সরকার: ৭০৬৩৫৮৯৯৩০**	১. ১৮,৬৩,০০০.০০ টাকা ২. ১,৮৬,৩০০.০০ টাকা	২০,৩৬,৫১৩.০০ টাকা (কুড়ি লক্ষ ছত্রিশ হাজার পাঁচশত তেরো টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৪.	**ঋণগ্রহীতার নাম : তামান্না জুয়েলারি ওয়ার্কস** **শাখা- পুলিশ লাইন, বর্ধমান** **১. সম্পত্তি-** স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং ৭৫, এলআর খতিয়ান নং ১২, আরএসও এলআর প্লট নং ৭৩৩, বাস্তু এলাকা- ৩.৪১৬ ডেসিমেল এবং আরএস ও এলআর প্লট নং ৭৩৪ এলাকা ১.৬৬ ডেসিমেল বরাবর **নাসিরুদ্দিন মণ্ডলের নামে** দুই তলা পাকা বিল্ডিং এবং এটি **পরিবেষ্টিত:** উত্তরে - মসাবুরান্দ সাদরেয়া আলম মন্ডল এর বাড়ি, দক্ষিণ- আবুদুর রহিমের খালি জমি, দক্ষিণ- ৬ ফুট চওড়া সাধারণ পথ এবং চাঁদের ঘর এবং; ২. স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং জেএল নং ৭৫, এলআর খতিয়ান নং ৮৫৯ এবং ৮৫৮, আরএস ও এলআর প্লট নং ৭৩৩ বাস্তু এরিয়া ০১ ডেসিমেল দুই তলা পাকাবিল্ডিং সহ **নাসিরুদ্দিন মন্ডল এবং সাহাবুদ্দিন মন্ডলের নামে** দুইতলা বিল্ডিং সহ এবং এর **সীমানা:** উত্তরে - মসবুরান্দ সাদরিয়া আলম মণ্ডল এর বাড়ি, দক্ষিণ- আবদুর রহিমের খালি জমি, পূর্ব- ৬ ফুট চওড়া পথ ও চাঁদের বাড়ি; মোট এলাকা ৬.০৭৬ ডেসিমেল কিন্তু নির্মাণ এলাকা হল ১৭১৬ বর্গফুট- সাগরাই গ্রাম পঞ্চায়েত মৌজা- কেউদিয়া থানা-খণ্ডঘোষ জেলার -পূর্ব বর্ধমান অধীনে জমি। **যোগাযোগের ব্যক্তি- শ্রী সঞ্জয় এস. টুডু- ৭৯০৫৯৫৫৮৬৯**	১. ২৯,৮২,০০০.০০ টাকা ২. ২,৯৮,২০০.০০ টাকা	৪৮,৯৯,৯১০.০০ টাকা (আটচল্লিশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার নয়শত দশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৫.	**ঋণগ্রহীতার নাম: নূর আলী** **শাখা- রামপুরহাট শাখা** **সম্পত্তি:** মৌজা করিমপুর, জেএল নং-৫২, থানা- নলহাটি, এলআর খতিয়ান নং-২৩৬২, আরএস এবং এলআর প্লট নং- ৩৬৫, জেলা- বীরভূম এ অবস্থিত জনাব নূর আলী রেজা পিতা- মোঃ আলীর একতলা বাণিজ্যিক গোডাউন ভবন (অসম্পূর্ণ) সহ জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং এর পরিমাপ ০৭ ডেসিমেল (প্রায়)। **পরিবেষ্টিত:** উত্তর- মোঃ হাদ্দোপ আলীর বাড়ি, দক্ষিণ- নজরুল আলীর বাড়ি, পূর্ব- এনএইচ ৩৪, পশ্চিম- মারুতি স্টোরের খালি জমি দ্বারা। **যোগাযোগের ব্যক্তি- কেএসপি সিনহা-৯১২৩০৬৬৯০৪**	১. ২৬,৩৭,০০০.০০ টাকা ২. ২,৬৩,৭০০.০০ টাকা	১০,০৮,১৫৩.০০ টাকা (দশ লক্ষ আট হাজার একশত তিপ্পান্ন টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৬.	**ঋণগ্রহীতার নাম : মীর হাসনাত আলী** **শাখা- খাসপুর পীরতলা** **সম্পত্তি -** মীর হাসনাত আলী এবং মিসেস রেশমি বেগমের মালিকানাধীন সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল পরিমাপ ৬.৫ শতক, মৌজা-আর্গুনে অবস্থিত, পোস্ট- পাকুড়হাঁস, থানা- কেতুগ্রাম, জেলা- বর্ধমান বিয়ারিং জেএল নং-৪৪, খতিয়ান নং -৭২১,এলআর খতিয়ান নং-১৩১৫ও ১৩১৬, প্লট নং-১২৩৩, এলআর প্লট নং-১৩৪৮। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- পুকুর, দক্ষিণ- রাস্তা, পূর্ব- আবু বক্করের দ্বিতীয় এসটিডি বিল্ডিং, পশ্চিম- বাসু সেখের মাটির বাড়ি। **যোগাযোগ ব্যক্তি: ধ্রুবজ্যোতি সাইকিয়া: ৯৮৬৪৩৬২০৬৪**	১. ৪১,৬৬,০০০.০০ টাকা ২. ৪,১৬,০০০.০০ টাকা	১০,০৬,২৩৯.০০ টাকা (দশ লক্ষ ছয় হাজার দুইশত উনচল্লিশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৭.	**ঋণগ্রহীতা: মেসার্স এমসিএম অ্যাগ্রো,** **শাখা: পুরুলিয়া,** **সম্পত্তি:** জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং এর উপর নির্মিত বিল্ডিং,আর এস প্লট নং ৮৮৮ (পি), আর.এস. খতিয়ান নং ৭৬, জেএল নং ২৮৯/৪, মৌজা- দুলমি, এলআর খতিয়ান নং ২০৩৫, জেলা পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭২৩১০২ -তে অবস্থিত, প্রায় ৩.৬১ দশমিক পরিমাপ এবং পরিবেষ্টিত উত্তরে : অশোক মাহাতোর সম্পত্তি, দক্ষিণে : দেবাশীষ বাবুর সম্পত্তি, পূর্বে : অন্যের সম্পত্তি, এবং পশ্চিমে : ৮' প্রশস্ত রাস্তা। **যোগাযোগের ব্যক্তি: অর্জুন কুমার দাস - ৭৯৯১১৩৩২৯৬**	১. ৫০,৮৮,০০০.০০ টাকা ২. ৫,০৮,৮০০.০০ টাকা	১,০১,৯১,৮৯৯.০০ টাকা (এক কোটি এক লক্ষ একানব্বই হাজার আটশত নিরানব্বই টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৮.	**ঋণগ্রহীতার নাম: রয়্যাল বেঙ্গল সিডস প্রাইভেট লিমিটেড** **শাখা-বর্ধমান প্রধান শাখা** **সম্পত্তি :** এলআর প্লট নং- ১৭২৬, এলআর খতিয়ান নং- ১৩২, ২১২৯, জেএল নং- ১৩৬, আরএস খতিয়ান নং- ৯৫৭ গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে তাপস চৌধুরীর নামে একতলা আবাসিক বিল্ডিংয়ের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার পরিমাপ ৫ ডেসিমেল, বাস্তু শ্রেণীবদ্ধ হিসেবে, স্ব-অধিকৃত, উত্তর- তপন চৌধুরী,, দক্ষিণ- গণেশ দে, পূর্ব- পঞ্চায়েত সড়ক, পশ্চিম- আজিলকুমার চৌধুরী, দলিল নং আই-১৩২০ তারিখ- ১৪.০৩.২০০৮। **যোগাযোগের ব্যক্তি- মুন্না রাজা -৮৭০০৯০৬১৯১**	১. ১৬,১১,০০০.০০ টাকা ২. ১,৬১,১০০.০০ টাকা	৫,৬৮,৯২,৯৫২.০০ টাকা (পাঁচ কোটি আটষট্টি লক্ষ বিরানব্বই হাজার নয়শত বাহান্ন টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
	গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে এলআর, প্লট নম্বর ১৭২৭, এলআর খতিয়ান নম্বর- ১০৬,২১২৯,২১৫৯ জেএল নম্বর ১৩৬, থানা-বর্ধমান, জেলা, পূর্ব বর্ধমান, হাট গোবিন্দপুর, গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীনে তাপস চৌধুরী এবং রেখা চৌধুরীর নামে খালি জমির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, পরিমাপ ১০ ডেসিমেল, বাস্তু হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ। উত্তর- পঞ্চায়েত রাস্তা, দক্ষিণ- তপন চৌধুরী সিংহ, পূর্ব- আরতি রানী, পশ্চিম- ভেস্টেড জমি, ডিড নং আই-১৩১৭ এবং ১৩৫৮ তারিখ-০৭.০৪.২০০৮। **যোগাযোগের ব্যক্তি- মুন্না রাজা -৮৭০০৯০৬১৯১**	১. ১১,৭০,০০০.০০ টাকা ২. ১,১৭,০০০.০০ টাকা		
	গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত থানা অধীনে এলআর প্লট নং ১৪৬৯, এলআর খতিয়ান নং ২১২৯, জেএল নং ১৩৬-এ তাপস চৌধুরী এবং অপূর্ব কুমার চৌধুরীর নামে দ্বিতল ভবনের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক। জমি- ২২.০০ লক্ষ বর্ধমান, জেলা পূর্ব বর্ধমান, হাটগোবিন্দপুর, যার পরিমাপ ১১ ডেসিমেল। বাস্তু হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ, নিজের দখলে। উত্তর- শ্রীকুমার কুন্ডু, দক্ষিণ- পঞ্চানন চৌধুরী, পূর্ব- পঞ্চায়েত সড়ক, পশ্চিম- পঞ্চানন চৌধুরী। ডিড নং আই-৪৯৪১/২০২২, আই-৪৯৪২/২০২২, আই- ১৫১৮ তারিখ- ১১.০৪.২০০৮। **যোগাযোগের ব্যক্তি- মুন্না রাজা -৮৭০০৯০৬১৯১**	১. ৩২,৭৩,০০০.০০ টাকা ২. ৩,২৭,৩০০.০০ টাকা		
	রয়্যাল বেঙ্গল সিডস প্রাইভেট লিমিটেডের নামে এলআর প্লট নং ১৪২, এলআর খতিয়ান নং ২১২৯,২১৩২,২১৩৭,২১৩৪,২১৩৮ জেএল নং ১৩৬ গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে বীজ কারখানার ন্যায়সঙ্গত বন্ধক,যার থানা- বর্ধমান, জেলা- বর্ধমান। হাটগোবিন্দপুর, যার পরিমাপ ৯৫ ডেসিমেল, নিজের দখলে থাকা গোডাউন হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ। উত্তর- গোবিন্দ বড়াল ও অন্যান্যদের জমি, দক্ষিণ- দত্ত ও অন্যান্যদের জমি,পূর্ব- মোদক ও ঘোষালের জমি, পশ্চিম- ১৫ ফুট চওড়া রাস্তা। **যোগাযোগের ব্যক্তি- মুন্না রাজা -৮৭০০৯০৬১৯১**	১. ২,৮৫,১২,০০০.০০ টাকা ২. ২৮,৫১,২০০.০০ টাকা		

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম, শাখা, সম্পত্তির বিবরণ এবং বন্ধকদাতা	১. সংরক্ষিত মূল্য ২. বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) অকশনের তারিখ ও সময়- ২৯.০৫.২০২৪ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা। বিড/ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ - ২৮.০৫.২০২৪	মোট বকেয়া ০৬.০৫.২০২৪ অনুযায়ী। (সহ অ্যাকাউন্ট বন্ধ হওয়া পর্যন্ত তদুপরি সুদ এবং খরচ)	ক. দ্বায়বদ্ধতা খ. দখলের অবস্থা
৯.	**ঋণগ্রহীতার নাম: জনাব কাজীবর রহমান** **শাখা: রামপুরহাট** **সম্পত্তির বিবরণ:** রামপুরহাট মৌজায় অবস্থিত জনাব কাজীবর রহমানের মালিকানাধীন জমি এবং ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, উপহারের দলিল নং আই-৮৭২ সাল- ২০০৫, ১৪৫২ সাল- ২০১০, ৫৮১৫ সাল-২০১১, জেএল নং ৭৭, এলআর খতিয়ান নং-৬৪২৬, এলআর প্লট নং-৩২০৫, জমির পরিমাপ- ৭.০০ ডেসিমেল (কমবেশি)। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর মালতি মন্ডল, দক্ষিণ- কাজীবর রহমান, পূর্ব- মাগিবর রহমান, পশ্চিম- খালি জমি। **যোগাযোগ ব্যক্তি: কেএসপি সিনহা-৯১২৩০৬৬৯০৪**	১. ৩৮,১১,০০০.০০ টাকা ২. ৩,৮১,১০০.০০ টাকা	১২,৬৮,৮১৩.০০ টাকা (বারো লক্ষ আটষট্টি হাজার আটশত তেরো টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
১০.	**ঋণগ্রহীতার নাম : হক এন্টারপ্রাইজ** **শাখা-আঁখোনা** **সম্পত্তি -** মৌজা চাকতা, জেএল নং- ২, খ নং- ১২৬১, এলআর প্লট নং- ২৫৯২, এলআর খ.নং. -২৪০০, আঁখোনা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা কেতুগ্রাম। **আজিজুল হকের নামে** ২ শতক (প্রায়) পরিমাপের জমি ও বিদ্যমান এক তলা বাড়ির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তর- হাসনা বিবির খোলা জমি, দক্ষিণ- মালিক অন্য প্লটের খোলা জমি, পূর্ব- পঞ্চায়েত রোড, পশ্চিম- মালিক প্লটের খোলা জমি দ্বারা। **যোগাযোগের ব্যক্তি- আশিস রঞ্জন : ৮৮৭১৬৬৩৬৬২**	১. ৪,৫৪,০০০.০০ টাকা ২. ৪৫,৪০০.০০ টাকা	১০,০০,৭০৮.০০ টাকা (দশ লক্ষ সাতশত আট টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
১১.	**ঋণগ্রহীতার নাম : মেসার্স এভারগ্রীন কৃষি ভান্ডার** **শাখা: পুলিশ লাইন বর্ধমান** **সম্পত্তি:** ০.২৫ একর পরিমাপের জমি এবং বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং ১১৯, এলার খতিয়ান নং ২৯৯৯, আর.এস. এবং এল.আর. প্লট নং ৮১৯২, মৌজা - সাঁকো, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১৩ ১৪১ -এ অবস্থিত। এবং এটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর - উদ্দিন মাস্টারের সম্পত্তি, দক্ষিণ - সেখ বাদাই এর সম্পত্তি, পূর্ব - মালিকদের জমি, পশ্চিম - সেখ কাজল এর সম্পত্তি। **যোগাযোগের ব্যক্তি: শ্রী সঞ্জয় এস. টুডু - ৭৯০৫৯ ৫৫৮৬৯**	১. ৫০,৫৬,০০০.০০ টাকা ২. ৫,০৫,৬০০.০০ টাকা	৫৮,৫৯,২১৮.০০ টাকা (আটান্ন লক্ষ উনষাট হাজার দুইশত আঠারো টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
১২.	**ঋণগ্রহীতার নাম : মেসার্স দীপ হার্ডওয়্যার** **শাখা: পুলিশ লাইন বর্ধমান** **সম্পত্তি :** মৃত মোনোয়ার হোসেন এবং মৃত সেলিমা বেগম -এর নামে ১.৫ কাঠা পরিমাপের জমি ও ভবন, হুতুদেয়ান পিরতলা, পীরতলা মসজিদের কাছে, মৌজা - রায়ান, জেএল নং ৬৮, এলআর. খতিয়ান নং ৩৬৮৯ ও ৭৩২৪, প্লট নং ২০৭৬/৩৮৪৭, এল.আর. প্লট নং ২০৭৬/৩৮৪৭, রায়ান ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোস্ট - বাজেরতাপপুর, থানা - বর্ধমান, জেলা - বর্ধমান (পূর্ব), পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১৩১০১। **যোগাযোগের ব্যক্তি- শ্রী সঞ্জয় এস. টুডু - ৭৯০৫৯ ৫৫৮৬৯**	১. ২৮,৬০,০০০.০০ টাকা ২. ২,৮৬,০০০.০০ টাকা	৪৭,৬২,৫১৫.০০ টাকা (সাতচল্লিশ লক্ষ বাষট্টি হাজার পাঁচশত পনেরো টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
১৩.	**ঋণগ্রহীতার নাম : বর্ধমান কনস্ট্রাকশন** **শাখা- পুলিশ লাইন, বর্ধমান** **সম্পত্তি-** এখানে অবস্থিত জমি ও বিল্ডিং সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল মৌজা- রায়ান, এলআর খতিয়ান নং- ৬২৯৫, আরএস প্লট নং- ৩৯০/১৬৪১ আরএস খতিয়ান নং- ১৪৭২, জেএল নং- ৬৮, জমির পরিমাপ ০.৫ কাঠা, গ্রাম- বিজয়রাম ক্যানেলপাড়, রায়ান ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোস্ট- বাজেপ্রতাপপুর শ্রী অরুণ রায়ের মালিকানায়। সম্পত্তির সীমানা- উত্তর- কাদের সেখ-এর বাড়ি, দক্ষিণ- রফিক খানের বাড়ি, পূর্ব- টুম্পা বিবির বাড়ি, পশ্চিম- ৮ ফুট রোড এবং খাল। **যোগাযোগ ব্যক্তি- শ্রী সঞ্জয় এস. টুডু-৭৯০৫৯৫৫৮৬৯**	১. ৯,৯৪,০০০.০০ টাকা ২. ৯৯,৪০০.০০ টাকা	১৪,৮৭,৬৩৭.০০ টাকা (চোদ্দো লক্ষ সাতাশি হাজার ছয়শত সাঁইত্রিশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
১৪.	**ঋণগ্রহীতার নাম : বাপি এন্টারপ্রাইজ** **শাখা-মোহনপুর** **সম্পত্তি-** মৌজাও গ্রাম হারবাটি, জেএল নং ০৯, পরগনা উখরা, খতিয়ান নং- ১৪৯ এবং ৩৬, পার্চা হিসাবে খতিয়ান নং- ৩১৭, দাগ নং- ২৮, মারিচা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোঃ- মাসুন্দা, থানা- আমডাঙ্গা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা এ জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল পরিমাপ- ২২ ডেসিমেল, **বাপি মণ্ডলের নামে। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তর-রঞ্জন মণ্ডলের খালি জমি,দক্ষিণ-৭ফুট চওড়া কংক্রিটের রাস্তা, পূর্ব- রামজান মণ্ডলের বাড়ি,পশ্চিম-শ্রী মতিলাল সূত্রধরের খালি জমি দ্বারা, বাপি মন্ডলের নামে। **যোগাযোগের ব্যক্তি- রীতেশ দাস : ৯০৫১৫৮৭৮৭৯**	১. ১৫,১৬,০০০.০০ টাকা ২. ১,৫১,৬০০.০০ টাকা	১৪,৯৫,৬০৬.০০ টাকা (চোদ্দো লক্ষ পঁচানব্বই হাজার ছয়শত ছয় টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
১৫.	**ঋণগ্রহীতার নাম : বাবা লোকনাথ এন্টারপ্রাইজ** **শাখা- বাঁকুড়া (৬০৮৪০)** **সম্পত্তি -** জমি ও বিল্ডিং সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল মৌজা -ডেমুরারি, গোপিনাথপুর, জেএল নং- ২০৫, থানা ও জেলা-বাঁকুড়া, ওয়ার্ড নং- ৫, বাঁকুড়া পৌরসভার অধীনে, আরএস খতিয়ান নং- ১২৩৯, এল.আর. খতিয়ান নং- ৭৪৯৭, আর.এস. প্লট নং- ২৬৪/১৪৯৫, এলআর প্লট নং- ৪৫৫৬ এলাকা ০.০২৮ একর শ্রী তন্ময় নন্দীর নামে। সীমানা: উত্তর- শ্রী অরুণ কুন্ডুর বাড়ি, দক্ষিণ- রেলওয়ের স্থান, পূর্ব- শ্রী অশ্বিনী ঠক্কর এর বাড়িও সংযুক্ত প্যাসেজ মিউনিসিপ্যাল রোড, পশ্চিমে- পৌর ড্রেন। **যোগাযোগ ব্যক্তি: শ্রী অরিজিৎ মুখার্জি: ৭৯০৮২৯০৯৫৯**	১. ১৬,৪৬,০০০.০০ টাকা ২. ১,৬৪,৬০০.০০ টাকা	১০,৩২,০৭৯.০০ টাকা (দশ লক্ষ বত্রিশ হাজার ঊনআশি টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
১৬.	**ঋণগ্রহীতা: শ্রী অরুণ বোস** **শাখা- বাঁকুড়া (২৬৩৩১)** **সম্পত্তি:** জেএল নং ২১১, আরএস প্লট নং ৪৪৬, এলআর প্লট নং ৪৪৬, এলআর. খতিয়ান নং ১৫৭৭৫, হোল্ডিং নং ২০৮/৬, ওয়ার্ড নং ১০ এ অবস্থিত স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, স্কুল ডাঙ্গা, মাঠপাড়া, জেলা - বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২২ ১০১. সীমানা: উত্তর - ৬ ফুট প্রশস্ত পিসিসি রোড, দক্ষিণ - শিব নারায়ণ বোসের বাড়ি, পূর্ব- বিপ্রদাস মিদ্যের বাড়ি, পশ্চিম- শিব নারায়ণ বোসের বাড়ি। **যোগাযোগের ব্যক্তি- গীতাঞ্জলি কোনার - ৮১৭০৯ ০৩৮০০**	১. ৪৭,৮৩,০০০.০০ টাকা ২. ৪,৭৮,৩০০.০০ টাকা	৮,৫৮,৮১৬.০০ টাকা (আট লক্ষ আটান্ন হাজার আটশত ষোলো টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
১৭.	**ঋণগ্রহীতার নাম : শ্রী অনিমেষ মুখার্জি,** **শাখা: পুলিশ লাইন বর্ধমান** **সম্পত্তি:** জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল কাস্ট-কুরম্বা -তে, কাস্ট-কুরম্বা বাস স্ট্যান্ডের কাছে অবস্থিত, মৌজা - শিয়ালদহ, জেএল নং ১২৬-এ অবস্থিত, এল.আর. খতিয়ান নং ২৭১, প্লট নং ৩৩৫ বান্দুল ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীনে, পোস্ট অফিস - কাস্টো-কুরম্বা, থানা- বর্ধমান, জেলা - বর্ধমান (পূর্ব), পশ্চিম বর্ধমান, পিন- ৭১৩১২৬। **যোগাযোগের ব্যক্তি- শ্রী সঞ্জয় এস. টুডু - মোঃ- ৭৯০৫৯ ৫৫৮৬৯**	১. ৪১,৩৬,০০০.০০ টাকা ২. ৪,১৩,৬০০.০০ টাকা	২৬,৬২,৩৫৮.০০ টাকা (ছাব্বিশ লক্ষ বাষট্টি হাজার তিনশত আটান্ন টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
১৮.	**ঋণগ্রহীতার নাম : মেসার্স আনন্দ ট্রেডারস** **শাখা: পুলিশ লাইন বর্ধমান** **সম্পত্তি:** (আধা শহুরে) কাঞ্চননগর মৌজায় অবস্থিত জমি সম্পত্তি, জেএল নং ২৬, আরএস খতিয়ান নং ৯৪, ২১৩, ৪৪৬, ৬০৭, ১০১৮, ১৬০২, এলআর. খতিয়ান নং ২৭৬৪, আর.এস. প্লট নং ২৩০৬/পি, এলআর. প্লট নং ৪৫৭৮, হোল্ডিং নং ১১৪/১, মন্তেশ্বরতলা, কাঞ্চননগর, বর্ধমান পৌরসভা, ওয়ার্ড নং ২৪, পোস্ট. - কাঞ্চননগর, থানা - বর্ধমান, জেলা- বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ। শ্রী শুভজিৎ পুতনন্দীর মালিকানাধীন সম্পত্তি, সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- ১২ ফুট, পৌরসভা রোড, দক্ষিণ - ত্রিদেব মন্ডলের জমি, পূর্ব - ত্রিদেব মন্ডল, পশ্চিম- কমল দাসের জমি; বন্ধকদাতা- শ্রী শুভজিৎ পুতনন্দী। **যোগাযোগের ব্যক্তি- শ্রী সঞ্জয় এস. টুডু - মোঃ- ৭৯০৫৯ ৫৫৮৬৯**	১. ৪৪,৩০,৭০০.০০ টাকা ২. ৪,৪৩,০৭০.০০ টাকা	৫৯,৮৭,২৫১.০০ টাকা (উনষাট লক্ষ সাতাশি হাজার দুইশত একান্ন টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
১৯.	**ঋণগ্রহীতার নাম: সুপার ইলেক্ট্রনিক্স, স্বত্বাধিকারী- পার্থ দাস** **শাখা: বর্ধমান(১২৬২১) শাখা** **সম্পত্তি :** তথায় থাকা কাঠামো সহ জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা মৌজা-ইছাবাদ এ অবস্থিত, জেএল নং ৭৫, আরএস খতিয়ান নং ৪৮০, এলআর খতিয়ান নং-৬২৫৪, আরএস প্লট নং-৮৮৮, এলআর প্লট নং- ২৪৯০, ওয়ার্ড নং ১১, হোল্ডিং নং-৩৩২/৩ ওয়ার্ড নং ১১, মহল্লা-খুদিরামপল্লী, পোস্ট-শ্রীপল্লী, বর্ধমান পৌরসভার মধ্যে, থানা ও জেলা- বর্ধমান, শ্রী পার্থ দাসের নামে পরিমাপ ২.৫ কাঠা (প্রায়)। **পরিবেষ্টিত:** উত্তর- ১০' প্রশস্ত পিসিসি রোড, দক্ষিণ- শ্রী অনুপ চৌধুরীর বাড়ি, পূর্ব- ১২' প্রশস্ত পিসিসি রোড, পশ্চিম- শ্রী সমীর দে এর বাড়ি দ্বারা। **যোগাযোগের ব্যক্তি-প্রসেনজিৎ সরকার-৭০৬৩৫৮৯৯৩০**	১. ৩৭,০৪,০০০.০০ টাকা ২. ৩,৭০,৪০০.০০ টাকা	১০,৯২,২৩৭.০০ টাকা (দশ লক্ষ বিরানব্বই হাজার দুইশত সাঁইত্রিশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
২০.	**ঋণগ্রহীতার নাম: আবসার সেখ** **শাখা: নলহাটি** **সম্পত্তির -** সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে মৌজা- নলহাটিতে অবস্থিত জমি এবং ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার জেএল নং- ৫৩, খ. নং- ৯২৬৭ এবং ২২৫৭, এলআর খ. নং-৯২৬৬, এলআর প্লট নং-৪১৩০, হোল্ডিং নং-৩৭৩, ওয়ার্ড নং-১১, মহল্লা- নলহাটি মোল্লাপাড়া, নলহাটি পৌরসভার অধীনে, থানা-নলহাটি জেলা- বীরভূম, জমির পরিমাপ: ২ শতক। **এটি নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- আব্দুল কারিমোল্লা, দক্ষিণ- নাসিরুদ্দিন সেখ, পূর্ব- রাজেশ সেখ, পশ্চিম- আজিজুল মোল্লা। **যোগাযোগ ব্যক্তি: দেবার্ঘ্য সান্যাল-৯১৬৩৬০৬০৪৯**	১. ১১,২৬,০০০.০০ টাকা ২. ১,১২,৬০০.০০ টাকা	৬,২২,৫০০.০০ টাকা (ছয় লক্ষ বাইশ হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
২১.	**ঋণগ্রহীতার নাম: কেটিএল সিডস ফার্ম প্রাঃ লিঃ** **শাখা- বর্ধমান মেইন (৪১৫৪০)** **সম্পত্তি:** এলআর প্লট নং-১৪১,১৪২, এলআর খতিয়ান নং- ২১২৯, ২১৫৯, ২১৩৭, ২১৩৮,২১৩২,৬০৩/১১০৬, জেএল নং- ১৩৬ গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে থানা- বর্ধমান, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, হাটগোবিন্দপুরে কেটিএল সিডস ফার্ম প্রাঃ লিঃ এর নামে বীজ কারখানার ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার পরিমাপ ১১০ ডেসিমেল গোডাউন হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ, নিজস্ব দখলে, ডিড নং আই-২৭০৮, তারিখ- ০২.০৭.২০১৩। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- সামন্তের জমি, দক্ষিণ- রামগোপাল প্রামাণিক, পূর্ব- মৃত্যুঞ্জয় পাঞ্জা, পশ্চিম- রাস্তা দ্বারা। **যোগাযোগের ব্যক্তি- মুন্না রাজা-৮৭০০৯০৬১৯১**	১. ৪,০৬,৫২,০০০.০০ টাকা ২. ৪০,৬৫,২০০.০০ টাকা	৫,০২,০৫,২৭৩.০০ টাকা (পাঁচ কোটি দুই লক্ষ পাঁচ হাজার দুইশত তিয়াত্তর টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
২২.	**ঋণগ্রহীতা- মামনি পাল** **শাখা- বাঁকুড়া ইএবি** **সম্পত্তি-** শ্রী গৌরাঙ্গ পাল, পিতা- শ্রী হরিপদ পাল এর মালিকানাধীন জমি এবং ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, মৌজা-খেজুরবেদিয়ায়, জেএল নং- ৪১,এলআর খতিয়ান নং-৫৫৫, আরএস ও এলআর প্লট নং-৪৩১, মানকানালি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা ও জেলা- বাঁকুড়া, পিন-৭২২১৭৫. চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- গগন পালের বাড়ি, দক্ষিণ- সুধীর পালের বাড়ি, পূর্ব- ৬ ফুট প্রশস্ত কাঁচা রাস্তা, পশ্চিম- উত্তম পালের বাড়ি। **যোগাযোগ ব্যক্তি- গীতাঞ্জলি কোনার- ৬২৯৪২৭৫৭৭৮**	১. ৬,২৪,০০০.০০ টাকা ২. ৬২,৪০০.০০ টাকা	১২,৭২,১৬২.০০ টাকা (বারো লক্ষ বাহাত্তর হাজার একশত বাষট্টি টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল

আগ্রহী পক্ষের দ্বারা সম্পত্তি **পরিদর্শনের** তারিখ এবং সময় হবে **২৮.০৫.২০২৪** কাজের সময় পর্যন্ত এই ই-নিলাম সম্পর্কিত আরও সমস্ত বিবরণের জন্য আগ্রহী ক্রেতাকে সাইটে আপলোড করা নিয়ম ও শর্তাবলী দেখতে হবে। এনপিএ অ্যাকাউন্টের উপরে উল্লিখিত যেকোনও সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত কোন দায়বদ্ধতা জানা নেই এবং এ বিষয়ে যোগাযোগকারী ব্যক্তিরা হলেন ই-নিলামে রাখা সিকিউরিটিজের সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক।

বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইটে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন, অর্থাৎ www.unionbankofindia.com এবং আইবিএপিআই পোর্টাল ওয়েবসাইট https://ibapi.in -এ যান। দরদাতাদের নিবন্ধন এবং ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি কমার্স -এর ওয়েবসাইট www.mstcecommerce.com -এ যান। নীচে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি অনলাইন ই নিলামের মাধ্যমে ওয়েবসাইট https://ibapi.in এবং এমএসটিসি কমার্স -এর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে অর্থাৎ, https://www.mstcecommerce.com/auctionhome হেল্পলাইন নম্বর ১৮০০১০২২৫০২৬ এবং ০১১-৪১১০৬১৩১ -তে প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন আইবিএপিআই পোর্টাল সম্পর্কিত সমস্যার জন্য।

এটিও একটি সংবিধিবদ্ধ ত্রিশ (৩০) দিনের ও বিক্রয় নোটিশ যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর ৮(৬) এবং ৯(১) এর অধীনে উপরে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম বিক্রয় অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে উল্লিখিত ঋণের ঋণগ্রহীতা/গণ এবং গ্যারান্টার/গণকে।

তারিখ: ০৯.০৫.২০২৪, স্থান: দুর্গাপুর **অনুমোদিত অফিসার, আঞ্চলিক দপ্তর**

দলের ড্যামেজ কন্ট্রোলে আমতায় মমতার সভা ?

নিজস্ব প্রতিবেদন, আমতা: আগামিকাল হাওড়ার আমতা ফুটবল মাঠে উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী সাজদা আহমেদের সমর্থনে আমতায় জনসভা করবেন রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সভা ঘিরে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে তৃণমূল থিঙ্ক ট্যাঙ্ক। জোরকদমে প্রস্তুতি। তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমতা সভা ঘিরে রাজনৈতিক ওয়াকিবহাল মহলের মধ্যে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। বিভিন্ন প্রান্তে উন্নয়ন সত্ত্বেও কেন আমতাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আসতে হচ্ছে তা নিয়ে চলছে জোর চর্চা। শুক্রবার আনাচে-কানাচে, চায়ের দোকান থেকে শুরু করে রেস্তোরাঁ সব জায়গাতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমতার সভ ঘিরে আলোচনা চলে বলে দাবি।

রাজনৈতিক ওয়ার্কিবল মহলের অভিমত, উলুবেড়িয়া উত্তর বিধানসভার ড্যামেজ কন্ট্রোলের জন্যই তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমতা ফুটবল মাঠে সভা করতে হচ্ছে। কারণ উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে উুবেড়িয়া উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রটি

এই মুহূর্তে তৃণমূলের মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত, উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সাজদা আহমেদ জয়ের লিড বাড়ানোর জন্য ঝাঁপাচ্ছেন বলে দাবি করছেন। কিন্তু উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রটি থেকে আদৌ লিড পাওয়া যাবে কিনা তা নিয়ে চলছে তৃণমূলের অন্দরে জোর চর্চা, এমনটাই সূত্রের খবর।

উল্লেখ্য, বিধানসভা নির্বাচনে উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী ডা. নির্মল মাজি প্রায় ২১ হাজার ভোটে জয়ী হয়েছিলেন। এই বিধানসভায় বিজেপি প্রার্থী প্রায় ৭১ হাজার ভোট পান। বাম এবং কংগ্রেস জোটের প্রার্থী অশোক দলুই বিধানসভায় তেমন একটা সুবিধা করতে পারেননি। দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসে বিজেপি। এরপর নির্বাচন হয়। অভিযোগ পঞ্চায়েত নির্বাচনে কার্যত ভোট হয়নি। পরবর্তী সময়ে যত দিন গিয়েছে উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে পরিস্থিতি বদলেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের একটি অংশ এই মুহূর্তে বসে রয়েছে।

এমনকি বেশ কিছুদিন আগে কিষান খেত মজদুর তৃণমূল কংগ্রেসের হাওড়া জেলা সভাপতি তপন চক্রবর্তী এবং তাঁর সঙ্গে প্রচুর তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী বিজেপিতে যোগদান করেন। বিজেপিতে যোগদান করেন একদা খড়দা এলাকার তৃণমূল কংগ্রেসের লাগামধারী তথা আমতা এক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শুকদেব মণ্ডল। উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে অধিকাংশ পুরাতন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা দলের মূল স্রোত থেকে বসে গিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। আর এক্ষেত্রে বসে যাওয়া তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের ক্ষোভ বিধায়ক নির্মল মাজির বিরুদ্ধে। অন্যান্য বিধানসভাগুলিতে তৃণমূল কংগ্রেস 'ওয়ান হ্যান্ড অপারেটেড' হলেও উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরেই খুব ধিকিধিকি জ্বলছে।

সম্প্রতি আদালতের নির্দেশে চন্দ্রপুরে নিজেদের ঘরে ফিরতে হয় তৃণমূলের একাংশকে। এর ওপর রয়েছে বেশ কিছু ইস্যু, যা তৃণমূল কংগ্রেসকে কিছুটা বেগ দিতে পারে। বলাই বাহুল্য, এই ক্ষোভ এবং ইস্যুগুলিকে কাজে লাগাতে চাইছে বিজেপি। পাশাপাশি এই বিধানসভা কেন্দ্রে বাম ভোট রামে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে দাবি। যদি তাই হয় তা হলে এই কেন্দ্রেও পিছিয়ে পড়বে তৃণমূল কংগ্রেস এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক ওয়াকিবহাল মহল। আর ক্ষোভ বিক্ষোভকে সামাল দিতে এই কেন্দ্রে সভা করতে আসছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এমনই অভিমত রাজনৈতিক মহলের। যদিও বিষয়টি নিয়ে উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক ডাক্তার নির্মল মাজি দাবি করেছেন, কোথাও কোনও ক্ষোভ নেই। এই কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস ভালো ব্যবধানে সাজদা আহমেদকে লিভ দেবে। এখন দেখার কী হয়।

জমি হাতাতে নিজের ছেলের খুনের চেষ্টার অভিযোগ মায়ের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: স্বামী মারা যাওয়ার পর জমি হাতিয়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র করে নিজের নাবালক সন্তানকে প্রাণে মারার চেষ্টার অভিযোগ উঠল মায়ের বিরুদ্ধে। আর এই ঘটনায় অভিযুক্ত মহিলার দ্বিতীয় পক্ষের স্বামীর মদত রয়েছে বলে অভিযোগ। শুক্রবার চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে মানিকচক থানার শেখপুর এলাকায়। আক্রান্ত নাবালক শাহিদ আফ্রিদি তার মা রানি খাতুনের বিরুদ্ধে মানিকচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্তের পাশাপাশি ওই মহিলাকে আটক করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শেখ পুরা এলাকার বাসিন্দা ১৫ বছরের নাবালক শাহিদ আফ্রিদি। তার মা রানি খাতুন। প্রায় সাত বছর আগে রানি খাতুনের স্বামী মারা যায়। এরপর দেড় বছর আগে রানি খাতুন ওই গ্রামেরই এক যুবক বাপি খানকে বিয়ে করে। তারপর থেকেই ছেলে শাহিদ আফ্রিদিকে বিভিন্নভাবে মারধর ও প্রাণে মারার চেষ্টা করে আসছে তার মা বলে অভিযোগ।

শাহিদ আফ্রিদির এক কাকিমা আবেদা বিবি পুলিশকে জানিয়েছেন, ৫-৬ বিঘা জমি রয়েছে নাবালক শাহিদ আফ্রিদির নামে। তার বাবা মারা যাওয়ার আগে সেই জমি ছেলের নামে করে গিয়েছেন। আর সেই জমি নিজের করে নিতে চেষ্টা করছে মা রানি খাতুন। প্রায় মাসখানেক আগে নাবালক ছেলে মায়ের অত্যাচারে ভিন রাজ্যে চলে গিয়েছিল। কয়েকদিন আগে সে বাড়ি ফিরে আসে। এরপর তার উপর অত্যাচার চালানো হচ্ছিল। এদিন বাঁশ এবং লাঠি দিয়ে শাহিদকেই তার মা এবং সৎ বাবা পিটিয়ে মারার চেষ্টা চালায়। তখনই গ্রামবাসীরা গিয়ে ওই নাবালককে বাঁচায়। এদিকে সমস্ত অভিযোগ মিথ্যে বলে দাবি করছে অভিযুক্ত রানি খাতুন। তিনি জানিয়েছেন, তার ছেলে মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি এসে গোলমাল করছিল তখনই তাকে বকাবকি করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ওই নাবালককে উদ্ধার করে আপাতত আদালতের নির্দেশ মতো সরকারি হোমে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই ঘটনায় অভিযুক্ত মহিলাকে আটক করা হয়েছে। পাশাপাশি অপর এক অভিযুক্ত পলাতক, তার খোঁজ চালানো হচ্ছে।

আপনাদের ঘরের মা-বোনেদের সঙ্গে এমন হলেও কি সব ঠিক আছে বলতে পারতেন, প্রশ্ন মীনাক্ষীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: আপনাদের ঘরের মা-বোনেদের সঙ্গে যদি এমন হত তবে কি আপনারা সব ঠিক আছে বলতে পারতেন? সুজিত বসু, লীনা গঙ্গোপাধ্যায়, পার্থ ভৌমিক, রাজীব কুমারদের উদ্দেশে প্রশ্ন মীনাক্ষীর।

এদিন সভায় মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় বিজেপি ও তৃণমূলকে আক্রমণ করার পাশাপাশি সন্দেশখালি প্রসঙ্গে বলেন, 'গোটা সন্দেশখালিজুড়ে মা-বোনেদের ওপর অন্যায় হয়েছে। কিন্তু সুজিত বসু, লীনা গঙ্গোপাধ্যায়, পার্থ ভৌমিক, রাজীব কুমার, এনারা গোটা সন্দেশখালি ঘুরে এসে বলেছেন সেখানে সবকিছু ঠিক আছে। কোনও সমস্যা নেই সেখানে।' এদিনের এই নির্বাচনী মঞ্চ থেকে তিনি তাঁদেরকে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে বলেন, 'আপনাদের ঘরের মা-বোনেদের সঙ্গে যদি এমন হত তবে কি আপনারা সব ঠিক আছে বলতে পারতেন? মানুষ তৃণমূল বিজেপি উভয় সরকারকেই বুঝে গিয়েছে, তাই সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সিপিএমের পাশে আছে। বর্ধমান পূর্বের কর্মী সমর্থকরা ঠিক করে নিয়েছেন আর কাউকে ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি মেখে কালো চেহারা ফর্সা করতে দেবেন না। মানুষ বামফ্রন্টের সঙ্গেই থাকবেন।'

এদিন সভায় প্রার্থী নীরব খাঁ বলেন, 'গোটা রাজ্যজুড়েই দুর্নীতি চলছে।' একশো দিনের কাজ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, '১০০ দিনের কাজ বন্ধের পেছনে কেন্দ্র

এবং রাজ্য দুই সরকারেরই হাত আছে। কারণ রাজ্য সরকার ১০০ দিনের কাজের টাকা চুরি করেছে আর সেই কারণে কেন্দ্রীয় সরকার ১০০ দিনের কাজের টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ প্রবল অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে এবং প্রতিনিয়ত হচ্ছে। তাদের কথা এই দুই সরকারের কেউই ভাবেনি।'

বামপ্রার্থী নীরব খাঁর সমর্থনে জনসভা মীনাক্ষীর। বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের বাম প্রার্থী নীরব খাঁর সমর্থনে শুক্রবার কালনা এক ব্লকের সহজপুরে নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সিপিএমের কালনা ১ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে এই সভায় বক্তব্য রাখেন বামনেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক অঞ্জু কর, তাপস চট্টোপাধ্যায়, আলিম শেখ। এদিনের নির্বাচনী জনসভায় সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী প্রচার সিঙ্গুর অঞ্চলে সঙ্গে মন্ত্রী বেচারাম মান্না। ছবি: বনস্পতি দে

সিআরপিএফ নিয়ে মগরা ও বাঁশবেড়িয়ায় ব্যবসায়ীদের বাড়ি ও অফিসে আয়কর হানা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: আগামী ২০ মে হুগলিতে লোকসভা ভোট। তার আগে শুক্রবার সকালে আচমকা হুগলির মগরায় আয়কর হানা। আয়কর দপ্তরের অভিযান চলছে হুগলির বাঁশবেড়িয়া এলাকাতেও। এই দুই এলাকার একাধিক ব্যবসায়ীর বাড়িতে শুরু হয়েছে আয়কর দপ্তরের তল্লাশি অভিযান।

সূত্রের খবর, যে সব ব্যবসায়ীর বাড়িতে ও অফিসে এদিন আয়কর হানা হয়েছে, তাঁরা সকলেই তৃণমূলের 'ঘনিষ্ঠ'। এদিন সাত সকালের সিআরপিএফের জওয়ানদের সঙ্গে নিয়ে মগরা ও বাঁশবেড়িয়া এলাকায় ওই ব্যবসায়ীদের বাড়ি ও অফিসে হানা দেয় আয়কর দপ্তর। সকাল থেকে শুরু করে এখনও চলছে তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদের পর্ব। যদিও কীসের সন্ধানে এদিনের অভিযান, সে বিষয়টি এখনও স্পষ্ট নয়।

উল্লেখ্য, এদিনের আয়কর হানা প্রসঙ্গে হুগলির বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গ সিন্ডিকেট, তোলাবাজি, কাটমানিতে ছেয়ে গিয়েছে। যারা এসবের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে, তাদের ছাড়া হবে না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলে দিয়েছেন, না খাউঙ্গা না খানা দুঙ্গা। দুর্নীতির বিরুদ্ধে তিনি লড়াই করছেন। আমরাও তাঁর সৈনিক হিসেবে লড়াই করছি। দুর্নীতির বিরুদ্ধে

লড়াই হবেই।' লকেটের আরও সংযোজন, 'দুর্নীতি, মাফিয়াবাজি, গুন্ডাগিরি চলছে। এর সমাপ্তি চাই আমরা।'

এর আগেও বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে কেন্দ্রীয় বিভিন্ন এজেন্সির অভিযানের ঘটনা ঘটেছে। কখনও সিবিআই, কখনও ইডি, কখনও আয়কর দপ্তর অভিযান চালিয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। তা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে সরব হয়েছে তৃণমূল শিবিরও। যদিও এবার এখনও পর্যন্ত তৃণমূলের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

সুন্দরবনের ইছামতী নদীতে উদ্ধার চাকুল মাছ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: উত্তর ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ইছামতী নদীতে পাওয়া গেল বিশাল আকারের চাকুল মাছ। এই মাছ দেখার জন্য ভিড় জমাল সাধারণ মানুষ। কারণ এই বিশাল আকারে চাকুল মাছ এই বাজারে নিয়ে যাওয়া হল ভ্যান রিক্সায়, যা দেখে দূর থেকে এক নিমেশে মনে হবে এ যেন এক ভ্যান মাছ। এলাকার মৎস্যজীবীরা মাছটিকে হিঙ্গলগঞ্জের মৎস্য আড়তে নিয়ে আসে। এখানে ওজন করে দেখা যায় সেটির ওজন ৮১ কেজি। যার কেজি প্রতি মূল্য ৩৫০ টাকা। মাছটি লম্বা প্রায় ৫ হাত ও চওড়া ৪ হাত। এই মাছটি ধরা পড়েছে মৎস্যজীবীর জালে। এরকম মাছ সচারাচার পাওয়া যায় না বা দেখাও যায় না। এটি এখন বিলুপ্তপ্রায় বলা যায়। আর এইরকম একটি মাছ পেয়ে স্বভাবতই খুশি মৎস্যজীবীরা।

রাজ্যে ৩৫টি আসন পেলে চব্বিশেই মমতাকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী করব : শুভেন্দু

মিলন গোস্বামী

বীরভূম: 'মানুষের ভয় কাটছে বেরিয়ে আসছেন মানুষ, তৃণমূলের পতন অনিবার্য।' ভোটের আগে এভাবেই জনসভায় ভিড় দেখে উৎসাহিত হয়ে কর্মীদের মনোবল আরও চাঙ্গা করার চেষ্টা করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

শুক্রবার সিউড়ি ২ নম্বর ব্লকের পুরন্দরপুর আর রামপুরহাটে চাকপাড়ায় বীরভূমের ২ বিজেপি প্রার্থী পিয়া সাহা ও দেবতনু ভট্টাচার্যের সমর্থনে নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখেন শুভেন্দু অধিকারী। শুধু তাই নয়, দুবরাজপুরে দেবতনু ভট্টাচার্যের সমর্থনে রোড শো করেন তিনি। পুরন্দরপুরের জনসভায় ভারতকে সুরক্ষিত রাখার জন্য সকাল সকাল ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

তিনি বলেন, 'আগে ভোট দান করে জল পান।' তারপরেই তাঁর হুঁশিয়ারি এবারে ভোটে কেউ গুন্ডামি করতে পারবে না কারণ কেন্দ্রীয় বাহিনী আছে। আটকালেই ফোন করবেন মেসেজ করবেন। তারপরই দেখবেন সব ঠান্ডা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনা করে শুভেন্দু বলেন, 'পিসির জনসভায় তিন হাজার লোক থাকলে ৫ হাজার পুলিশ থাকে। ভাইপোর জনসভায় দু' হাজার লোক থাকলে ৬০০০ পুলিশ পাহারা থাকে। হামলা আর মামলা এটাই তৃণমূলের এখন শক্তি। নরেন্দ্র মোদি বিকশিত ভারত গড়ার ডাক দিচ্ছেন। মোদি ক্ষমতায় এলে সাড়ে চারশো টাকায় গ্যাস পাবেন সাধারণ মানুষ, ৭০ বছরের ঊর্ধ্বে প্রত্যেককেই চিকিৎসার সুযোগ পাবেন, পাঁচ কেজি করে চাল ও গম বিনামূল্যে রেশনে দেওয়া হবে আর মমতার লক্ষ্মীর ভান্ডার বন্ধ হবে না, এক হাজারের পরিবর্তে তিন হাজার টাকা করে বিজেপি দেবে আর তার জন্য এই রাজ্য থেকে ৩৫টি আসন দরকার।'

এরপরেই আর এক ধাপ এগিয়ে বিরোধী দলনেতা বলেন, 'যদি এই রাজ্য থেকে বিজিবি ৩৫টি আসন পায় তা হলে এই চব্বিশেই ঠগী পিসিকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী করব আর ভাইপোকে জেলে পুরব।' এরপর উপস্থিত শ্রোতাদের উদ্দেশে শুভেন্দু বলেন, 'পঞ্চায়েত ভোট এরা করতে দেয়নি যারা প্রার্থী দিয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করে জেল খাটিয়েছে। বিজেপি ক্ষমতায় এলে যারা মিথ্যা মামলায় জেল খেটেছেন তাঁদের

সংগ্রামী ভাতা ৫০০০ টাকা করে দেবে আর যে সমস্ত পুলিশ আধিকারিকেরা তৃণমূল নেতাদের কথা শুনে মিথ্যা মামলা সাজিয়েছিলেন, তাঁদের ক্লোজ করব রিটায়ার্ড হয়ে গেলেও পেনশনের টাকা আটকে দেব।'

পুরন্দরপুরের জনসভা থেকে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি ও পঞ্চায়েতের উপপ্রধানকে দিদি দিয়ে বলেন, 'সাবধান আমার কাছে দারুণ ওষুধ আছে তার রিঅ্যাকশন কী হয় কেষ্ট জানে।' রামপুরহাটের জনসভায় শুভেন্দু বলেন, 'গুজরাটের সুরাট আর মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে বিজেপির জয়যাত্রা শুরু হয়েছে। প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় দফার ভোট এখনও পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী শান্তিপূর্ণ ভাবে করিয়েছে। আপনারা ভাববেন না পঞ্চায়েত ভোটের মতো ভোট হবে না, এখানে এবার আর কোনও বোমা পড়বে না, বুথ দখল হবে না বিরোধী এজেন্টদের তৃণমূল গুন্ডারা তাড়াতে পারবে না কারণ প্রতি বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে।'

এরপর সন্দেশখালি নিয়ে সরব হন শুভেন্দু। তিনি বলেন, 'সন্দেশখালিতে দশ বছর অত্যাচার চলছে, ফেক ভিডিও বানিয়ে আইপ্যাক আর তোলাবাজ ভাইপো প্রচার করে সন্দেশখালির মা-বোনেদের ইজ্জত সম্ভ্রম, গরিব মহিলাদের লড়াইকে আজকে অপমান করেছে।' এ ধরনের কাজ ২০১১ এর আগে নন্দীগ্রামে সিপিএমও করেছিল জানিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'পুলিশের লোকের সহযোগিতায় আইপ্যাক আর তোলাবাজ ভাইপো এই একই জিনিস করছে।' সন্দেশখালির মণ্ডল প্রেসিডেন্ট গঙ্গাধর কয়াল আজকে হাইকোর্টে গিয়েছেন সিবিআই তদন্তের জন্য জানিয়ে এই হাইকোর্টে সিবিআই তদন্ত হলে আইপ্যাক ও ভাইপোকে 'প্যাক' করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন শুভেন্দু।

নির্বাচনের আগেই ভাতারে বিজয় মিছিল তৃণমূলের !

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: আগামী ১৩ মে বর্ধমান জেলায় লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তার আগেই শুক্রবার বিকেলে বিজয় মিছিল করল ভাতার ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস। শুধু বিজয় মিছিল নয়, রীতিমতো একে অপরকে সবুজ আবির মাখিয়ে জয়ের শুভেচ্ছা জানিয়েও দেয়। এদিন এই বিজয় মিছিলে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। ভাতারের বিধায়ক মানগোবিন্দ অধিকারী বলেন, 'আমরা ভাতার ব্লকে তো জয়লাভ করবই। সেটা কত ভোটে করব তার ওপর নির্ভর করছে। তাই কর্মীরা জয় নিশ্চিত ভেবেই বিজয় মিছিল করেছেন।' ভাতার ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বাসুদেব যশ জানান, ক্লাসের ভালো ছেলে যারা হয় তারা তো পাশ নিয়ে চিন্তা করে না। কত শতাংশ নম্বর পাবে সেটা নিয়ে চিন্তা করে। তাই ভাতার ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কত ভোটে জয়লাভ করবে সেটাই দেখার। ভাতার ব্লকের সিপিএমের এক নম্বর এরিয়া কমিটির সদস্য নজরুল হক জানান, অনেক জায়গায় দেখা যায় কেউ মারা গেলে মৃতদেহ নিয়ে নাচানাচি করছে, আবির খেলছে, ভাতার ব্লকের তৃণমূলের এই অবস্থা। ৪ তারিখ আসুক বাক্স খুললেই সব বোঝা যাবে।

সন্ত্রাসমুক্ত ভোটের দাবিতে বয়কট আরামবাগের আরান্ডিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: প্রতিবারই ভোট দিতে যাওয়ার সময়ে বাধার সম্মুখীন হন তাঁরা, মারধর করে এলাকা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় তাঁদেব, ভোট দিতেই দেওয়া হয় না। এমনকি ভোট দিতে গেলে প্রাণনাশেরও হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এমনই সন্ত্রাস করা হয় যে গোটা এলাকার বাসিন্দারা ভয়ে তটস্থ থাকেন বলে দাবি। আবার তাঁদের এলাকা থেকে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র প্রায় দুই কিমি দূরে। এত দূরে প্রাণ হাতে নিয়ে তাঁরা আর ভোট দিতে যাবেন না। তাই ভোট বয়কট করছেন। এই ঘটনা আরামবাগের আরান্ডি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের আরান্ডি মহল্লা পাড়ার। কোনও মতেই তাঁরা ভোট দিতে যাবেন না। নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন বলে দাবি। প্রশাসন বা কেন্দ্রীয় বাহিনী তাঁদের কোনও রকম সহিযোগিতা করেনি। আরও দাবি, মারধর করে তাঁদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বিগত বিধানসভা ও পঞ্চায়েত ভোটে। তাই আর ভোটেই না।

তাঁদের দাবি, হয় প্রশাসনকে সঙ্গে করে সকলকে দাঁড়িয়ে থেকে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে নিয়ে যেতে হবে ও যথাযথ নিরাপত্তার মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পর বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, আর তা না হলে তাঁদের এলাকাতেই আলাদা ভোটগ্রহণ কেন্দ্র করে দিতে হবে। দুষ্কৃতীদের এলাকা থেকে হঠিয়ে দিতে হবে। তবেই তাঁরা ভোট দেবেন, তা না হলে তাঁরা আর কোনও দিনই ভোট দিতে যাবেন না। এই দাবিতে এলাকাবাসী এবার একযোগে বিক্ষোভ দেখিয়ে হাতে পোস্টার নিয়ে ভোট বয়কটের দাবি তুলেছেন। রীতিমতো স্লোগান তুলে তাঁরা রাস্তায় ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছেন।

এই মারাত্মক অভিযোগ গ্রামবাসীরা করলেও কেউই তাদের পাশে দাঁড়াননি বলে দাবি। না পঞ্চায়েত, না বিডিও, না এসডিও না, কেন্দ্রীয় বাহিনী না নির্বাচন কমিশন, না পুলিশ ও প্রশাসন। এতেই ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকার শতাধিক ভোটার। জানা গিয়েছে, আরামবাগের আরান্ডি মহল্লা পাড়ার ২৬৫ নং বুথে বর্তমানে ভোটার সংখ্যা প্রায় সাড়ে পাঁচশো। এই এলাকা থেকে ভোট দিতে গেলে বিজেপির লোকজন রাস্তাতেই মারধর করে তাড়িয়ে দিয়েছেন বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। এর আগের বারেও একই ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ। গ্রামবাসীরা লুকিয়ে গাড়ি করে ভোট দিতে গেলেও তাঁদের গাড়ি আটকে, নামিয়ে মারধর করা হয়েছে বলে দাবি। এমনকি মহিলাদেরও রেয়াত করেননি তাঁরা। অসম্মানিত করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ।

এই অভিযোগ উঠেছে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের দিকেই। এই বিষয়ে তৃণমূলের আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী বলেন, 'আমি বিষয়টি শুনলাম। আমি দেখছি। যথাযথ স্থানে ওঁদের এই দাবি জানাব। অপর দিকে বিজেপি নেতা তথা আরামবাগ লোকসভার কনভেনার হেমন্ত বাগ বলেন, 'ওঁদের অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। এর আগের বারের ভোটে ওরাই এসে বুথ জ্যাম করেছিল। ছাপ্পা ভোট দিয়েছিল। ওই মহিলারাই এসে দু তিন বার ভোট দেন। গ্রামের মানুষই প্রতিরোধ করেছিলেন। তাই ওরা অন্যায় করে আবার বড় বড় কথা বলছেন। চোরের মায়ের বড় গলা। আর বুথ কোথায় হবে না হবে সেটা নির্বাচন কমিশনের বিষয়।'

মাহেশে জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রাকে কপালে চন্দনের পট্টি অক্ষয় তৃতীয়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, মাহেশ: হুগলির মাহেশের জগন্নাথ মন্দিরে রথযাত্রার শুভারম্ভ হয় অক্ষয় তৃতীয়ার দিন থেকে চন্দন যাত্রার মাধ্যমে। কথিত আছে এই দিনেই নাকি জগন্নাথ দেব রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে স্বপ্ন দিয়েছিলেন তাঁর সারা গায়ে চন্দনের প্রলেপ দেওয়ার জন্য। সেই থেকেই প্রতি বছর এই দিনে পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দিরের মতো হুগলির মাহেশের জগন্নাথ মন্দিরের জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রাকে কপালে চন্দনের পট্টি পড়ানো হয়।

কথিত ইতিহাস অনুযায়ী, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে জগন্নাথ দেব স্বপ্নাদেশ দিয়ে বলেন গরম থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তাঁকে চন্দন প্রলেপ দিতে। এর ঠিক ৪২ দিন বাদে রাজার কাছে আবার স্বপ্ন আসে যেখানে ঠাকুর বলেন, চন্দনের জন্য তাঁর মাথা ধরে গিয়েছে তাই তাঁকে স্নান করাতে হবে। ঠাকুরের আদেশ অনুযায়ী, রাজা ১০৮টি কলসির জল দিয়ে জগন্নাথ দেবকে স্নান করান। সেই থেকেই চন্দন যাত্রার ৪৫ দিন বাদে জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা উৎসব পালন হয়। এই স্নানের পরে ঠাকুরের নাকি খুব জ্বর আসে। তাই জন্য স্নানযাত্রার পরে ১২ দিনের জন্য ঠাকুরকে গর্ভগৃহে নিভৃতবাসে রাখা হয়। ১২ দিনের মধ্যে

জগন্নাথ দেব সুস্থ হয়ে ওঠেন তারপর তাঁকে নিয়ে রথযাত্রা শুরু হয়।

মাহেশের জগন্নাথ মন্দিরে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন সকাল থেকেই মানুষজন ভিড় করেছিলেন চন্দন উৎসব দেখার জন্য কপালে চন্দনের প্রলেপ পড়ানোর জন্য এলাকার স্থানীয় মহিলারা আগের দিন রাত থেকেই চন্দন বাটতে শুরু করে দেন। চন্দন বাটা হয়ে গেলে সেই চন্দনকে একটি বিশেষ কাপড়ে চুবিয়ে রাখা হয়। ও সেই কাপড়ের পট্টিটি চন্দন যাত্রার দিন জগন্নাথ দেবের কপালে লাগিয়ে দেওয়া হয়। চন্দন যাত্রা অনুষ্ঠান শেষে মাহেশের জগন্নাথ মন্দিরের সেবাইত পিয়াল অধিকারী বলেন, 'আজ থেকে শুরু হল চন্দন যাত্রা উৎসব। আজকের পর থেকে টানা ৪২ দিন ধরে চলবে চন্দনযাত্রা উৎসব।'

বলা হয় এই দিন থেকেই রথযাত্রা আরম্ভ হয়। অবশেষে চন্দন যাত্রার মধ্যে হয় মাহেশের রথের শুভারম্ভ হল। আজ থেকে ঠিক ৪৭ দিন বাদে মহেশের রথের চাকা গড়াবে। আবার ভক্তবৃন্দদের ঢল নামবে মহাপ্রভু জগন্নাথের রথের টান দেওয়ার জন্য। আজ থেকে শুরু হয় পুরীতে জগন্নাথ দেবের রথ তৈরির কাজ, আর মাহেশে সূচনা হয় চন্দন যাত্রা উৎসবের। আজ থেকে আগামী ৪২ দিন ধরে চলবে জগন্নাথ দেবের মাথায় চন্দন লেপন। তারপর হবে স্নানযাত্রা উৎসব। বলা যায় চন্দন যাত্রা দিয়ে আজ থেকে মাহেশে রথযাত্রারও সূচনা হয়ে গেল। চন্দন যাত্রায় মাহেশ জগন্নাথ মন্দিরে সকাল থেকে ভক্তদের ভিড়। মন্দিরের গর্ভগৃহের দ্বার খোলার পর শুরু হয় চন্দন যাত্রা উৎসব।

মাহেশ জগন্নাথ মন্দিরের সেবাইত জগন্নাথ মন্দির সেবা ট্রাস্টের সম্পাদক পিয়াল অধিকারী জানান, অক্ষয় তৃতীয়া হল একটি অত্যন্ত শুভ দিন। বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার পরশুরামের আবির্ভাব দিবস। অক্ষয় তৃতীয়াতেই জগন্নাথের চন্দন যাত্রা উৎসব হয়। ৬২৮ বছর ধরে দারু কাঠের জগন্নাথ মূর্তি একই রকম রয়েছে। কোনও ক্ষয় নেই। এটাই মাহেশ জগন্নাথের মাহাত্ম্য।

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতার বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ সম্পর্কিত বিষয়ে একটি বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হল শুক্রবার। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ঐতিহ্যবাহী বোল্লা মন্দির প্রাঙ্গণে এই বিশেষ সচেতনতা শিবিরটি অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের এই সচেতনতা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন পতিরাম থানার ওসি সৎকার স্যাংবো, সাব ইন্সপেক্টর অরুণাংশু ঘোষ, বোল্লা মন্দির কমিটির সভাপতি অর্ঘ্য সরকার, শক্তি বাহিনীর ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর মিজানুর রহমান সহ আরও অনেকে।

উল্লেখ্য, বাল্যবিবাহ গোটা দেশের একটি জ্বলন্ত সমস্যা। বাল্যবিবাহ রোধে সরকারের তরফে কড়া আইন আনা হলেও, প্রশাসনের চোখে ধুলো দিয়ে বিভিন্ন সময় বাল্যবিবাহের অভিযোগ সামনে আসে। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে জেলাজুড়ে কাজ করে চলেছে শক্তি বাহিনীর নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। এই সংস্থার তরফে এদিন বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে এই সচেতনতামূলক প্রচার অভিযানের আয়োজন করা হয়।

এ বিষয়ে শক্তি বাহিনীর জেলা কো-অর্ডিনেটর মিজানুর রহমান বলেন, 'সারাবছর ধরেই আমাদের এই প্রচার অভিযান চলে। অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে প্রচুর বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়, যার মধ্যে বাল্যবিবাহ হয়ে থাকতে পারে। তাই এই বিশেষ দিনটিতে এই সচেতনতামূলক প্রচার অভিযানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।'

এবিষয়ে পতিরাম থানার ওসি সৎকার স্যাংবো জানান, বাল্যবিবাহের ফলে শিশুদের মানসিক ও শারীরিক ক্ষতির কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'সমাজের সকলের উচিত বাল্যবিবাহ রোধে কাজ করা।' পতিরাম থানার সাব ইন্সপেক্টর অরুণাংশু ঘোষ বলেন, 'বাল্যবিবাহের ফলে শিশুরা লিঙ্গভিত্তিক নির্যাতনের শিকার হয় এবং তাদের অধিকার লঙ্ঘিত হয়।' তিনি সকলকে ১০৯৮ নম্বরে কল করে বাল্যবিবাহের ঘটনা জানানোর জন্য অনুরোধ জানান।

অন্যদিকে, বোল্লা মন্দিরের প্রধান পূজারী অরূপ চক্রবর্তী বলেন, 'বাল্যবিবাহ সমাজের অর্থনৈতিক ক্ষতি করে। কারণ শিশু যদি বাল্যবিবাহ না করে বড় হয়, তা হলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারবে।' তিনি সকলকে বাল্যবিবাহ রোধে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান।

রাহুল-গোয়েন্কা বিতর্কে মুখ খুললেন সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি: লোকেশ রাহুল-সঞ্জীব গোয়েন্কা বিতর্ক বেড়েই চলেছে। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের কাছে হারের পরে দলের অধিনায়ক রাহুলকে ভর্ৎসনা করেন লখনউ সুপার জায়ান্টসের মালিক গোয়েন্কা। সেই ঘটনায় মুখ খুললেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। কার পক্ষ নিলেন দিল্লি ক্যাপিটালসের ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট?

বেঙ্গালুরুর একটি অনুষ্ঠানে সৌরভকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়। মুখ খুললেও কারও পক্ষ নেননি সৌরভ। তিনি বলেন, ‘টেলিভিশনের ভিডিয়ো দেখে এই বিষয়ে মন্তব্য করা ঠিক হবে না। আমি জানি না সঞ্জীব রাহুলকে কী বলছিল। তাই, এই বিষয়টা এখানেই ছেড়ে দেওয়া উচিত।দ সৌরভ এখন আইপিএলের সঙ্গে যুক্ত। পাশাপাশি আইএসএলে এটিকে দলে গোয়েন্কার সঙ্গে ছিলেন সৌরভ। তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক খুব ভাল। সেই কারণেই হয়তো এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাইলেন না দাদা।

বুধবার লখনউয়ের ১৬৫ রানের লক্ষ্য ৯.৪ ওভারে পার করে হায়দরাবাদ। ৬২ বল বাকি থাকতে এই হার ভাল ভাবে নেননি গোয়েন্কা। তিনি মাঠেই রাহুলকে

ভর্ৎসনা করেন। সেই ঘটনায় সমালোচিত গোয়েন্কা। অনেকেই মনে করছেন যে, তিনি রাহুলের সঙ্গে মাঠের মধ্যে এই ভাবে কথা না বললেও পারতেন। রাহুলের মতো আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারকে অসম্মান করা ঠিক হয়নি বলে মনে করা হচ্ছে। রাহুল দায়িত্ব ছাড়তে পারেন বলেও শোনা যাচ্ছে বিভিন্ন মহলে।

সৌরভ পক্ষ না নিলেও রাহুলের পাশে দাঁড়িয়েছেন মহম্মদ শামি। বাংলার শিল্পপতি গোয়েন্কাকে একহাত নিয়েছেন বাংলার পেসার। শামির মতে, গোয়েন্কার আরও ভাল ভাবে বিষয়টা সামলানো উচিত ছিল। একটি ক্রিকেট ওয়েবসাইটে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শামি বলেন, ‘তখে লোয়াড়দের সম্মান করা উচিত। আপনি দলের মালিক। আপনিও সম্মানীয় ব্যক্তি। অনেকে আপনাকে দেখে শেখার চেষ্টা করে। তাই এই ধরনের ঘটনা যদি ক্যামেরার সামনে ঘটে তা হলে সেটা ঠিক নয়। লজ্জা হওয়া উচিত।দ

বাংলা তথা ভারতীয় পেসারের মতে, গোয়েন্কার যদি রাহুলকে কিছু বলার থাকত তা হলে সেটা তিনি সাজঘরে বলতে পারতেন। এ ভাবে মাঠেই ভর্ৎসনা করা উচিত হয়নি। শামি বলেন, ‘কিছু বলতে হলে অন্য জায়গায় বলা যেতে পারত। সাজঘরে বা হোটেলেও রাহুলের সঙ্গে উনি কথা বলতে পারতেন। মাঠেই বলতে হবে, তার কোনও মানে নেই।দ

ক্রিকেট কতটা অনিশ্চয়তার খেলা ও সে ক্ষেত্রে অধিনায়ককে কতটা চাপ সহ্য করতে হয় সেই প্রসঙ্গেও টেনে এনেছেন শামি। তিনি বলেন, ‘রাহুল দলের অধিনায়ক। ক্রিকেট দলগত খেলা। যদি ওর পরিকল্পনা কাজে না লাগে সেটা একা ওর দোষ নয়। ক্রিকেটে যা কিছু হতে পারে। কিন্তু প্রত্যেককে সম্মান দেওয়া উচিত। এ ভাবে কথা বলা ঠিক নয়। এই ঘটনা থেকে ভুল বার্তা যাচ্ছে।

কে কোথায় দাঁড়িয়ে

কলকাতা নাইট রাইডার্স
১১ ম্যাচে ৮টি জয়, ১৬ পয়েন্ট

রাজস্থান রয়্যালস
১১ ম্যাচে ৮টি জয়, ১৬ পয়েন্ট

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ
১২ ম্যাচে ৭টি জয়, ১৪পয়েন্ট

চেন্নাই সুপার কিংস
১১ ম্যাচে ৬টি জয়, ১২ পয়েন্ট

দিল্লি ক্যাপিটালস
১২ ম্যাচে ৬টি জয়, ১০ পয়েন্ট

লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস
১২ম্যাচে ৬টি জয়, ১২ পয়েন্ট

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু
১২ ম্যাচে ৫টি জয়, ১০ পয়েন্ট

পঞ্জাব কিংস
১২ ম্যাচে ৪টি জয়, ৮ পয়েন্ট

মুম্বই ইন্ডিয়ানস
১২ ম্যাচে ৪টি জয়, ৮ পয়েন্ট

গুজরাট টাইটানস
১১ ম্যাচে ৪টি জয়, ৮ পয়েন্ট

কোহলি ‘মানুষ নন’, কোহলি ‘চিতা’

নিজস্ব প্রতিনিধি: খেলোয়াড়দের জীবনটাই যেন এমন;যখন ভালো করবেন, প্রশংসায় ভাসবেন আর যখ ন আপনার খেলা মন জয় করতে পারবে না, নিন্দার কাঁটায় বিদ্ধ হবেন! এই তো দিন কয়েক আগেও বিরাট কোহলির স্ট্রাইক রেট নিয়ে কত সমালোচনা! আর গতকাল রাতে তিনি প্রায় ১৯৬ স্ট্রাইক রেটে ৪৭ বলে ৭ চার ও ৬ ছয়ে ৯২ রান করার পর প্রশংসায় ভেসে যাচ্ছেন।

তবে ব্যাটিং নয়, গতকাল পাঞ্জাব কিংসের বিপক্ষে ম্যাচের পর কোহলি বেশি প্রশংসিত হচ্ছেন ফিল্ডিংয়ের কারণে। ছন্দে থাকা পাঞ্জাবের ব্যাটসম্যান শশাঙ্ক সিংকে দুর্দান্ত এক রানআউটই করেছেন কোহলি। সেই রানআউট দেখে মুগ্ধ কেউ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, ‘কোহলি মানুষ নন।’ কেউ আবার তাঁকে আখ্যা দিয়েছেন চিতা হিসেবে।

টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নামা রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ৭ উইকেটে ২৪১ রান তুলতে পেরেছে মূলত কোহলির বিধ্বংসী ওই ইনিংসের কারণেই। এরপর ফিল্ডিংয়ে নেমে মোহাম্মদ সিরাজের ৩ এবং স্বপ্নীল সিং ও লকি ফার্গুসনের ২টি করে উইকেটে পাঞ্জাবকে ১৭ ওভারে ১৮১ রানে

অলআউট করে ফেলে বেঙ্গালুরু।

পাঞ্জাবকে জয়ের পথে নিয়ে যাচ্ছিলেন শশাঙ্ক। ১৯ বলে ৪ চার ও ২ ছয়ে ৩৭ রান করে ফেলেছিলেন তিনি। কিন্তু একটা ২ রান নিতে গিয়ে কোহলির হাতে রানআউট হয়ে ফিরতে হয়েছে তাঁকে। ১৪তম ওভারে লকি ফার্গুসনের বলে স্যাম কারেন লেগের দিকে বল ঠেলে যখন দ্বিতীয় রানের জন্য ছোটেন, কোহলি বল থেকে প্রায় ২০ মিটার দূরে ছিলেন। সেখান থেকে ছুটে এসে ডাইভ দিয়ে আন্ডারআর্ম থ্রোয়ে সরাসরি বোলিং প্রান্তের স্টাম্প ভেঙে দেন তিনি। রানআউট হয়ে ফেরেন শশাঙ্ক।

এই রানআউট দেখে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একজন লিখেছেন, ‘বিরাট কোহলি মানুষ নন।’ আরেকজনের কথা, ‘চিতা, বিরাট কোহলির রানআউট।’ একজন আবার ব্যাটিংটাও টেনে এনে লিখেছেন, ‘আজ রাতে তিনি জাদু বের করছেন। প্রথমে ব্যাট হাতে আর এখন অসাধারণ এক সরাসরি থ্রোয়ে ফিল্ডিংয়ে।’

১৭ বছর বয়সী বার্সেলোনার ডিফেন্ডার কুবারসির রিলিজ ক্লজ ৫০ কোটি ইউরো

নিজস্ব প্রতিনিধি: বার্সেলোনার মূল দলে তাঁর আবির্ভাব এ বছরই। জাভি হার্নান্দেজের দলের হয়ে এখন পর্যন্ত খেলেছেন ১৫টি ম্যাচ। এই অল্প কয়টা ম্যাচ দিয়েই নিজের জাতটা খ ুব ভালোভাবে বোঝাতে পেরেছেন পাউ কুবারসি। ১৭ বছর বয়সী এই উঠতি তারকা ডিফেন্ডারকে তাই হাতছাড়া করতে চায়নি বার্সেলোনা। তাঁর সঙ্গে ৩ বছরের চুক্তি করেছে ক্যাম্প ন্যুয়ের ক্লাবটি।

চুক্তি অনুযায়ী কুবারসি ক্যাম্প ন্যুয়ে থাকবেন ২০২৭ সাল পর্যন্ত। গতকাল এই স্প্যানিশ সেন্টার-ব্যাকের সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন করে বার্সেলোনা এক বিবৃতিতে লিখেছে, ‘এফসি বার্সেলোনা ও খে লোয়াড় পাউ কুবারসি তার চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর জন্য একমত হয়েছে। যেটা তাকে ২০২৭ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত ক্লাবে রাখবে।’ বার্সেলোনা কুবারসির রিলিজ ক্লজ ৫০ কোটি ইউরো ধরেছে।

এসপানিওলে জন্ম নেওয়া কুবারসির ফুটবলে হাতেখড়ি জিরোনায়। ৭ বছর বয়সে ক্লাবটির যুব দলে নাম লেখান কুবারসি। সেখ ানে ৪ বছর কাটানোর পর চলে যান বার্সেলোনার একাডেমিতে। ২০১৮ সালে বার্সার একাডেমিতে নাম লেখ ানো কুবারসি ক্লাবটির ‘বি’ দলে সুযোগ পান গত বছর।

‘বি’ দলের হয়ে ৯ ম্যাচ খেলেই জাভির নজর কাড়েন কুবারসি। এ বছরের জানুয়ারিতে জায়গা হয় মূল দলে। মূল দলে জায়গা পেয়ে অনেক দিন ধরে চলতে থাকা বার্সেলোনার রক্ষণের সংকট কিছুটা হলেও লাঘব করেছেন তিনি।

বার্সার জার্সিতে ভালো খেলার ফল হিসেবে স্পেন জাতীয় দলেও ডাক পেয়েছেন। কলম্বিয়ার বিপক্ষে মার্চে ১-০ গোলে হেরে যাওয়া প্রীতি ম্যাচ দিয়ে স্পেন দলে অভিষেক হয় কুবারসির। সেই ম্যাচে আইমেরিক লাপোর্তের জায়গায় ৮৩ মিনিটে বদলি হিসেবে খেলতে নেমে একটি রেকর্ডও গড়েন। হয়ে যান স্পেনের জার্সিতে খেলা সর্বকনিষ্ঠ ডিফেন্ডার। কলম্বিয়ার সঙ্গে ম্যাচের দিন তাঁর বয়স ছিল ১৭ বছর ১ মাস ২৮ দিন।

এরপর স্পেনের হয়ে আরও একটি ম্যাচ খেলেন কুবারসি। অনেকেই মনে করছেন, জুনে হতে যাওয়া ইউরো ২০২৪-এর স্পেন দলেও থাকবেন তিনি।

প্রধান কোচের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেবে ভারত, রাহুল দ্রাবিড়কে আবারও আবেদন করতে হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত বছরের ভুলের পুনরাবৃত্তি করবে না ভারত ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। সেবার প্রধান কোচের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর এই পদে আবেদন চেয়ে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল বিসিসিআই। এবার প্রধান কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের হাতে খুব বেশি সময় নেই। জুনে টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দিয়ে ভারতের প্রধান কোচ হিসেবে দ্রাবিড়ের মেয়াদ ফুরাবে। এবার একটু আগেভাগেই প্রধান কোচ চেয়ে বিজ্ঞাপন দেবে বিসিসিআই এবং সেটি প্রকাশ করা হবে টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতের জাতীয় দল দেশত্যাগের আগেই। ভারতের বর্তমান প্রধান কোচ পদে দ্রাবিড় যদি চালিয়ে যেতে চান, তবে নতুন বিজ্ঞপ্তিতে তাঁকে নতুন করে আবেদন করতে হবে।

মুম্বাইয়ে বিসিসিআই সদরদপ্তরে সচিব জয় শাহ সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, ‘আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই আমরা আবেদন চাওয়া শুরু করব। জুনে রাহুল দ্রাবিড়ের মেয়াদ শেষ হবে। তিনি পুনরায় আবেদন করতে চাইলে করতে পারেন।’

শাহ জানিয়েছেন, ২০২৭ বিশ্বকাপ পর্যন্ত নতুন কোচের মেয়াদ হবে। কোচিং স্টাফে বাকিরা কারা নিয়োগ পাবেন, সেটি প্রধান কোচের সঙ্গে আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সংস্করণভেদে ভিন্ন ভিন্ন কোচ নিয়োগ দেওয়ার সম্ভাবনা নেই বলেই জানিয়েছেন বিসিসিআই সচিব, ‘তিন বছরের জন্য দীর্ঘমেয়াদে একজন কোচ খুঁজছি আমরা। ভারতের ক্রিকেটে আলাদা আলাদা সংস্করণের জন্য আলাদা কোচ নিয়োগের নজির নেই। এ ছাড়া সব সংস্করণেই খেলা ভালোসংখ্যক খে লোয়াড় আছে আমাদের। তবে এই সিদ্ধান্ত নেবে ক্রিকেট উপদেষ্টা কমিটি (সিএসি)। আমাকে তাদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে হবে।’

এ বছর জানুয়ারিতে নতুন জাতীয় নির্বাচক চেয়ে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল বিসিসিআই। সিএসি এ বিষয়েও সিদ্ধান্ত নেবে। ভারতের পশ্চিম জোন থেকে জাতীয় নির্বাচক কমিটির দ্বিতীয় সদস্য হিসেবে নিয়োগ পাওয়া সলিল আঙ্কোলার স্থলাভিষিক্ত হবেন নতুন এই নির্বাচক। তবে এই নতুন নির্বাচককে উত্তর জোন থেকে বেছে নেওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। জয় শাহ এ নিয়ে বলেছেন, ‘নির্বাচক পদের জন্য কিছু সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। সিএসসি এক সপ্তাহের মধ্যে নাম চূড়ান্ত করে ফেলবে এবং তারপর দ্রুতই আমরা এটা ঘোষণা করব।’

ঈশান, শ্রেয়সের শাস্তি হলেও একই ‘দোষে’ পৃথক ফল হার্দিকের! কারণ জানালেন বোর্ড সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি: বোর্ডের কথা না শোনায় শ্রেয়স আয়ার ও ঈশান কিশনকে বার্ষিক চুক্তি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। অথচ হার্দিক পাণ্ড্যের ক্ষেত্রে বিষয়টি আলাদা। হার্দিকও ঘরোয়া ক্রিকেট খেলেননি। তার পরেও বোর্ডের বার্ষিক চুক্তিতে রয়েছেন তিনি। শুধু তাই নয়, এ ক্যাটেগরিতে তোলা হয়েছে তাঁকে। কেন হার্দিকের ক্ষেত্রে আলাদা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সেই কারণ জানিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সচিব জয় শাহ।

একটি সাংবাদিক বৈঠকে জয় জানান, হার্দিকের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ‘হার্দিক আমাদের বলেছিল, যদি ওকে সাদা বলের ক্রিকেটের জন্য আমরা ভাবি তা হলে ও বিজয় হজারে, সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি খে লবে। সেই কারণেই ওকে চুক্তিতে রাখা হয়েছে। যে ক্রিকেটার জাতীয় দলে খেলার চেষ্টা করবে তাকে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতেই হবে।দ

বোর্ড সচিব জানিয়েছেন, হার্দিক দীর্ঘ দিন চোটের কারণে বাইরে ছিলেন। তাই তাঁকে সেই সময় দেওয়া হয়েছে। অন্য দিকে শ্রেয়স ও ঈশান ইচ্ছা করে ঘরোয়া ক্রিকেট খে লেননি। কোচ, ম্যানেজমেন্ট ও বোর্ডের কথা শোনেননি তাঁরা। সেই কারণে দু’জনের ক্ষেত্রে আলাদা

সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

শ্রেয়স ও ঈশানকে বোর্ডের বার্ষিক চুর্তি থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত তিনি নেননি বলে জানিয়েছেন জয়। তিনি বলেন, তআপনারা ভারতীয় ক্রিকেটের সংবিধান খুলে দেখতে পারেন। বৈঠকে কী সিদ্ধান্ত হয় সেটা আমি সবাইকে জানাই। আমি সিদ্ধান্ত নিই না। দুই ক্রিকেটার ঘরোয়া ক্রিকেট না খেলায় বার্ষিক চুক্তি থেকে বাদ পড়েছিল। সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন অজিত আগরকর।

বোর্ড সচিব আরও জানিয়েছেন, ভারতে এখন এত প্রতিভাবান ক্রিকেটার রয়েছেন যে যদি কেউ নিয়ম না মানেন তা হলে শাস্তির মুখে পড়তে পারেন। তিনি বলেন, তআমাদের দেশে ক্রিকেটারের অভাব নেই। নতুন ক্রিকেটার উঠে আসছে। তাদের জায়গা দিতে হবে। তাই কেউ ভুল করলে শাস্তি পেতে হবে। কারও জায়গা চিরস্থায়ী নয়।দ

এখনও ভারতীয় দলে ও বোর্ডের বার্ষিক চুক্তিতে জায়গা পাওয়ার সুযোগ রয়েছে শ্রেয়স ও ঈশানের।

তবে তার জন্য তাঁদের ভাল খে লতে হবে বলে জানিয়েছেন জয়। তিনি বলেন, ‘ঈশান ও শ্রেয়স জাতীয় দলে জায়গা না পেলেও আইপিএলে খেলছে। ওখানে ভাল খেললে ওরা নজরে পড়বে। ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে হবে। ধারাবাহিক ভাবে ভাল খেললে আবার ভারতীয় দলে ঢুকতে পারে ওরা। সেটা পুরোটাই নির্বাচক ও ম্যানেজমেন্টের উপর নির্ভর করছে।

মাঠে সাফল্য নেই, তবু সবচেয়ে দামি ক্লাব ইউনাইটেড

নিজস্ব প্রতিনিধি: এক যুগ ধরে প্রিমিয়ার লিগে ট্রফি নেই, ইউরোপেও কোনো শিরোপা নেই সাত বছর হতে চলল। আর এবারের প্রিমিয়ার লিগে অষ্টম অবস্থানে থাকায় আগামী বছর চ্যাম্পিয়নস লিগেও খেলা হচ্ছে না। মাঠের ফুটবলে এমন সাফল্যখরায় থাকা ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডই বিশ্বের সবচেয়ে দামি ক্লাবের তালিকায় শীর্ষে উঠে এসেছে।

সবচেয়ে দামি ক্লাবের তালিকায় আরেকটি বড় পরিবর্তন; অর্থমূল্যে সেরা ৫০ ক্লাবের বিশটিই যুক্তরাষ্ট্রের, যে দেশের শীর্ষ লিগ এখনো জনপ্রিয়তায় এবং খেলার মানে ইউরোপের সেরা পাঁচ লিগের পেছনে। অর্থমূল্যে এগিয়ে থাকা শীর্ষ ৫০ ক্লাবের তালিকাটি তৈরি করেছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ক্রীড়া কনটেন্ট প্রতিষ্ঠান স্পোর্টিকো।

ক্যালিফোর্নিয়া ভিত্তিক সংবাদমাধ্যমটির র‍্যাঙ্কিং বলছে, ইংলিশ ক্লাব ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বর্তমান দাম ৬২০ কোটি মার্কিন ডলার। ৬০৬ কোটি টাকা দাম নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে স্প্যানিশ ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদ। গত বছর ডেলয়েট ফুটবল মানি লিগের

হিসাব অনুসারে, ৬০৭ কোটি মার্কিন ডলার নিয়ে শীর্ষে ছিল রিয়াল। স্পোর্টিকোর র‍্যাঙ্কিংয়ে তৃতীয় স্থানে বার্সেলোনা, লা লিগা ক্লাবটির দাম ৫২৮ কোটি মার্কিন ডলার।

ইউনাইটেডের মতো বার্সেলোনাও চলতি মৌসুমে কোনো ট্রফি জেতেনি। তবু এ দুটি দলের দাম বেশি থাকা এবং শীর্ষে ৫০-এ যুক্তরাষ্ট্রের ২০ ক্লাবের উপস্থিতির কারণ র‍্যাঙ্কিং তৈরির বিভিন্ন মানদণ্ড। এর মধ্যে আছে দলটির আগের ও বর্তমান আয়, বাজার, ব্র্যান্ড শক্তি, আগের ও বর্তমানের মাঠের পারফরম্যান্স, সম্পদ, ধার, ঋণ, সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ আয়, লিগের অর্থনৈতিক অবস্থা।

ইউনাইটেডের শীর্ষে থাকার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রেখেছে জিম ক্লিপের শেয়ার ক্রয়। গত ডিসেম্বরে ১৩০ কোটি মার্কিন ডলারে ইউনাইটেডের ২৫ শতাংশ শেয়ার কিনে নেন যুক্তরাজ্যের এই ধনকুবের। যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাবগুলোর মধ্যে লস অ্যাঞ্জেলেস এফসি ১১৫ কোটি মার্কিন ডলার নিয়ে আছে ১৫ নম্বরে, গত বছর উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনাল খেলা ইন্টার মিলানের অবস্থান ১৬তম (১০৬ কোটি)।

২০২০ সালে মেজর লিগ সকারে যোগ দেওয়া ইন্টার মায়ামির মূল্য এখন ১০২ কোটি, যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাবগুলোর মধ্যে তৃতীয়। এমএলএসের দলগুলোর মধ্যে শীর্ষ ২০ দলের মধ্যে আরও আছে আটালান্টা ইউনাইটেড (১০৫ কোটিতে ১৭তম), লস অ্যাঞ্জেলেস গ্যালাক্সি (১০০ কোটিতে ১৯তম) এবং নিউইয়র্ক সিটি এফসি (৮৪ কোটিতে ২০তম)।

এই লিগের ক্লাবগুলোর আধুনিক স্টেডিয়াম নির্মাণ, পরিচালন ব্যয়ে নিয়ন্ত্রণ মডেল এবং অবনমন না থাকার বিষয়গুলো ক্লাবের বাজারমূল্যে প্রভাব ফেলেছে। ইতালির ক্লাবগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি দামি জুভেন্টাস, মূল্য ১৭৭ কোটি।

কী করে আইপিএলে এত আগ্রাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি: সাফল্যের রহস্য জানালেন হায়দরাবাদের হেড। আইপিএলে বিধ্বংসী ফর্মে রয়েছেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদের ওপেনার ট্রেভিস হেড। এখনও পর্যন্ত ১১টি ম্যাচ খেলে ৫৩৩ রান করেছেন অস্ট্রেলীয় ব্যাটার। এতগুলি ম্যাচ খে লার পরেও হেডের স্ট্রাইক রেট ২০০-র বেশি। এই সাফল্যের রহস্য জানিয়েছেন তিনি নিজেই।

লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে ৩০ বলে ৮৯ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলার পর আইপিএলে আলোচনার কেন্দ্রে হেড। গত এক দিনের বিশ্বকাপ ফাইনালে আগ্রাসী ব্যাটিং করে ভারতের আশায় জল ঢেলে দিয়েছিলেন তিনি। ২০ ওভারের ক্রিকেটে তার থেকেও আগ্রাসী দেখ াচ্ছে তাঁকে।

এই সাফল্য নিয়ে লখনউ ম্যাচের পর হেড বলেছেন, ‘‘গত এক বছর ধরে এ ভাবেই ব্যাট করার চেষ্টা করছি। অস্ট্রেলিয়া আমার কাছে এমন ব্যাটিংই চায়। বলতে পারেন জাতীয় দলের চাহিদা অনুযায়ী ব্যাট করার চেষ্টা করছি। এখ ানে বাড়তি কিছু চেষ্টা করছি না। জাতীয় দলের হয়ে খেলার সময় যে মানসিকতা থাকে, আইপিএলেও সেই মানসিকতা নিয়েই খেলছি।’’

লোকেশ রাহুলের দলের

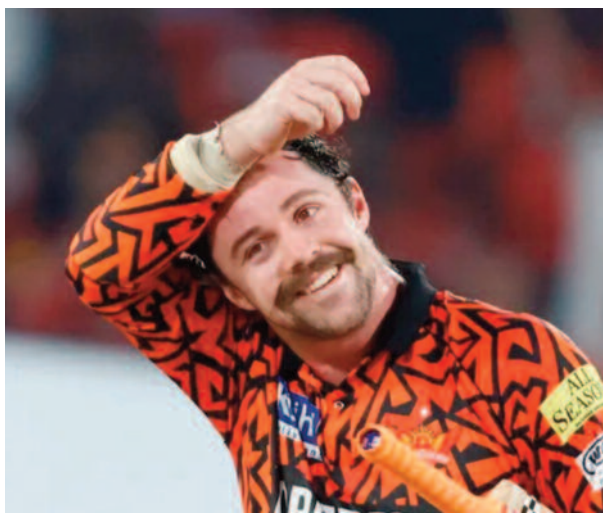

বিরুদ্ধে পারফরম্যান্স নিয়ে হেড বলেছেন, ‘‘লখনউয়ের বিরুদ্ধে ইনিংসটা খেলে খুব আনন্দ পেয়েছি। ১০ ওভারের মধ্যে খেলা শেষ করতে পেরেছি আমরা। অভি (অভিষেক শর্মা) এবং আমি এ রকম কয়েকটা জুটি তৈরি করেছি। আমাদের শুধু লক্ষ্য থাকে দলকে ভাল জায়গায় পৌঁছে দেওয়া।’’ কী মন্ত্র নিয়ে মাঠে নামেন আপনারা? হেড বলেছেন, ‘‘তেমন কিছু নয়। আমরা চেষ্টা করি ভাল করে বল দেখ ার। তার পর যতটা সম্ভব জোরে মারার চেষ্টা করি। পাওয়ার প্লে যতটা সম্ভব কাজে লাগাতে চাই আমরা। এই বিষয়টা নিয়ে এক বছর ধরে পরিশ্রম করেছি। ক্যারিবিয়ান লিগেও এ ভাবে খেলার চেষ্টা করেছি। আধুনিক ক্রিকেটে মাঠের সব দিকে শট নিতে পারা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেটাই চেষ্টা করছি।’’

গত এক দিনের বিশ্বকাপে ৫৪.৮৩ গড়ে করেছিলেন ৩২৭ রান। ভারতের বিরুদ্ধে ফাইনালে খে লেছিলেন ১৩৭ রানের ইনিংস। আইপিএলে কমলা টুপির দৌড়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন প্যাট কামিন্সের দলের ওপেনার।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**